৩২ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৭

- ছাদাক্বাহ
- দায়িত্বশীলদের গুণাবলী
- কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা
- ইসলামে বন্ধুত্বের স্বরূপ
- মুহাম্মাদ (ছাঃ)-মাটির সৃষ্টি না নূরের সৃষ্টি
- সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান
- শাফা'আত ও হাউযে কাউছার

আর কতকাল চলবে রোহিঙ্গা নির্যাতন?

Contents

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৩২ তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৭

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.at-tahreek.com/tawheederdak

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
- **আক্বীদা**
  - শাফা'আত ও হাউযে কাউছার ৫
    আরীফা বিনতে আব্দুল মতীন সালাফী
- **তাবলীগ**
  - সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান (শেষ কিস্তি) ১১
    অনুবাদ : নূরুল ইসলাম
  - কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা (৫ম কিস্তি) ১৪
    হাফেয আব্দুল মতীন
- **তানযীম**
  - দায়িত্বশীলদের গুণাবলী ২১
    মুহাম্মাদ আবুল কালাম
- **তারবিয়াত**
  - ছাদাক্বাহ ২৭
    নাজমুল আহসান
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন**
  - দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন ৩২
- **মনীষীদের লেখনী থেকে**
  - আহলেহাদীছ-এর রাজনীতি : ইমারত ও খেলাফত ৩৪
    প্রফেসর হাফেয আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী
- **ধর্ম ও সমাজ**
  - মুহাম্মাদ (ছাঃ)-মাটির সৃষ্টি না নূরের সৃষ্টি : একটি পর্যালোচনা ৩৭
- **চিন্তাধারা**
  - পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায় (২য় কিস্তি) ৪০
    মফীযুল ইসলাম
  - ইসলামে বন্ধুত্বের স্বরূপ ৪৬
    জাহিদুল ইসলাম
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৪৮
- **কবিতা** ৫০
- **সংগঠন সংবাদ** ৫২
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৬

Contents

সম্পাদকীয়

আর কতকাল চলবে রোহিঙ্গা নির্যাতন?

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে শুরু হয়েছিল যে অন্তহীন যাত্রা, তার শেষ হল না আজ অবধি। বিগত ২০০ বছর ধরে মগ দস্যুদের বর্বরতার মুখে এক অদ্ভুত অজানার পথে অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে আরাকানের এই রোহিঙ্গা প্রজাতির মানুষগুলো। পদে পদে সয়ে চলেছে আদিম গোত্রবাদ, বর্ণবাদ আর পাশবিক বর্বরতার নির্বিরাম খোঁচা। ভাবতে কষ্ট হয় যে তারা আমাদের মতই মনুষ্য প্রজাতির অংশ। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাগর্বী বিশ্বে যেখানে গলির নেড়ি কুকুরের অধিকার সংরক্ষণে হাযারও সংগঠন বিদ্যমান, সেখানে জলজ্যান্ত মানুষ হয়ে তারা পশুর মত স্রেফ কচুকাটা হচ্ছে, তাবৎ বিশ্বকে নিশ্চল স্বাক্ষী রেখে।

১৭৯৯ সালে তারা প্রথম জীবনবাজি রেখে দলে দলে শরণার্থী হয়েছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে। তারপর আবারও ১৯৭৮, ১৯৯১, ২০১২, ২০১৬ সালে। প্রতিবারই মগেরা তাদেরকে পশুর মত হাঁকিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করেছে। ১৯৮২ সাল থেকে তাদেরকে তো নাগরিক হিসাবেই স্বীকার করা হয় না। তারপরও যেসকল ভূমিপুত্র বাপ-দাদার ভিটার মায়ায় মুখ বুজে থেকে গিয়েছে তারা যেন বাস করে আসছিল আসমানের নিচে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উন্মুক্ত কারাগারে। রোহিঙ্গাদের ভাষায় একই খাঁচায় ক্ষুধার্ত বিড়ালের সাথে ইঁদুরের বসবাসের বাস্তব প্রতিকল্প সে জীবন। কয়েক লক্ষ বনু আদম। আমাদের মতই অনুভুতিসম্পন্ন মানুষ। অথচ তাদের জীবনে ন্যূনতম স্বাধীনতা নেই, শিক্ষা নেই, আশা-ভরসা নেই, নেই নতুন দিনের হাতছানি। অবলা পশুর মত একঘেয়ে বয়ে চলা জীবন তাদের। রক্তের নদী, লাশের মিছিল, সম্ভ্রমহারার আর্তচিৎকার, ইয়াতীমের হাহাকার মিলে-মিশে এক মর্মন্তুদ শোকগাঁথা তাদের উপরকার আকাশ-বাতাস। সর্বশেষ আগ্রাসনে সেই ভিটে-মাটিটুকুও তাদের হারিয়ে আসতে হল।

তাদের অপরাধ অনেক। তারা গরীব, খেটে খাওয়া মানুষ; তারা দেখতে অসুন্দর, কালো বর্ণের। তারা স্বাধীন জীবনের প্রত্যাশী। তারা যুলুম থেকে বাঁচতে আগ্রহী। তারা মানুষের মত বাঁচতে চায়। তারা তাদের মানবিক অধিকার চায়। তবে সবচেয়ে বড় অপরাধ তারা মুসলমান। যে অপরাধে ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, কসোভো, ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইয়ামনের নৃশংসতম গণহত্যাগুলো স্রেফ লাশের সংখ্যায় রূপ নিয়েছে, সেই একই অপরাধে অপরাধী রোহিঙ্গারাও। সুতরাং তাদেরকেও কেবল লাশের সংখ্যা গুণে যেতে হবে এবং নিজ নিজ পালার অপেক্ষায় থাকতে হবে, এটাই ভবিতব্য। এখানেই লুকিয়ে আছে বিশ্বমোড়লদের নীরব উপভোগের রহস্য। প্রথম আলো পত্রিকায় বাংলাদেশের জনৈক সেক্যুলার নিরাপত্তা বিশ্লেষক এএনএম মুনিরুযযামান রোহিঙ্গাদের বিষয়ে জাতিসংঘের দূর্বল অবস্থান দেখে কষ্ট হলেও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'তারা মুখে না বললেও এখানে একটি ধর্মীয় দিক আছে। অন্য ধর্মের হলে হয়তো প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হতো'।

জাতিসংঘসহ অভিজাত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো একধরণের মানবাধিকার প্রচার করে থাকেন। তবে সেটা এতটাই সুনির্দিষ্ট পরিমাণে ও সুনির্দিষ্ট স্থানে যে, মানবাধিকার ধারণাটাই সেখানে কতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তা গবেষণার বিষয়। পুঁজিবাদী স্বার্থই সেখানে এক এবং একমাত্র সত্য। পুঁজির সুরক্ষায় যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, তার ভিত্তিতেই ওঠানামা করে সেই মানবাধিকারের নিক্তি। ফলে সেই নিক্তিতে মিয়ানমারের শত অপরাধও ধরা পড়ে না। আদিম বর্বরতায় শত শত গ্রাম পুড়ানো, শত-সহস্র নিরপরাধ মানুষের জীবন হরণের করার পরও সেটা যুলুম হিসাবে গণ্য হয় না, বরং আখ্যা পায় পুঁজিপতি বিশ্বের 'আত্মরক্ষার অধিকার' হিসাবে। অপরদিকে অপরাধী হয় তারা যারা যুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, যারা প্রতিবাদী হন, যারা নিজের মা-বোন হত্যার প্রতিকার চান। কেননা তারা পুঁজির শত্রু। আর সেই শত্রু যদি মুসলমান হয়, তবে তো কথাই নেই। জঙ্গী বা সন্ত্রাসী শব্দবন্ধ তো প্রস্তুতই। যুৎসই প্রয়োগের অপেক্ষাও করতে হয় না। নৃশংস গণহত্যা চালানোর পরও যখন ভারত ও চীনকে প্রকাশ্যে মিয়ানমারের সমর্থনে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, তখন বোঝার আর বাকি রইল না পুঁজির কাছে মানবতা কত বড় অসহায়। বোঝা গেল কেন জাতিসংঘ মিয়ানমারের এত জঘন্য অপরাধের চিত্র প্রকাশিত হওয়ার পরও দ্বিধান্বিত এই বিষয়ে যে, একে 'গণহত্যা' বলা যাবে কি যাবে না কিংবা এটি 'জাতিগত নিধন' আখ্যা দেয়া ঠিক হবে কি হবে না।

গত ২৪শে আগস্ট কফি আনান কমিশন রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান ও চলাফেরার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সেখানেও রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার নিশ্চিতের চেয়ে তার কাছে গুরুত্ব পেয়েছে মৌলবাদ (র‍্যাডিকালাইজেশন) ঠেকানো! অর্থাৎ যতটুকু মানবিকতা দেখানোর সুফারিশ করেছেন তাও সরল মানবতার জন্য নয়, বরং পুজিপতি বিশ্বের স্বার্থ রক্ষার জন্য! সেই সাথে বছরের পর বছর রোহিঙ্গাদের ওপর চলা গণহত্যার জন্য দায়ীদের বিচারের কথা কোথাও বলা হয় নি কমিশনের রিপোর্টে। যেন গণহত্যাগুলো রোহিঙ্গাদের প্রাপ্য ছিল! এভাবে তথাকথিত মানবতাময় বিশ্বে মানবতা যে কত তুচ্ছ মূল্যের জিনিস তা আরও একবার বেরিয়ে এল।

বাংলাদেশের সেক্যুলার চেতনাজীবীদের একটা অংশ আবার একে ধর্মীয় সংঘাত হিসাবে মানতে নারায। তাদের জন্য এটা মেনে নেয়া কঠিন যে মগ বৌদ্ধরা ধর্মীয় কারণে রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদ করতে আগ্রহী। কেননা তাদের কাছে মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীর আর সকলেই মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক এবং শান্তিবাদী। তাদের কাছে বরং রোহিঙ্গারাই সন্ত্রাসী, ইয়াবা ব্যবসায়ী, চোর-বাটপার। সে কারণেই বৌদ্ধরা তাদের ওপর আক্রমণ করেছে। অতএব তাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় যে, পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা যেন দেশে ইয়াবার বিস্তার না ঘটায় এবং আইন-শৃংখলার অবনতি না ঘটাতে পারে। এভাবে এই শ্রেণীর মানবতাও এক বিকট মুনাফেকী চেতনার কাছে বন্ধকীকৃত।

মানবতার কল্যাণের জন্য পৃথিবীর সর্বোচ্চ মর্যাদাবান যে নোবেল শান্তি পুরষ্কার, তাও এখন এক আতংকের নাম। কেননা যারা এই শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন, তারা অচিরেই অশান্তির নায়ক কিংবা পুজিপতিদের বরকন্দাজ হিসাবে আবির্ভুত হচ্ছেন। অংসান সুকি, বারাক ওবামা প্রমুখ তার বাস্তব প্রতিমূর্তি।

আধুনিক বিশ্বের এই স্বার্থবাদী ও প্রতারক মানবতাবাদের একটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ রোহিঙ্গা নির্যাতন। ২০০ বছর হয়ে গেল তাদের দুঃস্বপ্ন দেখার শুরু। আজও সে দুঃস্বপ্নের রাত কাটেনি তাদের জীবনে। প্রতিটি রাত তাদের জন্য জন্য আসে পুরোনো দুঃস্বপ্ন ভোলার এবং নতুন দুঃস্বপ্নের আশংকায়। আর কত প্রজন্ম ধরে চলবে রোহিঙ্গাদের ওপর এই বর্বরতা? আর কত মানবতার বুলি কপচানো হলে তারা ফিরে পাবে তাদের মানবীয় অধিকার?

মানব সেবা

আল-কুরআনুল কারীম :

১– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ–

(১) ‘হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর ও তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর। আর তোমরা সৎকর্ম সম্পাদন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার’ *(হাজ্জ ২২/৭৭)*।

২– يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ– وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ–

(২) ‘তারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও মন্দকাজে নিষেধ করে এবং কল্যাণকর্ম সমূহের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। আর তারা হ’ল সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত। আর তারা যে সৎকর্মসমূহ করবে, তা কখনোই অস্বীকার করা হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ ভীরুদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত’ *(আলে ইমরান ৩/১৪-১৫)*।

৩– لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ–

(৩) ‘প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমরা পৃথক বিধান ও পন্থা নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে এক দলভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে যে বিধানসমূহ দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নিতে। অতএব তোমরা আল্লাহর আনুগত্যপূর্ণ কর্মসমূহে প্রতিযোগিতা কর। (মনে রেখ) আল্লাহর নিকটে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন স্থল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে’ *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*।

৪– هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ–

(৪) ‘তোমরাই তো তারা, তোমাদের আহ্বান করা হচ্ছে যে তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পন্য করছে। তবে যে কার্পন্য করছে সে তো নিজের প্রতিই কার্পন্য করছে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্থ। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করবেন, এরপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)* ।

৫– وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ–

(৫) ‘আর আমরা তাদেরকে নেতা করেছিলাম। যারা আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করত। আমরা তাদেরকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, ছালাত করতে এবং যাকাত প্রদান করতে। আর তারা আমাদেরই ইবাদত করত’ *(আম্বিয়া ২১/৭৩)*।

হাদীছে নববী :

৬– أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে যতক্ষণ থাকবে আল্লাহ তার প্রয়োজনে ততক্ষণ থাকবেন। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন’।[১]

৭– عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ–

(৭) আবু উমামা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, মানব-কল্যাণমুখী কর্ম বিপদাপদ ও অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে, গোপন দান আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপিত করে, রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আয়ু বৃদ্ধি করে’।[২]

৮– عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ

১. বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/৬৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৫৮।
২. মু‘জামুল কাবীর হা/৮০১৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৭২৪৪।

Contents

الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ وَإِنَّ الْخُلُقَ السَّيِّئَ يُفْسِدُ الْأَعْمَالَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ-

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন মানুষ আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং কোন আমল আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষের সবচেয়ে বেশী উপকার করে। আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হলো কোন মুসলমান ভাইয়ের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করানো, অথবা তার বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ আদায় করে দেওয়া, অথবা তার ক্ষুধা মিটিয়ে দেয়া। আমার কোন ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া আমরা কাছে এই মসজিদে অর্থাৎ মসজিদে নববীতে একমাস ই'তিকাফ করার চেয়েও বেশী প্রিয়। যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে দমন করে রাখবে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর নিজের ক্রোধ কার্যকর করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে তার রাগকে সংবরণ করে, ক্বিয়ামতের দিন মহিমাময় আল্লাহ তার অন্তরকে নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দিবেন। যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাথে যেয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে কিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন পুল-সিরাতের উপরে সকলের পা পিছলে যাবে সেদিন আল্লাহ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন। সিরকা বা ভিনিগার যেমন মধু নষ্ট করে দেয় তেমনিভাবে অসৌজন্যমূলক আচরণ মানুষের নেক কর্ম বিনষ্ট করে দেয়'।[৩]

৯- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِى. قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِى. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى-

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে বনী আদম! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, তুমি আমাকে দেখোনি, সে বলবে: হে আল্লাহ আপনাকে কিভাবে দেখব, অথচ আপনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন, তুমি জান না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল তুমি তাকে দেখোনি, তুমি জান না যদি তাকে দেখতে আমাকে তার নিকট পেতে? হে বনী আদম! আমি তোমার নিকট খাদ্য চেয়েছিলাম তুমি আমাকে খাদ্য দাওনি, সে বলবে, হে আমার রব, আমি কিভাবে আপনাকে খাদ্য দিব অথচ আপনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন, তুমি জান না আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাদ্য চেয়েছিল তুমি তাকে খাদ্য দাওনি, তুমি জান না যদি তাকে খাদ্য দিতে তা আমার নিকট অবশ্যই পেতে। হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম তুমি আমাকে পানি দাওনি, সে বলবে, হে আমার রব কিভাবে আমি আপনাকে পানি দেব অথচ আপনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল তুমি তাকে পানি দাওনি, মনে রেখ যদি তাকে পানি দিতে তা আমার নিকট অবশ্যই পেতে'।[৪]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইবনু আছীর (রহঃ) বলেন, 'আবু বকর (রাঃ) যখন খেলাফতে অধিষ্ঠিত হ'লেন তখন তিনি প্রত্যেক দিন মদীনার অদূরে একটি বাড়িতে আসতেন যে বাড়িতে বৃদ্ধ ও অন্ধরা বসবাস করত। তিনি সেখানে এসে তাদের জন্য খাবার রান্না করতেন, ঘরবাড়ি ঝাঁড়ু দিতেন। তারা জানতই না লোকটি কে?'।[৫]

২. মুহিবুত তাবারী (রহঃ) বলেন, 'হযরত ওমর (রাঃ) যখন খলীফা হ'লেন তখন তিনি তাঁর প্রজাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য বের হতেন। একদিন তিনি ইয়াতীম ও বিধবাকে ক্ষুধায় কান্নাকাটি করতে দেখলেন। তিনি নিজে কাঁধে করে বায়তুল মাল নিয়ে আসলেন, রান্না করে খাওয়ালেন ও তাদের হাসালেন'।[৬]

৩. শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিতেন এই শর্তে যে, ঋণগ্রহীতাকে তার নাম সে বলবে না'।[৭]

সারবস্তু :

১. মানবসেবার মাধ্যমে পার্থিব বালা-মুছীবত দূরীভূত হয়।

২. মানবসেবায় পাপ মুক্তি ও আখেরাতের বিভীষিকাময় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

৩. এতে আধ্যাত্মিকতায় ও আমলে অসাধারণ ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া।

৪. সর্বোপরি মানবসেবা জান্নাত লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

৩. মু'জামুল কাবীর হা/১৩৬৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯০৬।

৪. মুসলিম হা/৬৭২১; মিশকাত হা/১৫২৮।
৫. উসদুল গাবাহ ৩/৩২৭ পৃঃ।
৬. রিয়াযুন নাযরাহ ১/৩৮৫ পৃঃ।
৭. সিয়ারু আ'লামুন নুবালা ৮/৩৮৬ পৃঃ।

Contents

শাফা'আত ও হাউযে কাউছার

- আরীফা বিনতে আব্দুল মতীন সালাফী

ইসলাম হ'ল একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আর ইসলামের মূলমন্ত্র বা কেন্দ্রীয় ভিত্তি হ'ল ঈমান। শেষ বিচারের দিবস সম্পর্কে প্রত্যেকেই বিশ্বাস রাখতে হবে। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, Islam not only a religion, but also a complete comprehenshive, dynamic and scientefic code of life. The belive in Almighty Allah is the fundamental thinks of Islamic code of life.

'ইসলাম শুধুমাত্র ধর্মই নয় বরং ব্যাপকতায় পরিপূর্ণ, গতিময় ও বিজ্ঞানময় জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহতে বিশ্বাসই ইসলামিক জীবন ব্যবস্থার মূল ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু'।

জানা যরূরী যে, নিজস্ব কর্ম অনুযায়ী প্রত্যেকেই প্রতিদান পাবে। তার প্রতি বিশ্বাস করা অতীব যরূরী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ– 'যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্র' *(ইনফিত্বার ৮২/১৯)*।

তিনি আরো বলেন, لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ 'দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না' *(নাবা ৭৮/৩৮)*।

নিম্নে শাফা'আত ও হাউযে কাউছার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

شفاعة-এর আভিধানিক অর্থ :

شفاعة শব্দটি বাবে فتح–يفتح এর মাছদার। الشفع মূলধাতু থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ : (১) সুফারিশ করা (To Recommend) (২) মধ্যস্থতা করা (To Mediate) (৩) সহানুভূতি দেখানো (To Sympathize)।

شفاعة-এর পারিভাষিক অর্থ :

شفاعة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় অধিকাংশ আলেমগণ বলেন, الشفاعة هي سؤال الخير للغير– শফাআত অর্থাৎ শফাআত হ'ল অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা করা।

শাফা'আত বা সুপারিশ করার মাহাত্ম্য :

আল্লাহ বলেন, مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا– 'যে ব্যক্তি ভাল কাজে সুফারিশ করে, সে তার একটি অংশ পায় এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজে সুফারিশ করে সেও তার একটি অংশ পায়। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে শক্তি দানকারী' *(নিসা ৪/৮৫)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِه فَقَالَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّه مَا أَحَبَّ– আবু মুসা আল-আশআরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কোন চাহিদা প্রার্থী আসলে তিনি উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেন, 'তোমরা সুফারিশ কর, তোমাদেরকে প্রতিদান দোয়া হবে। আল্লাহ যা পসন্দ করেন তা তাঁর নবীর মুখ দিয়ে প্রকাশ করান'।[১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ رَاجَعْتِه. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه تَأْمُرُنِى قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ. قَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِى فِيه– নবী (ছাঃ) (বারীরাকে) বললেন, তুমি যদি তার (মুগীছ তার স্বামী) কাছে ফিরে যেতে চাও তাহলে ভাল হত। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি আমাকে আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, না। আমি কেবল সুপারিশ করছি মাত্র। সে বলল, তাহ'লে তার আমার কোন প্রয়োজন নেই'।[২]

পার্থিব জীবনে শাফা'আত বা সুপারিশ :

দুনিয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা মানুষ ব্যবহার করে প্রায় স্বাধীনভাবে। পার্থিব জীবনের সুপারিশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে জেলখানায়। জেলখানায় তার নমুনা রয়েছে। এখানে কারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো প্রতি সুপারিশ বা মানবিক সাহায্য পর্যন্ত করতে পারে না। এতেই আমাদের বোধগম্য হয় যে পার্থিব জীবনেই সুপারিশ পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে যায়। আর পরকালের কি অবস্থা হবে একটু ভেবে দেখুন!

পারলৌকিক জীবনে শাফা'আত বা সুপারিশ :

মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِه তাঁর অনুমতি ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে? *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)* মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى 'আর তারা কেবল তার জন্যই সুফারিশ করে যার প্রতি তিনি (আল্লাহ) সন্তুষ্ট' *(আম্বিয়া ২১/২৮)*। তিনি আরো বলেন, لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ

১. মুসলিম হা/৬৮৫৮।
২. বুখারী হা/৫২৮৩।

بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى 'তাদের কোন সুপারিশ কাজে আসবে না। যতক্ষণ না আল্লাহ অনুমতি দেন যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট' *(নাজম ৫৩/২৬)*। এছাড়াও ছাফা পাহাড়ের দাঁড়িয়ে স্বীয় জাতির উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর সেই যুগান্তকারী ভাষণ, يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا 'হে বনু আবদে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও কেননা আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র হাত থেকে বাঁচানোর কোন ক্ষমতা রাখি না'।[৩]

শাফা'আত লাভের আশায় ব্যতিব্যস্ত হাশরবাসী :

হাশরের ময়দান বড় বিভীষিকাময় স্থান। সেদিন হাশরবাসী অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত, ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির হয়ে পড়বে। সেদিনটির পরিমাণ হবে হাযার বছরের সমান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ 'তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় কর্ম পরিচালনা করেন। অতঃপর (দুনিয়া শেষে) সেগুলি তাঁর নিকট পৌঁছবে (কিয়ামতের) এমন এক দিনে, যার (দীর্ঘতার) পরিমাণ হবে তোমাদের গণনায় হাযার বছরের সমান' *(সাজদাহ ৩২/৫)*। কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের হাশরের ময়দানে একত্র করে রাখা হবে। তারা অস্থির হয়ে ছুটাছুটি শুরু করবে সুফারিশ লাভের আশায়। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে, হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন ঈমানদারদেরকে হাশরের দিন আটক রাখা হবে। এতে তারা অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ও অস্থির হয়ে পড়বে। এবং বলবে যদি আমরা আমাদের রবের কাছে কারো দ্বারা সুফারিশ করাই তাহ'লে হয়তো আমাদের বর্তমান অবস্থা হতে মুক্তি লাভ করে আরাম পেতে পারি। তাই তারা হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট গিয়ে বলবে আপনি সমস্ত মানবমণ্ডলীর পিতা। আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। জান্নাত বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুফারিশ করুন। যাতে করে তিনি আমাদেরকে কষ্টদায়ক স্থান হতে মুক্ত করে প্রশান্তি দান করেন। তখন হযরত আদম (আঃ) বলবেন আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমরা পৃথিবীবাসীর জন্য প্রেরিত আল্লাহর প্রথম নবী নূহের কাছে যাও। সুতরাং তারা সবাই নূহ (আঃ)-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নই। তখন তিনি বলবেন, বরং তোমরা অল্লাহ্‌র খলীল ইবরাহীমের কাছে যাও। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এইবার তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে আসবে। তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমরা মুসা (আঃ)-এর কাছে যাও। নবী (ছাঃ) বলেন, তখন সবাই হযরত মুসা (আঃ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও। তখন তারা সবাই ঈসা (আঃ)-এর নিকট আসবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদের কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ তাঁর পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাকে দেখব তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ আমাকে যতক্ষণ চাইবেন এই অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। আর বল তোমার কথা শুনা হবে। তুমি সুপারিশ কর তা কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা কর যা চাইবে দেয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব। আমার রবের এমনভাবে প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করব যা তিনি সে সময় আমাকে শিখিয়ে দিবেন। অতঃপর আমি শাফা'আত করব, কিন্তু এই ব্যাপারে আমার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। তখন আমি আল্লাহ্‌র দরবার হতে উঠে আসব এবং ঐ নির্দিষ্ট সীমার লোকদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব'।[৪]

উম্মতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর করুণ আর্তনাদ ও সুফারিশ :

হাশরের দিন রাসূল (ছাঃ) নিজ উম্মতের জন্য এতই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন যে, তিনি শুধুই উম্মতের মুক্তির জন্য বলতে থাকবেন امتى امتى আমার উম্মত! আমার উম্মত! তিনি এই বলে করুণ আর্তনাদ করতে থাকবেন। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَلاَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى إِبْرَاهِيمَ (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى) الآيَةَ. وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِى أُمَّتِى. وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَالَ. وَهُوَ أَعْلَمُ. فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِى أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা নবী (ছাঃ)

৩. মুসলিম হা/৫২২।

৪. বুখারী হা/৭৪৪০।

ইবরাহীমের উক্তি সম্বলিত এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন (হে আমার রব! এই সমস্ত প্রতিমাগুলি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত ও গোনাহগার করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু)। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর উক্তি পাঠ করলেন (অর্থাৎ যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও তবে তুমি মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী)। অতঃপর নবী (ছাঃ) নিজের হস্তদ্বয় উঠিয়ে এই ফরিয়াদ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ, আমার উম্মত! আমার উম্মত! তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর। এই বলে তিনি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে বললেন, তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস কর তিনি কেন কাঁদছেন? অবশ্যই আল্লাহ ভালভাবে জানেন তাঁর কাঁদার কারণ কী? তখন জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁকে এটাই অবহিত করলেন যা তিনি বলেছেন, অতঃপর আল্লাহ জিবরাঈলকে পুনরায় বললেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাছে যাও এবং তাঁকে বল, আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে দেব এবং আপনাকে কষ্ট দেব না'।[৫]

যারা শাফা'আত লাভে ধন্য হবে :

হাদীছে এসেছে, أَسْعَدُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِه. 'হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, আমার শাফা'আত লাভের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান হবে যে তার অন্তর বা মন হ'তে নিষ্ঠা সহকারে 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলেছে'।[৬] এ সম্পর্কে অপর হাদীছ এসেছে,

عن حذيفة فِي حديث الشفاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنَبَتَىِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالاً-

হযরত হুযাইফা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে শাফা'আতের হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি বলেছেন, আমানত ও আত্মীয়তাকে প্রেরণ করা হবে। তখন উভয়ই পুলসিরাতের ডানে ও বামে উভয় পার্শ্বে দাঁড়াবে'।[৭] অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে আমানত ও আত্মীয়তার হক আদায় করেছে তাদের পক্ষে সুফারিশ করবে এবং যারা হক আদায় করে নাই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবে। অপর হাদীছে বলা হয়েছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : شَفَاعَتِى لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى. হযরত আনাস (রাঃ) বলেন নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের কবীরা গুনাহগারগণ বিশেষত আমার শাফা'আত লাভ করবে'।[৮] কেননা যে ব্যক্তি কবীরাগুনাহগার নয়, তার জন্য তো শাফা'আতের প্রয়োজন নেই। অন্য একটি হাদীছে এসেছে শিরককারী ব্যতীত বাকিরা শাফা'আত লাভ করবে',

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم أَتَانِى آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّى فَخَيَّرَنِى بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِى الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِىَ لِمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا.

হযরত আওফ ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার প্রতিপালকের নিকট হ'তে একজন আগমনকারী ফেরেশতা আসলেন এবং তিনি (আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে) আমাকে এই দু'য়ের মধ্যে একটির ইখতিয়ার প্রদান করলেন। হয়তো আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যা জান্নাতে প্রবেশ করুক অথবা আমি (উম্মতের জন্য) শাফা'আতের সুযোগ গ্রহণ করি। অতঃপর আমি শাফা'আত গ্রহণ করলাম। অতএব ইহা ঐ সকল লোকদের যারা আল্লাহ্র সাথে শিরক না করে মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের জন্য আমার শাফা'আত কার্যকরী হবে। তারাই শাফা'আত লাভে ধন্য হবে'।[৯]

যারা শাফা'আত লাভে ব্যর্থ হবে :

মহান আল্লাহ বলেন, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ 'অতএব সুফারিশকারীদের সুফারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না *(মুদ্দাছ্ছির ৭৪/৪৮)*। যারা ছালাত পড়ে না, কোন অভাবগ্রস্থ ফকীরদের আহার্য দেয়না, ইসলামের ও ঈমানের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলে অথবা গোনাহ ও অশ্লীলতার কাজে লিপ্ত হয়, যারা কিয়ামত অস্বীকার করার মত কুফুরী করে, তাদের জন্য কারো সুফারিশ উপকারী হবে না। কেননা তারা কুফরীতে লিপ্ত। কাফেরদের জন্য সুফারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহণীয় হবে না। যদি সব সুফারিশাকারী একত্রিত হয়ে জোরে সোরে সুফারিশ করে তাতেও কোন উপকার হবে না।

যারা সুফারিশ করতে পারবে :

রাসূল (ছাঃ) ছাড়াও ফেরেশতাগণ, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য ছালেহ মুমিন ব্যক্তিগণ সুফারিশ করার অনুমতি পাবেন। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَكْثَرُ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ- 'আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুফারিশে বনী তামীম গোত্রের লোক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১০]

৫. মুসলিম হা/৫২০।
৬. বুখারী হা/৬৫৭০।
৭. মুসলিম হা/৫০৩।
৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৫৯৮।
৯. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ মিশকাত হা/৫৬০০।
১০. তিরমিযী হা/২৬২৫।

Contents

কাওছার কী?

মহান আল্লাহ্র বাণী : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে 'কাওছার' দান করেছি' *(কাওছার ১০৮/১)*। كَوْثَر -এর আভিধানিক অর্থ الخير الكثير অজস্র কল্যাণ। মাদ্দাহ হল الكثرة থেকে كَوْثَرَ উৎকলিত। যেমন : الجهر থেকে الجوهر। হাউয কাওছার হ'ল যা জান্নাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে দান করা হবে। উল্লেখ্য যে, কাওছার হ'ল জান্নাতের একটি নদী যা আল্লাহ শুধু রাসূল (ছাঃ)-কে দিবেন। কাওছার জান্নাতের সর্বাপেক্ষা বড় ও সর্বোকৃষ্ট নদী। হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَب مَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوت وَالدُّرِّ تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ. 'কাওছার হ'ল জান্নাতের একটি নদী যার দুই তীর স্বর্ণের, গতিপথ মনি-মুক্তার, মাটি মিশকের চাইতে সুগন্ধিময় এবং পানি মধুর চাইতে মিষ্টি ও বরফের চাইতে স্বচ্ছ'।[১১] অপর একটি হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَس قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آنِفًا سُورَةٌ. فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ). ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ. فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدَ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِى. فَيَقُولُ مَا تَدْرِى مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ. زَادَ ابْنُ حُجْرٍ فِى حَدِيثِهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِى الْمَسْجِدِ. وَقَالَ مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে ছিলেন, হঠাৎ তিনি তন্দ্রা গেলেন, অতঃপর হাসতে হাসতে মাথা তুললেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল কিসে আপনাকে হাসাচ্ছে?! তিনি বললেন, এ মুহূর্তে আমার ওপর একটি সূরা নাযিল করা হয়েছে, অতঃপর তিনি পড়লেন, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 'নিশ্চয় আমি তোমাকে আল-কাওছার দান করেছি। অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই ছালাত পড় এবং নহর কর। নিশ্চয় তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই নির্বংশ'। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা জানো কাউছার কী? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা একটা নহর, যার ওয়াদা আল্লাহ আমার নিকট করেছেন, তাতে রয়েছে প্রচুর কল্যাণ। এটা এমন হাউজ তাতে আমার উম্মত গমন করবে, তার পাত্রগুলো নক্ষত্রের সংখ্যার ন্যায়, তাদের থেকে এক বান্দাকে ছো মেরে নেয়া হবে। আমি বলব, হে আমার রব, সে তো আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত! তিনি বলবেন, তুমি জান না তোমার পর তারা (তোমার শরীআতের মাঝে) কি নব উদ্ভাবন ঘটিয়েছে'।[১২] অন্য একটি হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهَر حَافَتَاهُ خِيَامُ اللُّؤْلُؤِ فَضَرَبْتُ بِيَدِى إِلَى مَا يَجْرِى فِيهِ الْمَاءُ فَإِذَا مِسْكٌ أَذْفَرُ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِى أَعْطَاكَهُ اللَّهُ. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ একটি নদী পেলাম। যার দুই তীর মনি-মুক্তা দিয়ে গড়া। আমি তখন ঐ নদীর পানিতে হাত দিলাম। দেখলাম তা আযফার মিশকের। আমি বললাম জিব্রাঈল এটা কী? তিনি বললেন, الْكَوْثَرُ এটা হ'ল কাওছার যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন।[১৩] মুজাহিদ বলেন, هوالخير الكثير فى الدنيا والاخرة– কাওছার হ'ল দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ কল্যাণ সমূহ *(ইবনু কাছীর)*। যার মধ্যে রয়েছে তাঁকে দেয়া বিশ্বব্যাপী নবুঅত ও রিসালাত, কিতাব ও সুন্নাত, ইলম ও শাফা'আত, হাউয কাউছার, মাক্বামে মাহমুদ, সর্বাধিক সংখ্যা উম্মত, সকল দ্বীনের উপরে ইসলামের বিজয়, শত্রুদের উপরে জয়লাভ, অসংখ্য বিজয়াভিযান এবং ইসলামী খেলাফতের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, হাউযে কাওছার ও কাওছার নদী আলাদা জিনিস। কাওছার নদী জান্নাতের মধ্যভাগে থাকবে আর হাউযে কাওছার জান্নাতের বাইরে হাশরের মাঠে থাকবে। যেখানে রাসূল (ছাঃ) মিম্বরে আসন গ্রহণ করে নিজ হাতে ঈমানদারদের পানি পান করিয়ে তাদের পিপাসা নিবারণ করবেন।

হাউযে কাউছার কী?

হাউযে কাওছার এমন একটি হাউয যা রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দান করবেন। এ হাউযের পানি পান করানোর দায়িত্ব স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) পালন করবেন। ইয়ামানবাসীদের সম্মানার্থে রাসূল (ছাঃ) অন্যদের হাউযে কাওছার হতে দূর করে দিবেন। হাউযে কাওছারের প্রশস্ততা মদীনা ও আম্মানের দূরত্বের সমান (প্রায় এক হাযার কি.মি)। হাউযে কাওছারের পানি দুধ অপেক্ষা শুভ্র ও মধু অপেক্ষা

১১. ইবনু মাজাহ হা/৪৪৭৮।

১২. মুসলিম হা/৯২১।
১৩. তিরমিযী হা/৩৩৫৯।

মিষ্টি হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীছ বর্ণিত হ'ল, عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبِىَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنِّى لَبِعُقْرِ حَوْضِى أَذُودُ النَّاسَ لأَهْلِ الْيَمَنِ أَضْرِبُ بِعَصَاىَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ. فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِه فَقَالَ مِنْ مَقَامِى إِلَى عَمَّانَ. وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِه فَقَالَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَغُتُّ فِيه مِيزَابَانِ يَمُدَّانِه مِنَ الْجَنَّة أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَب وَالآخَرُ مِنْ وَرِق– ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হাউযে কাওছারের নিকটে আমি ইয়ামনবাসীর সম্মানে অন্য লোকদের স্বীয় লাঠি দ্বারা দূর করে দিব। এমনকি পানি ইয়ামনবাসীর প্রতি প্রবাহিত হবে। আর তারা তা পান করে তৃপ্তি লাভ করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে হাউযের প্রশস্ততা কী পরিমাণ? তিনি বললেন, মদীনা হ'তে আম্মানের দূরত্বের সমান। এরপর হাউযের পানি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হ'লে যে তা কেমন হবে? তিনি বললেন, দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা, মধু অপেক্ষা মিষ্টি। এরপর তিনি বললেন, আমার হাউযে জান্নাত থেকে দু'টি নালা প্রবাহিত হ'তে থাকবে, তার একটি হবে স্বর্ণের অন্যটি হবে রৌপ্যের'।[১৪]

হাউযে কাওছারের পাশে সোনা-চাঁদীর পানপাত্র থাকবে, যার সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্রের সমান। যেমন হাদীছে এসেছে, قَالَ أَنَسٌ قَالَ نَبِىُّ اللَّه صلى الله عليه وسلم تُرَى فِيه أَبَارِيقُ الذَّهَب وَالْفِضَّة كَعَدَد نُجُوم السَّمَاء– আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হাউযে কাওছারের পাশে তোমরা আকাশের নক্ষত্রের সমান সংখ্যক পানপাত্র দেখতে পাবে'।[১৫]

তিনি আরও বলেন, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّة، وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার ঘর মিম্বারের মধ্যবর্তী যে স্থান রয়েছে তা জান্নাতের উদ্যানসমূহের মধ্যে একটি উদ্যান। আর আমার মিম্বর কিয়ামতের দিন আমার হাউযের পার্শ্বে রাখা হবে'।[১৬]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَنْ عَبْد اللَّه أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَا وَأَذْرُحَ فِيه أَبَارِيقُ كَنُجُوم السَّمَاء مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا. 'জান্নাতে তোমার সম্মুখে একটি হাউয থাকবে যার একটি কংকর যাররা থেকে আজরার মর্ধবর্তী স্থানের দূরত্বের সমান। যার পার্শ্বে আকাশের নক্ষত্র সংখ্যক পানপাত্র রাখা হবে। যে ব্যক্তি সেখানে থেকে একবার পানি পান করবে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না'।[১৭] অন্য এক হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرو قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَوْضِى مَسِيرَةُ شَهْر، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার হাউযের প্রশস্ততা একমাসের পথের সমপরিমাণ এবং এর চতুর্দিক সমপরিমাণ এবং এর পানি দুধের চেয়ে সাদা ও ঘ্রাণ মৃগনাভী অপেক্ষা অধিক খুশবুদার। আর তার পান পাত্রসমূহ আকাশের তারকার ন্যায়। যে এটি হ'তে একবার পানি পান করবে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না'।[১৮]

যারা হাউযে কাওছারের পানি পানে ধন্য হবে :

হাউযে কাওছারের পানি সর্বাগ্রে পান করবে গরীব মুহাজিরগণ (মক্কা হ'তে মদীনায় হিজরতকারীরা)। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে, حَدَّثَنِى ثَوْبَانُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ حَوْضِى مِنْ عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ الْبَلْقَاء مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكَاوِيبُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْه فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الشُّعْثُ رُءُوسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لاَ يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلاَ تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ– ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার হাউযে সর্বাগ্রে আগমণকারী হবে গরীব মুহাজিরগণ। যারা বিক্ষিপ্ত কেশধারী, ময়লা কাপড় পরিধানকারী, সুখ-সমৃদ্ধশালী রমনীদের বিবাহ করতে অক্ষম ব্যক্তি, যাদের জন্য আমীর-ওমারাদের দরজা খোলা থাকেনা।[১৯]

কিয়ামতের দিন সকল নবীকে হাউয দান করা হবে যা থেকে তাঁর উম্মতরা পানি পান করবে।

যারা হাউযে কাওছরে পানি পানে ব্যর্থ হবে:

প্রথমত : বিদআতী ব্যক্তি : যারা বিদআত করে তারা হাউযে কাওছারের পানি পানে ব্যর্থ হবে। কিয়ামতের দিন হাউযে কাউছারে রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মতগণ অবতরণ করবে যার পাত্ররাজির সংখ্যা হবে নক্ষত্ররাজির ন্যায় অগণিত। অবতরণকারী উম্মতদের কাছ থেকে তখন কিছু লোককে সেখানে থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলবেন, يا رب انه من امتى সাহল বিন সাদের বর্ণনায়

১৪. মুসলিম হা/৬১৩০।
১৫. মুসলিম হা/৬১৪০।
১৬. বুখারী হা/১১৯৫।
১৭. মুসলিম হা/৬১২৮।
১৮. বুখারী হা/৬৫৭৯।
১৯. তিরিমিযী হা/২৬৩২।

এসেছে, ‘এরা তো আমার উম্মত!’ তখন বলা হবে فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ ‘তুমি জানো না তোমার পরে এরা দ্বীনের মধ্যে কত পরিবর্তন করেছিল’। তখন আমি বলব, سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِى ‘দূর হও! দূর হও! যে আমার পরে আমার দ্বীনের পরিবর্তন করেছে’।[২০]

দ্বিতীয়ত :

কাফেররা হাউযে কাওছারের কাছে এসে পানি পান করতে চাইবে কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাদের দূরে সরিয়ে দিবেন। আর তাঁর উম্মতদের ওযুর উজ্জ্বল হাত ও কপাল দেখে চিনে নিবেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীছ, عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِنَّ حَوْضِى لأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ إِلَى عَدَنَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَلَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه إِنِّى لأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِه. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّه أَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ. হুযায়ফা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন! আমি হাউয থেকে অন্যদেরকে এমনভাবে দূর করে দিব যেমন উটের মালিকরা তাদের পাল থেকে অন্য মালিকের উটকে তাড়িয়ে দেয়। প্রশ্ন করা হ’ল ; হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আপনি কি আমাদের চিনবেন? তিনি বললেন হ্যাঁ; তোমরা আমার কাছে আসবে এমনভাবে যে ওযুর কারণে তোমাদের হাত, পা, কপাল ইত্যাদি চমকাতে থাকবে। এগুলি তোমাদের ছাড়া অপর কোন উম্মাতের ক্ষেত্রে হবে না’।[২১]

হাউযে আগমনকারীর সংখ্যা :

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর হাউযে আগতদের সংখ্যা অন্যান্য নবীদের উম্মত অপেক্ষা অধিক হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীছ, عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَإِنِّى أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً সামুরা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই সকল নবীর জন্য একটি করে হাউয থাকবে। আর প্রত্যেক নবী পরস্পর গর্ব করবে যে, কার হাউযে পানি পানকারীর সংখ্যা বেশী। আমি আশা করছি যে আমি আমার হাউযে আগতদের সংখ্যা বেশী হবে’।[২২] অন্য একটি হাদীছে এসেছে, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ : مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ. قَالَ قُلْتُ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ : سَبْعَمِائَةٍ أَوْ ثَمَانَمِائَةٍ. হযরত যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) বলেন, ‘একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। এক মঞ্জিলে আমরা অবস্থান করলাম। তখন তিনি উপস্থিত লোকদিগকে লক্ষ করে বললেন, হাউযে কাওছারের যে সমস্ত লোকেরা আমার নিকট উপস্থিত হবে তোমাদের সংখ্যা ইহাদের লক্ষ ভাগও নহে। লোকেরা যায়েদ ইবনু আরকামকে জিজ্ঞেস করল, সেই দিন আপনাদের সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, সাতশত অথবা আটশত’।[২৩]

উপসংহার ঃ আলোচনার শেষ প্রান্তে এ কথাই বলতে চাই যে, ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা‘আলা জীন ও মানুষের মধ্যকার মুমিন ও কাফের সকলকে জান্নাত দান করতে পারতেন। কিন্তু আমল ব্যতীত আল্লাহ্র অনুগ্রহের আশায় থাকা মুমিনের কাজ নয়। দ্বীনী ভাই-বোনদের মনে রাখতে হবে যে, কাল ক্বিয়ামতের দিন যখন হাউযে কাওছারে রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মতগণ অবতরণ করবে তখন রাসূল (ছাঃ) কিছু লোককে বলবেন, سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِى দূর হও! দূর হও! যে আমার পরে দ্বীনে পরিবর্তন এনেছে। আমরা যেন এই বাণীটি জানার পর বদনছীবের অধিকারী না হই। আমরা যেন শাফা‘আত লাভে ধন্য হই এবং হাউযে কাওছারের পানি পানে বিতাড়িত না হই। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

২০. বুখারী হা/৬৫৮৪।
২১. ইবনু মাজাহ হা/৪৩০২।
২২. তিরমিযী হা/২৪৪৩।
২৩. আবু দাঊদ হা/৪৭৪৬।

সদ্য প্রকাশিত বই

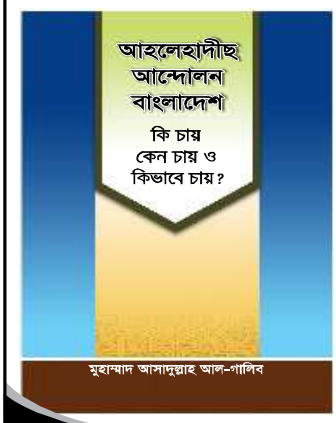

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
কি চায় কেন চায় ও কিভাবে চায়?
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান

মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম সালাফী
অনুবাদ : নূরুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

৩৪. ছওতুল উম্মাহ (صوت الأمة) আরবী মাসিক; প্রকাশস্থল : জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, সম্পাদক ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী, প্রকাশকাল : নভেম্বর ১৯৬৯ খৃঃ মোতাবেক শা'বান ১৩৮৯ হিঃ।[১] এই পত্রিকাটি জ্ঞান ও সংস্কৃতির পতাকাবাহী, সাহিত্যিক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধমালার ভাণ্ডার এবং স্বীয় অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ভারতের আরবী পত্রিকাগুলির মধ্যে অনন্য। এটি প্রথমে 'ছওতুল জামে'আহ' নামে বের হওয়া শুরু হয় এবং প্রত্যেক তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হত। আগস্ট ১৯৭৬ থেকে 'মাজাল্লাতুল জামে'আ আস-সালাফিইয়াহ' নামে চালু হয়। কিছু আইনী বাঁধার কারণে জুলাই ১৯৮৬ থেকে 'নাশরাহ' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং মার্চ ১৯৮৮ থেকে 'ছওতুল উম্মাহ' নামে আহলেহাদীছ জামা'আত ও মুসলিম উম্মাহ্র খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। এই পত্রিকাটি জামে'আ সালাফিইয়াহ (মারকাযী দারুল উলূম), বেনারসের মুখপত্র।

৩৫. ছওতুল হক (صوت الحق) উর্দূ পাক্ষিক; প্রকাশস্থল : মানছূরাহ, মালেগাঁ, সম্পাদক মাওলানা আব্দুন নূর রাগিব, প্রকাশকাল : ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ মোতাবেক ২৯শে রবীউল আউয়াল ১৪০১ হিঃ। এই পত্রিকাটি জামে'আ মুহাম্মাদিয়াহ, মালেগাঁ-এর মুখপত্র। এতে ধর্মীয়, সংস্কারমূলক ও সামাজিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয় এবং শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে সংগঠন সংবাদও থাকে। এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'ল মুসলমানদের সামনে কুরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষাসমূহ তুলে ধরা এবং তাদেরকে বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে বাঁচিয়ে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের দিকে ফিরিয়ে আনা।

১৯৮৩ সালে মাওলানা আব্দুর রাকীব সালাফী এর সম্পাদক হন। অতঃপর মাওলানা রফীক আহমাদ সালাফী। তারপর ১৯৮৫ সালের ২৭শে নভেম্বর থেকে শায়খ আনীসুর রহমান আ'যমী এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর এই পত্রিকাটি প্রায় এক বছর যাবৎ বন্ধ থাকে। ১২ই রবীউল আউয়াল ১৪০৮ হিঃ মোতাবেক ৫ই নভেম্বর ১৯৮৭ সালে দ্বিতীয়বার এর প্রকাশনা শুরু হয় এবং মাওলানা আব্দুর রহমান আ'যমীকে সম্পাদনার দায়িত্ব দেয়া হয়। ২৫শে মার্চ ১৯৯০ থেকে মাওলানা নূরুল আইন সালাফী এর সম্পাদক হন। তারপর ১৯৯৩ সাল থেকে মাওলানা আবু রিযওয়ান মুহাম্মাদী এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

৩৬. যুহূরুল ইসলাম (ظهور الاسلام) উর্দূ সাপ্তাহিক; প্রকাশস্থল : শ্রীনগর, কাশ্মীর।

৩৭. আল-ফালাহ (الفلاح) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : ভেকমপুর, গোণ্ডা, সম্পাদক মাওলানা সিরাজুল হক সালাফী, প্রকাশকাল : জুলাই ও আগস্ট ১৯৯১ মোতাবেক মুহাররম ১৪১২ হিঃ। এই পত্রিকায় ধর্মীয়, সংস্কারমূলক ও সামাজিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। মাওলানা আবুল আছ ওয়াহীদী কয়েক মাস এর সম্পাদক ছিলেন। সম্প্রতি এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেছে।

৩৮. কাছদুস সাবীল (قصد السبيل) উর্দূ সাপ্তাহিক; প্রকাশস্থল : শ্রীনগর, কাশ্মীর, সম্পাদক মুহাম্মাদ কাসেম শাহ তীবী, প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৮৫ খৃঃ। এই পত্রিকায় কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রচার-প্রসারে এবং শিরক ও বিদ'আতের খণ্ডনে প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়।

৩৯. কওমী তানযীম (قومی تنظیم) উর্দূ দৈনিক; প্রকাশস্থল : পাটনা, সম্পাদক এস এম আশরাফ ফরীদ, প্রকাশকাল : অজ্ঞাত। এটি একটি রাজনৈতিক পত্রিকা। এতে স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সমূহ প্রকাশিত হয়।

৪০. কিয়াদাত (قیادت) উর্দূ পাক্ষিক; প্রকাশস্থল : কারীমী বিল্ডিং, আলীগড়, সম্পাদক ফাওক কারীমী, প্রকাশকাল : ১৯৯৪ খৃঃ।

৪১. মাজাল্লা আহলেহাদীছ (اہلحدیث) উর্দূ পাক্ষিক; প্রকাশস্থল : শুকরাওয়াহ, মেওয়াত, সম্পাদক : হাকীম আজমল খাঁ, প্রকাশকাল : ১৯৭৮ খৃঃ। ইদারাতুল মুআল্লিফীন, দিল্লী থেকে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)-এর স্মরণে প্রকাশিত 'আখবারে আহলেহাদীছ' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এটি চালু করা হয়। যাতে মাওলানার স্মৃতি জাগরুক থাকে। এতে ধর্মীয় ও গবেষণামূলক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে সাংগঠনিক ও দেশীয় সংবাদ সমূহ প্রকাশিত হয়।

৪২. মুহাদ্দিছ (محدث) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, সম্পাদক : মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব হিজাযী, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ মোতাবেক রবীউল আখের ১৪০২ হিঃ। এই পত্রিকাটি জামে'আ সালাফিইয়াহ (মারকাযী দারুল উলূম), বেনারসের মুখপত্র। এটি কুরআন ও সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা, দ্বীনের সঠিক দাওয়াত ও তাবলীগ, নতুন ও পুরাতন মাসআলাসমূহে ইসলামের বিশুদ্ধ ও সারগর্ভ শিক্ষা সমূহের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান, আধুনিক যুগের রুচি ও চাহিদার

১. *বর্তমানে এর সম্পাদক জামে'আর শিক্ষক আস'আদ আ'যমী বিন মুহাম্মাদ আনছারী।-অনুবাদক*

আলোকে মুসলিম মিল্লাতের জন্য সঠিক ও উপকারী পদক্ষেপ গ্রহণ, ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাপড়া ও সহযোগিতা, ধর্মের নামে সৃষ্ট অনাচারের সংস্কার করতে গিয়ে ভ্রান্ত মতবাদ সমূহের খণ্ডন করে। সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ থেকে আগস্ট ১৯৮৭ পর্যন্ত কিছু সমস্যার কারণে এটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী। জামে'আ সালাফিইয়াহ থেকে যখন তিনি পদত্যাগ করে ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে যান, তখন অক্টোবর ১৯৮৮ থেকে অদ্যাবধি এর সম্পাদক হিসাবে আছেন মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব হেজাযী।

৪৩. মুসলিম (مسلم) উর্দূ সাপ্তাহিক; প্রকাশস্থল : শ্রীনগর, কাশ্মীর, সম্পাদক : ছূফী আহমাদ মুসলিম, প্রকাশকাল : ১৯৪২ খৃঃ। এই পত্রিকাটি সম্পর্কে সম্পাদক ছাহেব নিজেই লিখেছেন, 'পত্রিকার অন্যান্য গবেষণামূলক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সংস্কারমূলক শিরোনাম সমূহ ছাড়াও 'তাহক্বীকে মাসায়েল' এর গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম রয়েছে। মুসলিম-এর প্রকাশনার তৃতীয় বছর চলাকালে 'তাহকীকে মাসায়েল' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ কলামটির মাধ্যমে এর শোভা বর্ধন করা হয়। এই কলামের প্রথম লেখক ছিলেন মুসলিম-এর প্রথম সম্পাদক মাওলানা মুবারকী। অতঃপর তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মাওলানা আব্দুল গনী শোপিয়ানী এই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। অতঃপর এ দায়িত্ব পালনের জন্য মাওলানা আব্দুর রহমান নূরীকে নির্বাচন করা হয় এবং তার সময়েই ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের ঘটনা ঘটে। যার প্রভাব জম্মু-কাশ্মীরের উপরও এসে পড়ে। সেকারণ দশ বছর যাবৎ মুসলিম-এর প্রকাশনা বন্ধ থাকে। ১৯৫৭ সালে মুসলিম-এর নবযাত্রা শুরু হলে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে এর সম্পাদক হিসাবে মাওলানা নূরুদ্দীনকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৮৪ সালে তাঁর মৃত্যু হলে মুসলিম-এর সম্পাদনার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করা হয়'।[২]

৪৪. আল-মানার (المنار) মালয়ালম মাসিক; প্রকাশস্থল : মুজাহিদ সেন্টার, কেরালা, সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা, প্রকাশকাল : অজ্ঞাত। এই পত্রিকাটি নাদওয়াতুল মুজাহিদীন-এর মুখপত্র। এটি প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ১ তারিখে বের হয়। এতে ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ থাকে। যার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

৪৫. নেদায়ে ইসলাম (ندائے اسلام) গুজরাটী মাসিক। এই পত্রিকাটি গুজরাটের আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং মুখপত্রের ভূমিকা পালন করে।

৪৬. নওয়ায়ে ইসলাম (نوائے اسلام) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : দিল্লী, সম্পাদক মাওলানা আযীয ওমর সালাফী, প্রকাশকাল : জুলাই ১৯৮৪ খৃঃ। এই পত্রিকাটি 'মাজালিসুদ দাওয়াহ আস-সালাফিইয়াহ'-এর গবেষণা, প্রচার ও সংস্কারমূলক পত্রিকা। এতে ধর্মীয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। এর শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে সংগঠন সংবাদ, বিজ্ঞপ্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংবাদ সমূহও প্রকাশিত হয়।

৪৭. নূরে তাওহীদ (نور توحید) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : মারকাযুত তাওহীদ, কৃষ্ণনগর, নেপাল। সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মান্নান সালাফী, প্রকাশকাল : মে ১৯৮৮ খৃঃ। এই পত্রিকায় ধর্মীয়, সংস্কারমূলক এবং সামাজিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। এর শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সমূহের সাথে সাথে সেগুলির যথোপযুক্ত পর্যালোচনাও থাকে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী। বর্তমানে তিনি এর প্রধান সম্পাদক। এর কভারপেজে লেখা আছে يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় জ্যোতির দিকে পরিচালিত করেন' *(নূর ২৪/৩৫)*। মাওলানা আব্দুল মান্নান সালাফীর পদত্যাগের পর এপ্রিল ১৯৯৬ থেকে এর সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী। বর্তমানে এর সম্পাদক মাওলানা মুতীউল্লাহ মাদানী।

৪৮. আল-হুদা (الهدى) উর্দূ পাক্ষিক; প্রকাশস্থল : মাদরাসা আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, দারভাঙ্গা, বিহার। সম্পাদক ড. সাইয়িদ আব্দুল হাফীয সালাফী, প্রকাশকাল : ১৯৪০ খৃঃ। প্রথমে এই পত্রিকাটি মাদরাসা আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, দারভাঙ্গা, বিহার-এর পক্ষ থেকে সাপ্তাহিক হিসাবে বের হচ্ছিল। অতঃপর পাক্ষিক করা হয়। এতে মূল্যবান ধর্মীয়, গবেষণামূলক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। বরাবর এই পত্রিকার সম্পাদক পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস আযাদ রহমানী এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর মাওলানা মুহাম্মাদ আকিল রহমানী।

৪৯. আল-হেলাল (الهلال) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : জামে'আ সালাফিইয়াহ, জনকপুর, নেপাল, সম্পাদক আব্দুল মজীদ পোখহারাবী, প্রকাশকাল : রামাযান ১৪১১ হিঃ। এই পত্রিকাটি মুসলিম কালচারাল সেন্টারের মুখপত্র। কুরআন ও সুন্নাহ্র পুনর্জীবন, শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন এবং নেপালের অপরিচিত পরিবেশে উর্দূর উন্নতি-অগ্রগতি এর উদ্দেশ্য। এতে ধর্মীয়, সংস্কারমূলক ও সামাজিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি ধারাবাহিকভাবে আট মাস প্রকাশিত হওয়ার পর চার মাস বন্ধ থাকে। ১৪১২ হিজরীর রামাযান মাসে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়। এর কভারপেজে লেখা আছে- وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ– 'আর তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

২. মুসলিম, বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ১৯, ২২শে জুন ১৯৮৯।

Contents

৫০. আস-সিরাজ (السراج) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : জামে‘আ সিরাজুল উলূম আস-সালাফিইয়াহ, ঝাণ্ডানগর, নেপাল। সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রকাশকাল : মুহাররম ১৪১৫ হিঃ মোতাবেক জুন ১৯৯৪ খৃঃ। এই পত্রিকাটি জামে‘আ সিরাজুল উলূম আস-সালাফিইয়াহ, ঝাণ্ডানগর, নেপাল-এর মুখপত্র। এতে ধর্মীয়, সংস্কারমূলক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশকাল সম্পর্কে এর প্রধান সম্পাদক মাওলানা শামীম আহমাদ নাদভী লিখেছেন যে, ‘এই প্রথম সংখ্যা বের করার সাথে সাথেই আমরা এই মুহাররম মাস থেকে নুতন হিজরী সনে পদার্পণ করছি। আমরা নব উদ্দীপনা ও আশা-আকাঙ্খার সাথে নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছি’।[৩] এই পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মুবীন নাদভীর পদত্যাগের পর জুন ১৯৯৬ থেকে অদ্যাবধি মাওলানা আব্দুল মান্নান সালাফী এর সম্পাদক হিসাবে আছেন।

৫১. মাজাল্লায়ে তূবা (طوبٰى) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : জামে‘আ ইবনু তায়মিয়াহ, পূর্ব চামপারান, বিহার। প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০০১, সম্পাদক মুহাম্মাদ আরশাদ মাদানী। এই পত্রিকাটি জামে‘আ ইবনু তায়মিয়াহ-এর মুখপত্র। এতে ধর্মীয়, সংস্কারমূলক এবং ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় ‘জামে‘আহ কে শব ওয়া রোয’ শিরোনামে জামে‘আর সংবাদ প্রকাশিত হয়।

৫২. আল-ইহসান (الاحسان) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : জামে‘আ নগর; ওখলা, নয়াদিল্লী , প্রকাশকাল : মে ২০০১। সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সালাফী, প্রধান সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মুঈদ মাদানী। এই পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রধান সম্পাদকের লিখিত, যেগুলি বিভিন্নজনের নামে প্রকাশ করা হয়। এই পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রধান সম্পাদক লিখেছেন যে, ‘আমাদের সামনে একটি লক্ষ্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ- চিঠিপত্র, দৃষ্টিপাত, কুরআন বিষয়ক আলোচনা, সুস্পষ্ট দলীল, আক্বীদা, শিক্ষা, মূলনীতি, নৈতিকতা, ইবাদত, ফিক্বহ, আধ্যাত্মিকতা, ভ্রমণস্মৃতি, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী, সাহিত্য, মহিলাদের পাতা, প্রবন্ধ, প্রশ্নোত্তর, বিশ্ব সংবাদ, দেশীয় সংবাদ, সমালোচনা, প্রকাশনা’। অতঃপর সামনে লিখেছেন, ‘ভবিষ্যতে চেষ্টা থাকবে যে, এ সকল কলামে যেন প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয় এবং এমনভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হবে যে, বিশেষভাবে জ্ঞানী-গুণী এবং সাধারণভাবে আম জনতা এথেকে কিছু অর্জন করতে পারে’।

৫৩. মাজাল্লা আল-ফুরকান (الفرقان) উর্দূ ত্রৈমাসিক; প্রকাশস্থল : জামে‘আ খায়রুল উলূম, ডুমুরিয়াগঞ্জ, সিদ্ধার্থনগর, প্রকাশকাল : জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭। সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাফীয নাদভী, প্রধান সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মা‘বূদ সালাফী। এই পত্রিকাটি শুরু থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত দ্বি-মাসিক ছিল। জানুয়ারী ১৯৯৯ থেকে ত্রৈমাসিক হয়ে গেছে। এটি জামে‘আ খায়রুল উলূম, ডুমুরিয়াগঞ্জ-এর মুখপত্র। এতে ধর্মীয় এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। এর কভারপেজে লেখা আছে هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ‘যা মানুষের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্দুল মুবীন নাদভী। তাঁর পদত্যাগের পর জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত এর সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহমান লায়ছী। অতঃপর অক্টোবর ১৯৯৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত মাওলানা নিয়ায আহমাদ তৈয়বপুরী, অক্টোবর ২০০৭ থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত মাওলানা যাকী নূর আযীমাবাদী অতঃপর জুলাই ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ সালাফী এর সম্পাদক ছিলেন। তারপর থেকে অদ্যাবধি মাওলানা আব্দুল হাফীয নাদভী এর সম্পাদক হিসাবে আছেন।

৫৪. নিদাউছ ছাফা (نداء الصفا) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : ডুমুরিয়াগঞ্জ, সিদ্ধার্থনগর, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৯৯। সম্পাদক মাওলানা রফীক আহমাদ রাঈস সালাফী, প্রধান সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ মাদানী। এই পত্রিকাটি জানুয়ারী ২০০৪ থেকে দ্বি-মাসিক হয়ে গেছে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন আবুল আছ ওয়াহীদী। প্রথমে এই পত্রিকার নাম ছিল আছ-ছাফা। ২০০৫ সালে এর নাম পরিবর্তন করে ‘নিদাউছ ছাফা’ রাখা হয়েছে। বর্তমানে এর সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ মাদানী। এতে ধর্মীয়, সংস্কারমূলক ও তাবলীগী প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়।

৫৫. মাজাল্লা ইহতিসাব (احتساب) ত্রৈমাসিক উর্দূ, প্রকাশস্থল : জামে‘আ ইসলামিয়া দরিয়াবাদ, সুন্নাত কবীর নগর, প্রকাশকাল : এপ্রিল-জুন ২০০৬। সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ জা‘ফর আনওয়ারুল হক, প্রধান সম্পাদক মাওলানা আতীকুর রহমান নাদভী। এই পত্রিকাটি জামে‘আ ইসলামিয়া, দরিয়াবাদ-এর মুখপত্র। এতে ধর্মীয়, সংস্কারমূলক এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, জামা‘আতী পত্র-পত্রিকায় যদি কোন মাসআলা বর্ণনার প্রয়োজনের আলোকে সাব্যস্ত করা হয়। তবে সেটি পর্যালোচনা করে। অতঃপর ছহীহ হাদীছ সমূহের আলোকে সেই মাসআলাটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে।

[লেখক : সাবেক শায়খুল জামে‘আহ, জামে‘আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ভারত। অনুবাদক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এবং ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

৩. আস-সিরাজ, জুন ১৯৯৪, পৃঃ ৫।

Contents

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা

-হাফেয আব্দুল মতীন

(৫ম কিস্তি)

(৩৮) যে সমস্ত পোষাক পরিধান করা ও যে পাত্রে খাওয়া অপসন্দীয় ও হারাম :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِى الآخِرَةِ– 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরিধান করবে সে আখিরাতে তা কখনোই পরিধান করতে পারবে না'।[১] তিনি অন্যত্র বলেন, لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوا فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِى صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الآخِرَةِ– 'তোমরা রেশমী বা রেশমী জাতীয় কাপড় পরিধান করো না এবং সোনা ও রুপার পাত্রে পানি পান করো না এবং এগুলির বাসনে আহার করো না। কেননা দুনিয়াতে এগুলি কাফিরদের জন্য আর আখিরাতে আমাদের জন্য'।[২] হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى هَذَيْنِ– আবু বুরদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আয়েশা (রাঃ) একবার একটি কম্বল ও মোটা ইযার নিয়ে আমাদের কাছে আসেন এবং তিনি বলেন, এ দু'টি পরা অবস্থায় নবী করীম (ছাঃ)-এর রুহ কবয করা হয়'।[৩] অন্য একটি হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ– ইবনু উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ সে লোকের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) দেখবেন না যে অহংকারের সাথে তার (পরিধেয়) পোষাক টেনে চলে'।[৪]

(৩৯) শরী'আত বিরোধী খেলাধুলা ও বিনোদন হারাম :

যে সমস্ত খেলাধুলা, আনন্দ-বিনোদন, হাস্যকর বস্তু শরী'আতের বিরোধী, সে সমস্ত অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ– 'আর তারা যখন ব্যবসা অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে তখন তারা তার দিকে ছুটে যায় আর তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে যায়। বল, আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা ক্রীড়া কৌতুক হ'তে ও ব্যবসায় অপেক্ষা উত্তম। আর আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা' *(জুমুআ ৬২/১১)*। তোমাদের ছালাত আদায়ের জন্য আল্লাহ্র নিকট যে ছওয়াব রয়েছে তা তোমাদের খেল-তামাশা, বিনোদন-নাট্যকর বস্তুর স্বাদ গ্রহণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের ফায়দা থেকে অনেক উত্তম। তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট যে রিযিক বন্টন হয়ে আছে তা তোমাদের এগুলি থেকে অনেক উত্তম' *(তাফসীরে কুরতুবী ১৮/১০৮ পৃঃ)*। হাদীছে এসেছে, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ. সুলায়মান বিন বুরায়দা থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি টেবিলপাশা খেলল, সে যেন তার হাত শুকরের গোশতের সাথে ও তার রক্তের সাথে রঞ্জিত করল'।[৫]

মোদ্দাকথা তাস, জুয়া, পাশা এবং যে সকল অন্যায় খেলাধুলা, বিনোদন, শরী'আত বিরোধী ও ছালাতের অবহেলা করা হয় এমন সব খেলা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

(৪০) খরচে মধ্যপন্থা অবলম্বন, কারো মাল ভক্ষণ না করা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا– 'আর তুমি তোমার হাত গলায় বেঁধে রেখ না (অর্থাৎ কৃপণ হয়ো না) এবং তাকে একেবারে খুলে দিয়ো না (অর্থাৎ অপচয় করো না)। তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে যাবে *(বানী ইসরাইল ১৭/২৯)*। প্রত্যেককে নিজের, পরিবারের এবং একে অপরে খরচের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। এমতাবস্থায় ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে নিন্দিত হ'তে হবে। অপর পক্ষে এমনটিও নয় যে, সে সাধ্যের বাইরে দান করতে গিয়ে নিজেকেই মানুষের নিকট হাত বাড়াতে হয়। বরং তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে নচেৎ তিরস্কৃত হবে *(ইবনু কাছীর ৮/৪৭৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا– 'তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করেনা বা কৃপণতা করেনা। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে *(ফুরক্বান ২৫/৬৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ

১. বুখারী হা/৫৮৩২; আহমাদ হা/১২০০৪; মুসলিম হা/৫৫৪৬।
২. বুখারী হা/৫৪২৬; আহমাদ হা/২৩৩৬৪; মুসলিম হা/২০৬৭।
৩. বুখারী হা/৫৮১৮; আহমাদ হা/২৪০৩৭; মুসলিম হা/২০৮০।
৪. বুখারী হা/৫৭৮৩; আহমাদ হা/৪৪৮৯; মুসলিম হা/২০৮৫।
৫. মুসলিম হা/২২৬০; আহমাদ হা/২৩০৫৬।

السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করতেন অনর্থক কথা নিয়ে বাদানুবাদ করা, অধিক প্রশ্ন করা, মালের অপচয় করা, (কৃপনতা, ভিক্ষা বৃত্তি,) মাতাপিতার অবাধ্যতা এবং কন্যাদের জীবন্ত প্রোথিত করা করা হ'তে'।[৬]

(৪১) হিংসা-বিদ্বেষ শত্রুতা পরিত্যাগ করা :

আমাদের সবার উচিত সকাল-সন্ধায় হিংসুকের হিংসা এবং শত্রুদের শত্রুতা থেকে মহান আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 'এবং হিংসুকের অনিষ্ট হ'তে যখন সে হিংসা করে' *(ফালাক্ব ১১৩/৫)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا– 'তবে কি তারা লোকদের (মুসলমানদের) প্রতি এজন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ থেকে তাদের কিছু দান করেছেন। আর আমরা তো ইবরাহীমের বংশধরগণকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল সাম্রাজ্য' *(নিসা ৪/৫৪)*। তারা (ইহুদী-নাছারা) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ করে এজন্য যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তিনি মহা সম্মানিত রিযিক ও নবুঅত লাভ করেছেন, তারা হিংসা-বিদ্বেষ বশত নিজেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং অপরকে বাধা প্রদান করেছে। কেননা তিনি আরব বংশের, বনী ইসরাঈল বংশের নন (এটি ইহুদী-নাছারাদেও গোঁড়ামী মাত্র) *(ইবনু কাছীর ৪/১১৯)*। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا– আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করোনা, একে অপরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করো না, একে অপরের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করো না বরং তোমরা একে অপরে আল্লাহ্র জন্য ভাই-ভাই হয়ে যাও'।[৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ–

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা একে অপরকে ঘৃণা করো না (শত্রুতা করো না), পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের পিছনে লেগো না (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না)। আর তোমরা সবাই আল্লাহ্র বান্দা ও পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাই থেকে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে'।[৮] হাদীছে আরো বর্ণিত হয়েছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাবধান! (একে অপরের প্রতি খারাপ) ধারণা কর থেকে বিরত থাকো। কারণ অধিকাংশ ধারণা মিথ্যা হয়ে থাকে। তোমরা (একে অপরের) দোষ তালাশ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অপরে পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ করো না, একে অপরের পিছনে লেগো না (শত্রুতা করো না), একে অপরের প্রতি ঘৃণা (পরস্পর হিংসা বিরোধে লিপ্ত হয়ো না) বরং তোমরা সবাই আল্লাহ্র বান্দা ও ভাই-ভাই হয়ে যাও'।[৯]

মোদ্দাকথা পরিপূর্ণ মুমিন ব্যক্তি হ'তে চাইলে নিজের জন্য যা ভালোবাসবে অপর ভাইয়ের জন্য তাই ভালোবাসবে। একে অপরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ নয়, শত্রুতা নয়, গীবত-বুহতান নয়, বরং পরস্পরের কল্যাণ কামনা করতে হবে, দ্বীনী ভালোবাসা তৈরী করতে হবে। তবেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তির আশা করা যেতে পারে।

(৪২) মানুষের মানহানী করা হারাম :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না' *(নূর ২৪/১৯)*। কোন ব্যক্তি যখন কারো নিকট থেকে কোন খারাপ কথা শুনবে তখন সে যেন এ কথাগুলি বেশী না করে বলে বেড়ায় ও প্রচার না করে। গীবতকারীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি রয়েছে *(ইবনু কাছীর ১০/১৯৫)*। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 'যারা সতী-সাধ্বী, সরলা ঈমানদার নারীদের প্রতি (যেনার) অপবাদ দেয়, তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি' *(নূর ২৪/২৩)*। অতএব এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তার ধন-সম্পদ, রক্ত, ও মান-মর্যাদা হানি করা হারাম'।[১০]

৬. বুখারী হা/৬৪৭৩; আহমাদ হা/১৮১৯২; মুসলিম হা/১৭১৫; ইমাম বায়হাক্বী, শুয়াবুল ঈমান, পৃ. ৮/৪৮৮।
৭. মুসলিম হা/২৫৫৯; আহমাদ হা/১৩১৭৯।
৮. বুখারী হা/৬০৭৬; মুসলিম হা/২৫৫৯; আহমাদ হা/১৩১৮০।
৯. বুখারী হা/৬০৬৪; মুসলিম হা/২৫৬৩; আহমাদ হা/৮১১৮।
১০. আহমাদ হা/৭৭২৭; মুসলিম হা/২৫৬৪।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى ذَرٍّ رضى الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَرْمِى رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ. আবু যার হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একজন অপরজনকে ফাসিক বলে যেন গালি না দেয় এবং একজন অন্যজনকে কাফির বলে অপবাদ না দেয়। কেননা অপরজন যদি তা না হয় , তবে সে অপবাদ তার নিজের উপরই আপতিত হবে'।[১১]

(৪৩) লৌকিকতা ও শিরক বির্বজিত ইবাদতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ– 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে' *(বাইয়্যিনাহ ৯৮/৫)*। সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই করা এবং পরকালে নাজাতের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ-অনুকরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ 'যে আখিরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই এবং আখিরাতে তার জন্য কোন অংশই থাকবে না' *(শুরা ৪২/২০)*। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ– أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার জাঁকজমক কামনা করে, আমরা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতেই পূর্ণভাবে দিয়ে দিব। সেখানে তাদেরকে কোনই কমতি করা হবে না। এরা হ'ল সেইসব লোক যাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই। দুনিয়াতে তারা যা কিছু (সৎকর্ম) করেছিল আখেরাতে তা সবটাই বরবাদ হবে এবং যা কিছু উপার্জন করেছিল সবটুকুই বিনষ্ট হবে (বাতিল আক্বীদা ও লোক দেখানো সৎকর্মের কারণে) *(হূদ ১১/১৫-১৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا 'অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাত কামনা করে। সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহাফ ১৮/১১০)*। শিরকী আমল থেকে দূরে থাকতে কারণ এটি মহা পাপ। মহান আল্লাহ লুক্বমান সম্পর্কে বলেন, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 'স্মরণ কর, যখন লোকমান উপদেশ দিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহ্র সাথ কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় পাপ' *(লুক্বমান ৩১/১৩)*। শিরকী পাপ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন' *(নিসা ৪/৪৮)*। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে অংশীস্থাপন করবে তার জন্য তিনি জান্নাত হারাম করে দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমাকে যাদের সাথে অংশীস্থাপন করা হচ্ছে তাদের থেকে আমি অনেক উর্ধ্বে। অতএব যে ব্যক্তি কোন আমল করে এবং সে তার আমলে আমাকে অন্যের সাথে অংশীস্থাপন করে, আমি তার শিরকী কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত'।[১২] লোক দেখানো আমল এবং লোককে শুনানো আমল করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। নাবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللَّهُ بِهِ. 'যে ব্যক্তি লোককে শোনানোর জন্য ইবাদত করে আল্লাহ এর বিনিময়ে লোককে শোনানোর উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো জন্য ইবাদত করে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে দিবেন'।[১৩]

মোর্দ্দকথা মানবজাতি শিরকী আমল থেকে দূরে থাকবে। যেমন কবরে সিজাদাহ করা, মানত মানা, কবর-মাযারের উদ্দেশ্যে ছাগল-গরু যবেহ করা, কবর থেকে বরকত নেওয়া,

১১. বুখারী হা/৬০৪৫; আহমাদ হা/২১৫৭১।

১২. আহমাদ হা/৭৯৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৫।

১৩. বুখারী হা/৬৪৯৯; আহমাদ হা/১৮৮০৮; মুসলিম হা/২৯৮৭।

মৃত ব্যক্তির নিকট শাফা'আত চাওয়া, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য কবরের দাফনকৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া। মৃত ব্যক্তির নিকট তার মাধ্যমে অসীলা ধরা, কবরে ফুল দেওয়া, টাকা দেওয়া, তাবীয পড়া, ব্যাথা ভাল হবে বলে হাতে বালা-লাল-নীল সুতা পরা ইত্যাদি শরী'আত বিরোধী কাজ পরিত্যাগ করতে হবে। লোক দেখানো ছালাত পড়া, মানুষকে শোনানোর জন্য কোন আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সকল প্রকার বিদ'আতী আমল ত্যাগ করে কুরআন সুন্নাহকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরতে হবে। আর সালাফে ছালেহীনদের বুঝ অনুযায়ী সরল সঠিক পথ ধরে সকল আমল-ইবাদত করতে হবে। তাহ'লে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ সাধিত হবে। মনগড়া ইবাদত দ্বারা আমল কবুল হবে না।

(৪৪) ভাল কাজে আনন্দ এবং খারাপ কাজে দুঃখ পাওয়া : হাদীছে এসেছে,

مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ-

'নেক আমল যাকে আনন্দিত করে এবং মন্দ আমল যাকে দুঃখিত করে সেই হ'ল মুমিন'।[১৪]

(৪৫) সকল পাপের চিকিৎসা হ'ল তওবা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' *(নূর ২৪/৩১)*। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা' *(তাহরীম ৬৬/৮)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও' *(যুমার ৩৯/৫৪)*। মানবজাতি তওবা ইসতিগফার করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করবেন এবং তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করবেন, তাকে সন্তান-সন্ততি দান করবেন। সাথে সাথে জান্নাত দান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًايُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি প্রেরণ করবেন, এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালাসমূহ' *(নূহ ৭১ /১০-১২)*। হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنَ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مائَةَ مَرَّةٍ- ইবনু উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হে মানব জাতি! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, কেননা যে, আমি প্রত্যেক দিন আল্লাহ্র নিকট একশত বার করে তওবা করি'।[১৫]

(৪৬) কুরবানী, আক্বীক্বা এবং অন্যান্য ভাল কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন :

মহান আল্লাহ বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'অতএব তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর ও কুরবানী কর' *(কাওছার ১০৮/২)*। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বল, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবই বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*। অতএব মহান আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করা যাবে না। যবেহ কুরবানী কোন মাজার বা পীরের নামে করা যাবে না। সকল কিছুই আল্লাহ্রই জন্য করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ 'তাঁর কোন শরীক নেই'। আর এ ব্যাপারেই (অর্থাৎ শরীক না করার ব্যাপারে) আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম' *(আন'আম ৬/৬৩)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ- 'আর কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে' *(হজ্জ ২২/৩৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ 'উপরের গুলি এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আদেশ সমূহকে সম্মান করে, নিশ্চয়ই সেটি হৃদয় নিঃসৃত আল্লাহভীতির প্রকাশ' *(হজ্জ ২২/৩২)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দু'টি ভেড়া দিয়ে কুরবানী আদায় করতেন। আমিও কুরবানী আদায় করতাম দু'টি ভেড়া দিয়ে'।[১৬] অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি সাদা-কালো

১৪. তিরমিযী হা/২১৬৫।

১৫. মুসলিম হা/৭০৩৪; আহমাদ হা/১৭৮৫০।
১৬. বুখারী হা/৫৫৫৩; আহমাদ হা/১৩৯৯৫।

রং এর শিং ওয়ালা ভেড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং নিজ হাত দিয়ে সে দু'টিকে যবেহ করলেন'।[১৭]

(৪৭) আল্লাহ্র আনুগত্য, রাসূলের আনুগত্য ও নেতৃবৃন্দের আনুগত্য :

মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর' *(নিসা ৪/৫৯)*।

হাদীছে এসেছে, عَنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِى. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল সে আল্লাহ্রই নাফরমানী করল। যে আমার আমীরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল। যে আমার আমীরের নাফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল'।[১৮]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّه صلى الله عليه وسلم اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ. আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যদি তোমাদের উপর এমন কোন হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয় যার মাথাটি কিসমিসের মত তবুও তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর'।[১৯]

(৪৮) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ২/১০৩)*। হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কেউ যদি তার আমীর (ক্ষমতাসীন) থেকে এমন কিছু দেখে যা সে অপসন্দ করে তাহ'লে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ যে কেউ জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমান দূরে সরে মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু'।[২০] এ বিষয়ে অন্য একটি হাদীছ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য থেকে বের হ'ল এবং জামা'আত পৃথক করল। অতঃপর মৃত্যুবরণ করল সে যেন জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল'।[২১]

(৪৯) মানুষের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা :

মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 'আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে' *(নিসা ৪/৫৮)*। পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মানবজাতির শান্তি নিহিত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا 'নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্য সহকারে। যাতে তুমি সে অনুযায়ী লোকদের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা করতে পার, যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বাদী হয়ো না' *(নিসা ৪/১০৫)*।

মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ– 'আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ'লে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহ'লে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহ'লে তাদের মধ্যে ইনছাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন' *(হুজুরাত ৪৯/৯)*। মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই। সুতরাং তাদের মাঝে সুবিচারই করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহ্র তাক্বওয়া অবলম্বন কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

১৭. বুখারী হা/৫৫৫৪; মুসলিম হা/১৯৬৬।
১৮. বুখারী হা/৭১৩৭; আহমাদ হা/৭৬৫৬; মুসলিম হা/১৮৩৫।
১৯. বুখারী হা/৭১৪২; আহমাদ হা/১২১২৬।
২০. বুখারী হা/৭১৪৩; আহমাদ হা/২৪২৭; মুসলিম হা/১৮৪৯।
২১. মুসলিম হা/৪৮৯৪; আহমাদ হা/৭৯৪৪।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, يَقُولُ لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কেবল দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ- ১. সে ব্যক্তির উপর যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। ২. সে ব্যক্তির উপর যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাদান করেছেন, অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়'।[২২]

(৫০) সৎ কাজের আদেশ অসৎকাজের নিষেধ :

মহান আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

আল্লাহ বলেন, 'তোমরাই হ'লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট ইবাদত হ'ল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, সকল ইবাদত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা, আর সর্ব নিকৃষ্ট কাজ হ'ল আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন করা।

মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ– 'তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহ'লে তারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন' *(হজ্জ ২২/৪১)*। 'আয়াতটি আদেশ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল সর্ব প্রথম কাজ হ'ল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, সকল ইবাদত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা ও যাবতীয় শিরকী কাজ থেকে দূরে থাকা'।[২৩]

মহান আল্লাহ লোকমান সম্পর্কে বলেন, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 'স্মরণ কর, যখন লোকমান উপদেশ দিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহ্র সাথ কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় পাপ' *(লোকমান ৩১/১৩)*। মহান আল্লাহ লোকমান সম্পর্কে আরো বলেন, يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 'হে বৎস! ছালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজে নিষেধ কর এবং বিপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় এটি শ্রেষ্ঠ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত *(লোকমান ৩১/১৭)*। প্রত্যেক নবী-রাসূলগণ মানবজাতিকে তাগুত পরিহার করে একমাত্র আল্লাহ আল্লাহর দাসত্ব করার আদেশ দিয়ে গেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক' *(নাহল ১৬/৩৬)*। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল তাগুতী পথ (শিরকী কাজ) কে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো যা কখনো ও ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লাহ বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুপথ ভ্রান্তপথ হ'তে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষণে যে ব্যক্তি তাগূতে অবিশ্বাস করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ব্যক্তি এমন এক মযবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা কখনোই ভাঙ্গবার নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। শান্তিতে জীবন-যাপন করতে চাইলে নিজের জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে এবং অপরকে আদেশ করবে, নিজেকে শিরকী কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং অপরকে শিরকী কাজ করা থেকে নিষেধ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে শিরককে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে (জাহান্নাম থেকে) নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(আন'আম ৬/৮২)*। সমাজে ক্ষমতা পেতে চাইলে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেতে চাইলে তাকে অবশ্যই প্রথমে আদেশ করতে হবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার এবং সর্ব প্রথম নিষেধ করতে হবে শিরক থেকে। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে

২২. বুখারী হা/৭৩; আহমাদ হা/৩৬৫১; মুসলিম হা/৮১৬।
২৩. ইমাম আলুসী রুহুল মা'আনী ১/২১৪; দার ইহয়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত লুবনান, ১ম সংস্করণ ১৪২০ হিঃ।

অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা দান করবেন, যেমন তিনি দান করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। আর তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাদেরকে ভয়-ভীতির বদলে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। (শর্ত হ'ল) তারা কেবল আমারই দাসত্ব করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপরে যারা অবাধ্য হবে তারাই হবে পাপাচারী' *(নূর ২৪/৫৫)*। জান্নাত পেতে হলে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেই হবে, আর এ দাওয়াতী কাজে নবী-রাসূলের পথ সালফে সালেহীনদের পথ ধরতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ–التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে। অতঃপর তারা হত্যা করে অথবা নিহত হয়। এর বিনিময়ে তাদের জন্য (জান্নাত লাভের) সত্য ওয়াদা করা হয়েছে তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্র চাইতে নিজের অঙ্গীকার অধিক পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা এই ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময়ে (জান্নাতের) সুসংবাদ গ্রহণ কর যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটাই হ'ল মহান সফলতা। (যাদেরকে আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন, তারা হ'ল) তওবাকারীগণ, ইবাদতকারীগণ, (সুখে-দুঃখে) আল্লাহ্র প্রশংসাকারীগণ, আল্লাহ্র পথে ভ্রমণকারীগণ, রুকু ও সিজদাকারীগণ, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও অসৎকাজে নিষেধকারীগণ এবং আল্লাহ্র সীমারেখা সমূহের হেফাযতকারীগণ। আর তুমি বিশ্বাসীদের (জান্নাতের) সুসংবাদ শুনিয়ে দাও' *(তাওবাহ ৯/১১১-১১২)*। ভাল কাজের আদেশ, খারাপ কাজের নিষেধ অবশ্যই করতে হবে, যার যতটুকু সমর্থ রয়েছে। নচেৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে গযব নাযিল হবে। আর আদেশ এবং নিষেধের আগে দাঈর অবশ্যই সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা লাগবে।

মহান আল্লাহ বলেন, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ –كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 'বনু ইস্রাঈলের মধ্যে যারা কাফির ছিল তাদেরকে লা'নত করা হয়েছিল দাঊদ ও মরিয়াম-তনয় ঈসার যবানীতে। সেটা এজন্য ছিল যে, তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং সীমালংঘন করেছিল। তারা যেসব মন্দকাজ করত, তা থেকে পরস্পরকে নিষেধ করত না। এভাবে তারা অবশ্যই গর্হিত কাজ করত' *(মায়েদাহ ৪/৭৮-৭৯)*। তারা পাপ কাজ, অন্যায় কাজ করত কিন্তু কেউ কাউকে বাধা দিতো না, যারা জেনে-শুনে পাপ কাজ কর্মে দেখে অথচ নিষেধ করে না, বাধা দেয় না তারা যেন সে পাপ কর্মে শামিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ. 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ দেখবে সে যেন সেটাকে হাত দিয়ে বাধা দেয়, এটিতে যদি সে সক্ষম না হয় তবে যেন মুখ দিয়ে বাধা দেয়, এটিতেও যদি সে সক্ষম না হয় তবে সে অন্তর থেকে ঘৃণা করে, আর এটা হ'ল দুর্বল ঈমান'।[২৪]

হাদীছে এসেছে, عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ رضى الله عنهن أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ. وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِى تَلِيهَا. قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ. যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একবার রাসূল (ছাঃ) ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন এবং বলতে লাগলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই)। আরবের লোকদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণ ধ্বংসে অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগকে তার সঙ্গের শাহাদত আঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার করে ছিদ্রের পরিমান দেখালেন। যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের মধ্যে পুন্যবান লোকজন থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ যখন পাপ কাজ অতি মাত্রায় বেড়ে যাবে'।[২৫] উমার বিন আব্দুল আযীয বলেন, বলা হ'ত যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সাধারণ মানুষের উপর নিদিষ্ট ব্যক্তির পাপের কারণে আযাব নাযিল করবেন না। কিন্তু যখন অন্যায় কাজ প্রকাশ্যে করা হবে অথচ কেউ সেটি বাধা দিবে না তখনই তারা সবাই শাস্তি ভোগের উপযোগী হবে (আল্লাহ্র গযব নাযিল হবে) *(মুখতাছার শু'আবিল ঈমান পৃঃ ৮৩)*। *(ক্রমশঃ)*

[লেখক : লিসান্স ও এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সঊদী আরব]

২৪. আহমাদ হা/১১৫১৪; মুসলিম হা/১৮৬।
২৫. বুখারী হা/৩৩৪৬; আহমাদ হা/২৭৪১৩; মুসলিম হা/২৮৮০।

দায়িত্বশীলদের গুণাবলী

- মুহাম্মাদ আবুল কালাম

ভূমিকা : মতবাদ বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর মানুষ অশান্তির দাবানলে দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারা বাঁচতে চায়, তারা মুক্তি চায়। কিন্তু মুক্তি কোথায়? এ জন্য প্রয়োজন একদল বিপ্লবী সমাজকর্মী, যারা এক আল্লাহর উপর ভরসা করে দুনিয়ার সমস্ত বাধার মুকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সৎসাহস রাখে। নিম্নে আমরা এই বিপ্লবী কাফেলার দায়িত্বশীলদের গুণাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করব।

আল্লাহভীরুতা : আল্লাহভীরুতা মানুষের একটি মহৎ গুণ। মানুষে মানুষে পার্থক্যের মানদণ্ড হ'ল আল্লাহভীরুতা। যার যত আল্লাহভীতি বেশী, তার মর্যাদা স্তর তত বেশী। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পাপরাশি মিটিয়ে দেন এবং তাকে ক্ষমা করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার পথ বের করে দিবেন এবং এর ফলে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হলেন মহা অনুগ্রহশীল' *(আনফাল ৮/২৯)*। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তাকে পরকালে মহা পুরস্কার দিবেন' *(তালাক্ব ৬৫/৫)*। আল্লাহর নিকট সম্মানিত হওয়ার মাপকাঠি হ'ল আল্লাহ ভীতি। তিনি বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেযগার' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ – 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না' *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*। তিনি আরও বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই (প্রকৃত) মুসলমান না হয়ে মরো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। তিনি বলেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল' *(আহযাব ৩৩/৭০)*। তিনি বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেয়' *(তালাক্ব ৬৫/৪)*। এভাবে বহু জায়গায় আল্লাহভীরুতা অর্জনের জন্য জোরালো তাকীদ প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহভীরু ব্যক্তিই মানুষের মাঝে বেশী মর্যাদাবান। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হ'ল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু'।[১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ভয় করার এবং নেতার কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি যদিও সে হাবশী (কৃষ্ণাঙ্গ) গোলাম হয়'।[২] ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তাঁর ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তার এক শ্রেণী হচ্ছে যে ব্যক্তি একাকী আল্লাহকে স্মরণ করে আর আল্লাহর ভয়ে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে'।[৩]

সুন্নাতের পাবন্দ ও রাসূলের আনুগত্য :

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর' *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। দ্বীনের ব্যাপারে অনেক মতভেদ ও মতবিরোধ পরিলক্ষিত হবে। তখন সব মতকে উপেক্ষা করে

১. বুখারী হা/৩৩৫৩, ৩৩৭৪, ৩৩৮৩, ৩৪৯০, ৪৬৮৯।
২. আহমাদ হা/১৬৬৭৪; আবুদাউদ হা/৪৬০৭; তিরিমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হ/৪২; তাহক্বীক মিশকাত হা/১৬৫।
৩. বুখারী হা/৬৬০, মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।

রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ 'এমতাবস্থায় তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নাতকে ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং এই পথ ও পন্থার উপর দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে'।[৪]

রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বহির্ভূত কোন আমলই সঠিক আমল হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه يَقُولُ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّى أُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى– 'আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁর স্ত্রীদের নিকট আসলেন। যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হ'ল তখন তারা ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হ'তে পারেনা। কারণ তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য হ'তে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর ছালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সব সময় ছিয়াম পালন করব এবং কখনো তা বাদ দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী সংসার ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমরা কি এসব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশী অনুগত; অথচ আমি ছিয়াম পালন করি, আবার বিরত থাকি। ছালাত আদায় করি, নিদ্রা যাই এবং বিবাহও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগভাজন হবে তারা আমার দলভুক্ত নয়'।[৫]

উপরোক্ত হাদীছের মাধ্যমে এ বিষয়টি পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে সমাজে রাসূলের সুন্নাতের বাইরে গিয়ে মনগড়া যেসব ইবাদত চলছে বিশেষ করে শবেবরাত, শবেমে'রাজ, মিলাদ, ক্বিয়াম, কুলখানী, চেহলাম বা চল্লিশা, কলেমাখানী ইত্যাদি রাসূলের সুন্নাত পরিপন্থী হওয়ায় তা পরিত্যাজ্য। এগুলির যদি কোন বিশেষ ফযীলত থাকত, তবে রাসূল (ছাঃ) নিজে করতেন ও তার ছাহাবীগণও তার উপরে আমল করতেন এবং মুসলিম উম্মাহর নিকটে তা প্রচার করে যেতেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এসবের কিছুই পাওয়া যায় না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে জান্নাত পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে তার অবাধ্য হ'লে জাহান্নাম অবধারিত। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى 'আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, অস্বীকারকারী ব্যতীত। জিজ্ঞেস করা হ'ল কে অস্বীকারকারী? তিনি (ছাঃ) বললেন, যারা আমার আনুগত্য স্বীকার করে তারা জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয় সেই (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করে (জাহান্নামে প্রবেশ করবে)'।[৬]

নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য :

মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর *(নিসা ৪/৫৯)*। এই আয়াতে তিন ব্যক্তির আনুগত্য করার নির্দেশ রয়েছে। ১. আল্লাহ্। ২. আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ৩. নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। অতঃপর আল্লাহ তার আনুগত্যকে তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে *(নিসা ৪/৮০)*। আর রাসূল (ছাঃ) নিজের আনুগত্যকে নেতার আনুগত্যের উপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِى 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল

৪. আহমাদ হা/১৬৬৭৪, আবু দাঊদ হা/৪৬০৭; মিশকাত হা/১৬৫।
৫. বুখারী হা/৫০৬৩, তাহক্বীক মিশকাত হা/১৪৫।
৬. বুখারী হা/৭২৮০; তাহকীক্ব মিশকাত হা/১৪৩।

সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমার অবাধ্যতা করল'।[৭]

আমীরের আনুগত্য ছিন্নকারী এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বল্গাহীন জীবন-যাপনকারী মৃত্যুবরণ করলে তা হয় জাহেলিয়াতের মৃত্যু। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য হ'তে বেরিয়ে যায় ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় অতঃপর মারা যায় সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে'।[৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি আমীরের প্রতি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে এমন অবস্থায় যে, তার জন্য (ওযর স্বরূপ) কোন দলীল থাকবে না। যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে তার গর্দানে আমীরের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত নেই সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'।[৯]

পদের প্রতি লোভহীনতা :

জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন নেতৃত্ব ও আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা নেতৃত্ব বা দায়িত্ব দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ 'তুমি বল, হে আল্লাহ! তুমি রাজাধিরাজ। তুমি যাকে খুশী রাজত্ব দান কর ও যার কাছ থেকে খুশী রাজত্ব ছিনিয়ে নাও। তুমি যাকে খুশী সম্মানিত কর ও যাকে খুশী অপমানিত কর। তোমার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ' *(আলে ইমরান ৩/২৬)*। কিন্তু যে ব্যক্তি দায়িত্বের প্রতি লালায়িত, পদের প্রতি আকাংখিত তাকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কোন দায়িত্বে নিযুক্ত করতেন না।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى مُوسَى رضى الله عنه قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِى فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لاَ نُوَلِّى هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ– আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি ও আমার কওমের দু'ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। সে দু'জনের একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে (কোন বিষয়ে) আমীর নিযুক্ত করুন। অন্যজনও ঐরূপ কথা বলল। তিনি বললেন, যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ করে আমরা তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করি না'।[১০]

সুতরাং নেতৃত্বের লোভ করা প্রার্থী হওয়া, আকাংখিত হওয়া, লালায়িত হওয়া ইসলামে বৈধ নয়। যে ব্যক্তি দায়িত্ব চেয়ে নেয় সকল দায়িত্বভার তার উপরই অর্পিত হবে। আর যদি না চাওয়া সত্ত্বেও কোন দায়িত্ব দেয়া হয় তাহ'লে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এ সম্পর্কে হাদীছ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا– আব্দুর রহমান আবনু সামুরাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'হে আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ! নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা যদি চাওয়ার পর তোমাকে দেয়া হয়, তাহলে তার সকল দায়িত্বভার তোমার উপরই অর্পিত হবে। আর যদি না চাওয়া সত্ত্বেও তোমাকে তা দেয়া হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) সহযোগিতা করা হবে'।[১১]

দায়িত্বানুভূতির তীব্রতা :

দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওয়া যরূরী। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সঠিক কর্মপন্থায় দায়িত্ব পালন করার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। দায়িত্বের জাবাবদিহীতা রয়েছে। যে ব্যক্তি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে অবজ্ঞা, অলসতা ও অবহেলা করে সঠিকভাবে পালন করে না আল্লাহ্র কাঠগড়ায় তাকে দাঁড়াতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا 'আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'নিশ্চয় তোমরা প্রত্যেক দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১২]

সততা ও যোগ্যতা :

সততা, ন্যায়পরায়ণতা, শালীনতা, ভদ্রতা যোগ্যতা ও নম্রতা মানব জীবনের মহৎ গুণ। এসব গুণের কারণে মানুষ নন্দিত বা নিন্দিত হয়। হিকমাত ও যোগ্যতার সাথে দাওয়াতী কাজ করলে তা ফলপ্রসূ হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

৭. বুখারী হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৩৬৬১।
৮. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৩৬১।
৯. মুসলিম হা/১৮৫১, তাহক্বীক মিশকাত হা/৩৬৭৪।
১০. বুখারী হা/৭১৪৯; তাহক্বীক মিশকাত হা/৩৬৮৩।
১১. বুখারী হা/৭১৪৭; মিশকাত হা/৩৬৮০।
১২. বুখারী হা/৭১৩৮; মিশকাত হা/৩৬৮৫।

أَحْسَنُ 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়' *(নাহল ১৬/১২৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তির তৃতীয় জন বলেছিলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّى كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِى حَقِّى . فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ ، فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا ، فَجَاءَنِى فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَظْلِمْنِى ، وَأَعْطِنِى حَقِّى . فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا . فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَهْزَأْ بِى . فَقُلْتُ إِنِّى لاَ أَهْزَأُ بِكَ ، فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا . فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرُجْ مَا بَقِىَ ، فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ-

'হে আল্লাহ ! আমি একজন ব্যক্তিকে এক 'ফারক' চাউলের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করেছিলাম। সে তার কাজ শেষ করে এসে বলল, আমার প্রাপ্য দিয়ে দিন । আমি তার প্রাপ্য তার সামনে উপস্থিত করলাম। কিন্তু সে তা ছেড়ে দিল ও প্রত্যাখান করল। তারপর তার প্রাপ্যটা আমি ক্রমাগত কৃষিকাজে খাটাতে লাগলাম। তা দিয়ে অনেকগুলি গরু ও রাখাল জমা করলাম। এরপর সে একদিন আমার কাছে এসে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার উপর যুলম কর না এবং আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি বললাম ঐ গরু ও রাখালের কাছে চলে যাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর আমার সাথে উপহাস কর না। আমি বললাম তোমার সাথে আমি উপহাস করছি না। তুমি ঐ গরুগুলি ও রাখাল নিয়ে যাও। তারপর সে ওগুলি নিয়ে চলে গেল। (হে আল্লাহ) আপনি জানেন যে তা আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই করেছি, তাই আপনি অবশিষ্ট অংশ উন্মুক্ত করে দিন। তারপর আল্লাহ তাদের জন্য তা উন্মুক্ত করে দিলেন'।[১৩] উপরোক্ত ঘটনাটি সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি চাইলে সম্পদের বর্ধিত অংশ না দিয়ে শুধুমাত্র কাজের বিনিময় দিতে পারতেন।

আমাতনদারিতা :

আমনতদারী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমানতদারী না থাকাকে ঈমান না থাকার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মুনাফিকের আলামত সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হ'ল আমানতের খিয়ানত করা। খিয়ানতকারীর জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। মহান আল্লাহ খিয়ানত করতে নিষেধ করে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা (অবাধ্যতার মাধ্যমে) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং (এর অনিষ্টকারিতা) জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ قَالَ لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ- আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ খুৎবা খুব কমই দিয়েছেন যাতে এ কথা বলেন নি যে, যার আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই এবং যার ওয়াদা-অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দীনও নেই'।[১৪]

তিনি আরো বলেন, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ- আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি। ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে ৩. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে'।[১৫]

অপর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ- আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. আমানত রাখা হ'লে খিয়ানত করে। ২. কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে। ৪. বিবাদে লিপ্ত হ'লে অশ্লীলভাবে গালাগালি দেয়।[১৬]

হালাল রূযী :

ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হ'ল হালাল রূযী। হালাল ব্যতীত কখনো জান্নাত পাওয়া সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ

---

১৩. বুখারী হা/৫৯৭৪।

১৪. বায়হাকী, মিশকাত হা/৩৫।
১৫. বুখারী হা/৩৩, মিশকাত হা/৫৫।
১৬. বুখারী হা/৩৪; মিশকাত হা/৫৬।

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ ، إِلاَّ أَنِّى خَدَعْتُهُ ، فَلَقِيَنِى فَأَعْطَانِى بِذَلِكَ ، فَهَذَا الَّذِى أَكَلْتَ مِنْهُ . فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَىْءٍ فِى بَطْنِهِ-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু বকর (রাঃ)-এর একজন ক্রীতদাস ছিল। সে প্রতিদিন তার উপর ধার্য কর আদায় করত। আর আবু বকর (রাঃ) তার দেওয়া কর হ'তে আহার করতেন। একদিন সে কিছু খাবার জিনিস এনে ছিল। তা হ'তে তিনি আহার করলেন, তারপর গোলাম বলল, আপনি জানেন কি ওটা কিভাবে উপার্জিত হয়েছে যা আপনি খেয়েছেন? তিনি বললেন, কিভাবে! গোলাম উত্তর দিল আমি জাহেলী যুগে এক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গণনা করে দিয়েছিলাম কিন্তু ভবিষ্যৎ গণনা করা আমার ভালভাবে জানা ছিল না। তথাপি প্রতারণা করে তা করেছিলাম। আমার সাথে তার দেখা হলে গণনার বিনিময়ে সে এ দ্রব্যদি আমাকে হাদিয়া দিল যা হ'তে আপনি আহার করলেন। আবু বকর এটা শুনামাত্র মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং পেটের ভিতর যা কিছু ছিল সবই বমি করে বের করে ফেললেন'।[২০]

ইসলামী পরিবার :

সন্তানের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র হ'ল পরিবার। সন্তানকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলার মুখ্য ভূমিকা পালন করে তার পরিবার। পরিবার যদি ইসলামী মূল্যবোধের উপর দৃঢ় থাকে। পরিবারের সদস্যগণ যদি ফরয সুন্নাত ও নফল ইবাদত গুযার হয়, ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হয়, সুন্দর আচরণের অধিকারী হয়, তাহলে সেখানে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় এবং সন্তানও সেই আলোকে গড়ে উঠে। অপরপক্ষে পরিবারে যদি অন্যায় অশ্লীলতা থাকে। ইসলামী বিধান থেকে দূরে থাকে। বিভিন্ন অনৈসলামী আচরণের সাথে যুক্ত থাকে। সুদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, মাদকতা, বেহায়াপনা ও কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়ে, তাহ'লে সন্তানের উপরও তার কুপ্রভাব পড়ে। কেননা সব সন্তানই ফিৎরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু পিতা-মাতার প্রভাবেই সে ভাল কিংবা মন্দ হয়। সুতরাং ইসলামী পরিবার গঠন করা অপরিহার্য। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله عنه فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ 'প্রত্যেক সন্তানই ফিৎরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, নাছারা অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা প্রসব করে।

২০. বুখারী হা/৩৮৪২; মিশকাত হা/২৭৮৬।

الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ). ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ রাসূলগণকে যা আদেশ করেছেন, মুমিনদেরকেও তাই আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। তিনি আরো বলেন, হে মুমিনগণ! আমার দেয়া পবিত্র রিযক হ'তে ভক্ষণ করুন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দৃষ্টান্ত হিসাবে এক ব্যক্তির অবস্থা উল্লেখ করে বলেন, এক ব্যক্তি সফরে থাকায় ধূলায় মলিন হয়। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি আকাশের দিকে দু'হাত উঠিয়ে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করছে হে রব! হে রব! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবিকা নির্বাহ হারাম কিভাবে তার দো'আ কবুল হবে?'।[১৭]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ-

'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত সে দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১৮] অপর এক হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَى بِهِ-

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে দেহের গোশত হারাম উপার্জনে গঠিত তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম ধন-সম্পদ গঠিত ও লালিত-পালিত দেহের জন্য জাহান্নামই উপযোগী'।[১৯]

হারাম বর্জন করে হালাল গ্রহণ করা অতীব যরূরী। রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতেন। এর প্রমাণে নিম্নের হাদীছটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: كَانَ لأَبِى بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، وَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَىْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ تَدْرِى مَا هَذَا

১৭. মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০।
১৮. বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান মিশকাত হা/২৭৮৭।
১৯. আহমাদ, দারেমী, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান মিশকাত হা/২৭৭২।

তোমরা কি তাতে কোন (জন্মগত) কান কাটা দেখতে পাও? অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) তিলাওয়াত করলেন, আল্লাহ্র দেয়া ফিৎরাতের অনুসরণ কর, যে ফিৎরাতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দ্বীন'।[২১]

সংগঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা :

যে কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য চাই ত্যাগ। ত্যাগী কর্মী বা দায়িত্বশীল ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। ত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত ছাড়া কোন ইতিহাসই রচিত হয়নি। যে কোন বিপ্লবের পিছনে রয়েছে অতুলনীয় ত্যাগ। মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ 'লোকদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল' *(বাক্বারাহ ২/২০৭)*। ছুহায়েব রূমী (রাঃ)-এর আত্মত্যাগের প্রশংসা করে অত্র আয়াতটি নাযিল হয়। ঘটনাটি হ'ল তিনি ইয়াছরিবের হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে কিছু দূর যেতেই মুশরিকরা তাকে রাস্তায় ঘিরে ফেলে তখন সওয়ারী থেকে নেমে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, দেখ তোমরা জান যে, আমার তীর সাধারণত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। অতএব আমার তূনীরে একটা তীর বাকী থাকতেও তোমরা আমার কাছে ভিড়তে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। অতএব তোমরা যদি দুনিয়াবী স্বার্থ চাও, তবে মক্কায় রক্ষিত আমার বিপুল ধন-সম্পদের সন্ধায় বলে দিচ্ছি, তোমরা সেগুলি নিয়ে নাও এবং আমার পথ ছাড়। তখন তারা পথ ছেড়ে দিল। মদীনায় পৌঁছে এই ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে প্রশংসা করে বলেন, يَا أَبَا يَحْيَ رَبِحَ الْبَيْعُ 'হে আবু ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবস্যা লাভজনক হয়েছে'।[২২] ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রচিত হয়েছে ইয়ারমুকের যুদ্ধে। যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নিম্নের ঘটনার মাধ্যমে। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর খিলাফত কালে ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ইয়ারমুক যুদ্ধ। যুদ্ধের বিশাল ময়দানের এক প্রান্তে ক্ষুদ্র মুসলিম সেনাদল এবং অন্য প্রান্তে রোমকদের বিশাল সৈন্যবাহিনী। উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয় এবং প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। অবশেষে আল্লাহ্র রহমতে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে। যুদ্ধের ময়দানে আবু হুযায়ফা (রাঃ) তার সাথে রক্ষিত সামান্য পানি নিয়ে আহতদের মাঝে তার চাচাতো ভাইকে খুঁজতে শুরু করলেন। শেষে তিনি তাঁর চাচাতো ভাইকে এমন অবস্থায় পেলেন যে তার শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছিল এবং অবস্থা ছিল আশংকাজনক। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি পানি পান করবে? সে কথায় কোন উত্তর দিতে সক্ষম না হয়ে হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত করল। আহত চাচাতো ভাই হুযায়ফার কাছ থেকে পানি পান করার জন্য হাত নিতেই তার পাশে এক সৈন্যকে পানি পানি বলে চিৎকার করতে শুনল। পিপাসার্ত ঐ সৈনিকের বুকফাঁটা আর্তনাদ শুনে তিনি তার পূর্বে সেই ব্যক্তিকে পানি পান করানোর জন্য ইঙ্গিত করল। হুযায়ফা (রাঃ) তার নিকট গিয়ে বললেন, আপনি কি পানি পান করতে চান? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি পানি পান করার জন্য পাত্র উপরে তুলে ধরতেই পানির জন্য অন্য একজন সৈন্যের চিৎকার শুনতে পেলেন। ফলে তিনি পানি না করে হুযায়ফা (রাঃ)-কে বললেন, তার দিকে দ্রুত ছুটে যাও এবং সে পানি পান করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাকে দিও। হুযায়ফা (রাঃ) আহত সৈন্যটির কাছে গিয়ে দেখলেন, সে মারা গেছে। অতঃপর দ্বিতীয় জনের কাছে ফিরে এসে দেখলেন সেও মারা গেছে। অতঃপর চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে আসলেন দেখেন সেও শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতবাসী হয়ে গেছে। পানির পাত্রটি তখনও হুযায়ফা (রাঃ)-এর হাতে। অথচ তা পান করার মত এখন আর কেউ বেঁচে নেই। যাদের পানির প্রয়োজন ছিল তারা আরেক জনের পানির পিসাসা মিটানোর জন্য এতই পাগল হয়ে উঠেছিলেন যে, অবশেষে কেউ সে পানি পান করতে পারে নি। অথচ সবার প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত'।[২৩]

শেষকথা : সাংগঠনিক জীবন মানেই বিপ্লবের জীবন। বিপ্লবের জন্য চাই সমাজ সংস্কারের ব্রতী একদল কঠিন আত্মত্যাগী মানুষ। আর এ জন্য চাই যোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং আনুগত্যশীল ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। পরহেযগারিতা, ঐক্য, নিষ্ঠাসহ যাবতীয় ভাল গুণাবলীর সমাবেশ ঘটলেই কেবল একজন কর্মী, একটি দেশ, একটি সংগঠন পৌঁছতে পারে তার লক্ষ্যপানে। হতে পারে জাতির মুক্তির সোপান। বিদ্রোহী কবি কাযী নযরুল ইসলামের বার্তা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই-

'দুর্গম গিরি কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত। *(কাণ্ডারী হুশিয়ার)*

২১. বুখারী হা/১৩৫৯; মিশকাত হা/৯০।
২২. সীরাতুর রাসূল, ২য় সংস্করণ পৃঃ ২২২।
২৩. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৭/৮-১১ পৃঃ সংগৃহীত তাওহীদের ডাক জুলাই-আগস্ট-২০১৪ পৃঃ ১৬।

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

Contents

ছাদাক্বাহ

- নাজমুল আহসান

উপক্রমণিকা :

ছাদাক্বার সুফল উভয় জগতে পরিব্যপ্ত। এ জন্যই রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক ব্যক্তিকে ছাদাক্বাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং স্বয়ং নিজেই ছাদাক্বাহ প্রদানে রোল মডেল ছিলেন। আলোচ্য নিবন্ধে ছাদাক্বার ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

ছাদাক্বার ইহলৌকিক কল্যাণঃ

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ– 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন অভাবী লোকের অভাব দূর করে দিবে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের (উভয় জাগতে) অভাব দূর করে দিবেন'।[১]

ছাদাক্বার ফলে ইহলৌকিক অনেক কল্যাণ আমরা লাভ করে থাকি। নিম্নে ছাদাক্বার দুনিয়াবী প্রাপ্তি ও কল্যাণ কী তা আমরা জানব।

১. দো'আ : ছাদাক্বার ফলে নগদ যেটি পাই তা হ'ল দো'আ। আর এটা ছাদাক্বার অগ্রিম প্রাপ্তি। মহান আল্লাহ বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 'তুমি তাদের মাল-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর। যা দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদের জন্য তুমি দো'আ কর। নিশ্চয়ই তোমার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তি স্বরূপ। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা' *(তাওবাহ ৯/১০৩)*। রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের নিকট থেকে ছাদাক্বাহ গ্রহণের সময় তাদের জন্য দো'আ করতেন। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কোন সম্প্রদায় যখন ছাদাক্বা নিয়ে আসত তখন তিনি বলতেন, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ হে আল্লাহ! তুমি তাদের উপর কল্যাণ বর্ষণ করুন। তিনি আরো বলেন, আমার পিতা ছাদাক্বাহ নিয়ে তাঁর নিকট আসলে তিনি বলতেন, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করুন![২]

রাসূল (ছাঃ)-এর দো'আ তাঁর মৃত্যুর পর যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন কতিপয় ব্যক্তি প্রশ্ন তুলেছিল আমরা আর যাকাত (ছাদাক্বাহ) জমা করব না। তখন আবু বকর (রাঃ) তার সমাধান করেছিলেন কঠোর হস্তে। উমার (রাঃ) যার মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন। কাজেই সকল দাতার জন্য উচিত হ'ল সমসাময়িক যথাযথ পন্থায় ছাদাক্বাহ প্রদানকারীর জন্য দো'আ করা। ফলে তা অন্তরের প্রশান্তির কারণ হয়। এতদ্ব্যতীত অগ্রিম দো'আর হ'ল দাতার প্রতি ফেরেশতা দো'আ। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا– আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রতিদিন সকালে বান্দারা যখন উঠে তখন দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার উত্তম প্রতিদান দিন এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণের মাল ধ্বংস করে দিন'।[৩]

২. সম্পদ বৃদ্ধি : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ 'ছাদাক্বায় সম্পদ হ্রাস পায় না অর্থাৎ বৃদ্ধি পায়'।[৪] ছাদাক্বার এই দুনিয়াবী পুরস্কারের ঘোষণা আরো জোরালোভাবে অন্য বর্ণনায় বিদ্যমান।

হাদীছে আরো এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُ اللَّهِ مَلأَى لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِى يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি খরচ কর আমি তোমাকে দান করব এবং রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ। রাত-দিন অবিরাম খরচেও তা কমবে না (অর্থাৎ কত দান করবে! আল্লাহ তত দিবেন। তিনি বলেন, তোমরা কি দেখ না? যখন থেকে আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে কি পরিমাণ খরচ করেছেন। কিন্তু এত খরচ করার পরও তার হাতের সম্পদে কোন কমতি হয়নি। আর আল্লাহ তা'আলার আরশ পানির উপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে দাঁড়িপাল্লা। তিনি ঝুঁকান, তিনি উপরে উঠান'।[৫]

১. মুসলিম হা/৭০২৮; মিশকাত হা/২০৪।
২. বুখারী হা/৪১৬৬; মুসলিম হা/২৫৪৪।
৩. বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/২৩৮৩; মিশকাত হা/১৮৬০।
৪. মুসলিম হা/৬৭৫৭; মিশকাত হা/১৮৮৯।
৫. বুখারী হা/৪৬৮৪; মুসলিম হা/২৩৫৬; মিশকাত হা/৯২।

হাদীছে কুদসীর অন্য বর্ণনায় আছে, أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ 'হে আদম সন্তান! দান কর তুমি, দান করব তোমাকে আমি'।[৬] বনী আদম সকলে সমবেত হয়ে যদি আল্লাহ্র নিকট চাই আর আল্লাহ তাদের চাওয়া পূরণ করেন তাহ'লে তার ও তার সাম্রাজ্যের কোন কমতি হবে না।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِى فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِى إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ 'আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ব্যক্তি, সমস্ত মানুষ ও জ্বিন একই মাঠে দাঁড়িয়ে একত্রে আমার নিকট চায়, আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে তার চাওয়া জিনিস দেই তা আমার কাছে যা আছে তার কিছুই কমাতে পারবে না, অতখানি ব্যতীত যতখানি কমায় একটি সুই যখন সুমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয় (আর উঠে নেওয়া হয়)'।[৭]

এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর যবানীতে এই কসম বিদ্যমান যে দানে সম্পদ কমে না। হাদীছে এসেছে, أَبُو كَبْشَةَ الأَنْمَارِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ. قَالَ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ– আবু কাবশাহ আনসারী (রা) বলেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'যে তিনটি বিষয় রয়েছে যার উপরে আমি কসম করছি। আর আমি তোমাদের একটি হাদীছ বলব যা তোমরা মুখস্থ রেখ। অতঃপর আমি যেগুলির উপর কসম করছি তা এই যে ছাদাক্বার ফলে বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না'।[৮]

আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে আল্লাহ ধারণাতীত উৎস থেকে দান করনে এবং দারিদ্রের পথ বন্ধ করে দেন। তিনিই অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী। আল্লাহ বলেন, وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ 'আর আমরা বৃষ্টিপূর্ণ বায়ু প্রেরণ করি। অতঃপর আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি। এরপর তা তোমাদেরকে পান করাই। অথচ তোমাদের কাছে এর কোন ভাণ্ডার নেই' *(হিজর ১৫/২২)*। দানে সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা নিম্নোক্ত হাদীছের গল্পের মাধ্যমে সহজেই অনুমেয়।

'একদা একলোক পানি হীন প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথি মধ্যে সে মেঘ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেল। অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ কর। এটা শুনে মেঘ খণ্ডটি এক দিকে এগিয়ে গেল এবং প্রস্তরময় ভূখণ্ডে পানি বর্ষণ করল। আর পানি ছোট ছোট নালাসমূহ থেকে বড় একটি নালার দিকে অগ্রসর হ'ল। এমনকি পানি পুরো বাগানকে বেষ্টন করে নিল। লোকটি ঐ পানির পেছনে পেছনে যেতে লাগল এমন সময় সে দেখতে পেল এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সে তার বেলচা দিয়ে পানি এদিক-সেদিক ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল। হে আল্লাহ্র বান্দা! আপনার নাম কি? সে বলল আমার না অমুক। অর্থাৎ ঐ নামই বলল যা সে মেঘ থেকে শুনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক বলল। হে আল্লাহ্র বান্দা! আমার নাম তুমি কেন শুনলে? সে বলল, যে মেঘ থেকে এ পানি বর্ষিত হয়েছে তা থেকে আমি শুনতে পেয়েছিলাম। ঐ আওয়াজ ছিল এই যে, অমুকের বাগানে গিয়ে পানি বর্ষণ কর। আপনার নামই তাতে বলা হয়েছিল। আচ্ছা আপনি এমন কি আমল করেছেন? সে বলল, তুমি যখন জানতে চাইলে তাহ'লে শুন। এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ দান করি আর এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার খেয়ে থাকি আর এক তৃতীয়াংশ পুনরায় এতে বপণ করি'।[৯]

উল্লেখ্য যে, উৎপাদিত ফসলের যাকাত এক দশমাংশ অথবা বিশ ভাগের এক ভাগ। সেখানে এ তৃতীয়াংশ দান করার কারণে আল্লাহ তাকে এভাবে রূযী প্রদান করলেন ও সম্মানিত করলেন।

৩. আল্লাহ্র নিকট সম্মান বৃদ্ধি :

ছাদাক্বাহ প্রদানকারীর মান-মর্যাদা আল্লাহ্র নিকট অনেক বেশী। রাসূল (ছাঃ)- বলেন, الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ 'ন্যায় নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী সৈনিকের সমান যে পর্যন্ত না সে বাড়ীতে ফিরে আসে'।[১০]

কে না জানে আল্লাহ্র পথে জিহাদ কারীর মর্যাদা আল্লাহ্র নিকট কত বেশী।

আল্লাহ বলেন, لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا– 'যথার্থ ওযর ব্যতীত গৃহে উপবিষ্ট মুমিনগণ ঐসব মুজাহিদগণের সমান নয়, যারা তাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে। যারা মাল ও

৬. বুখারী হা/৫৩৫২; মিশকাত হা/১৮৬২।
৭. মুসলিম হা/২৫৭৭; তিরিমিযী হা/২৪৯৫; ইবনু মাযাহ হা/৪২৫৭।
৮. তিরিমিযী হা/২৪৯৫।
৯. মুসলিম হা/৭৬৬৪; মিশকাত হা/১৮৭৭।
১০. আবু দাঊদ হা/২৯৩৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮০৯; ইবনু খুযাইমাহ হা/২৩৩৪; তিরিমিযী হা/৬৪৫; মিশকাত হা/১৭৮৫।

জান দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদের মর্যাদা উপবিষ্টদের উপরে এক স্তর বৃদ্ধি করেছেন। আর উভয়ের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদগণকে উপবিষ্টদের উপরে মহা পুরস্কারে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন' *(নিসা ৪/৯৫)*।

তিনি আরো বলেন, دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 'এগুলি তাঁর পক্ষ হ'তে প্রদত্ত মর্যাদা সমূহ এবং ক্ষমা ও দয়া। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(নিসা ৪/৯৬)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى 'উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম'।[১১] অর্থাৎ উপরের হাত হ'ল দাতার হাত এবং নিচের হাত হ'ল গ্রহীতার হাত।

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ 'দুনিয়া চার শ্রেণীর লোকের জন্য। তার প্রথম শ্রেণী যে বান্দাকে আল্লাহ সম্পদ ও ইলম দান করেছেন এবং সে এগুলির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলে। এগুলির সাহায্যে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলে এবং এর সাথে জড়িত আল্লাহ্র অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকে (ফরয যাকাত, ওশর ছাদাক্বাহ ইত্যাদি আদায়ে সক্রিয়) এ ব্যক্তি উৎকৃষ্টতম মর্যাদার অধিকারী'।[১২]

একটি বিষয় সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াবী মান-মর্যাদার জন্য ছাদাক্বাহ করবে আল্লাহ তার জন্য পরকালে কোন অংশ রাখবেন না; বরং আল্লাহ প্রথমে শহীদ, জ্ঞানী ও দানশীল এই তিন শ্রেণীর লোকের বিচার করবেন। আর এরা প্রত্যেকেই লৌকিকতার কারণে ধ্বংস হবে। তবে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যারা দান করবেন তারা সফলকাম হবেন।

৪. আয়ু বৃদ্ধি :

ছাদাক্বাহ করলে আয়ু বৃদ্ধি পায়। অবশ্যই বিষয়টি এরূপ যে আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার সাথে রূযী প্রশস্ত হওয়া ও আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি জড়িত। পক্ষান্তরে ছাদাক্বার দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত ও সুদৃঢ় হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِى رِزْقِهِ ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি চায় যে তার রূযী (জীবিকা) প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখে'।[১৩] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) ও এক আনছারী মহিলা বিলাল (রাঃ)-এর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-কে তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ইয়াতীম ও নিজ স্বামীর উপর খরচ করা সম্পর্কে জানতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ 'তাদের জন্য দু'টি ছাওয়াব রয়েছে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার এবং ছাদাক্বার ছওয়াব'।[১৪]

ছাদাক্বার পারলৌকিক প্রতিদান :

দান-ছাদাক্বার দ্বারা পরকাল অনুসন্ধান করা একান্ত যরূরী। দুনিয়াবাসীর প্রতি অনুগ্রহের হাত প্রসারিত করে ইহকালে ও পরকালে কামিয়াব হওয়ার অন্যতম একটি উপায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 'আর আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তার দ্বারা আখেরাতের গৃহ সন্ধান কর। অবশ্য দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য (অপচয়হীন হালাল) অংশ নিতে ভুলো না। আর অন্যের প্রতি অনুগ্রহ (ছাদাক্বা) কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না' *(কাছাছ ২৮/৭৭)*।

১. মৃত্যুর পূর্বেই ছাদাক্বা ও সুফল :

মৃত্যুর সাথে সাথেই পরকালের জীবন শুরু হয়ে যায়। আর যেহেতু মৃত্যুকালীন সময়ের বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পেতে ছাদাক্বার বিকল্প কিছু নেই।

মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ- وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ- 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আর আমি তোমাদেরকে যে রিযক্ব দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। কেননা তখন সে বলবে, হে আমার রব! যদি আপনি আমাকে আরো কিছু কাল পর্যন্ত অবকাশ দিতেন তাহ'লে আমি দান-ছাদাক্বা করতাম। আর সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম' *(মুনাফিকুন ৬৩/৯-১০)*।

মৃত্যুর পূর্বে ছাদাক্বা করা উচিত। মুমূর্ষু অবস্থায় নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ

---

১১. মুসলিম হা/২৪৩৫।
১২. তিরমিযী হা/২৪৯৫; মিশকাত হা/৫২৮৭।
১৩. বুখারী হা/২০৬৭; ৫৯৮৬; মুসলিম হা/৬৬৮৭; মিশকাত হা/৪৯১৮।
১৪. বুখারী হা/ ১৪৬৬; মুসলিম হা/২৩৬৫; মিশকাত হা/১৯৩৪।

لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ ‘যখন তুমি সুস্থ থাক, ধনের প্রতি লোভ পোষণ কর; অপর দিকে ভয় কর তুমি দারিদ্র্যের এবং আশা রাখ ধনী হওয়ার, তখনকার দান। সুতরাং তুমি অপেক্ষা করবে না দান করতে তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার সময় পর্যন্ত, তখন তুমি বলবে, এ মাল অমুকের জন্য, আর এ মাল অমুকের জন্য, অথচ মাল অমুকের হয়ে গিয়েছে’।[১৫]

মানুষের স্বভাব হয়ে গেছে অবকাশ চাওয়া। কিন্তু তাতে কি ফায়দা হবে? বরং যারা সময় থাকতে ছাদাক্বাহ করে ও হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জন করে তারাই হলো আসল দানকারী। তাদেরকে মালাকুত মাউত সম্বোধন করে বলবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ- ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً- فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي- ‘হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে *(ফাজর ৮৯/২৭-৩০)*।

পক্ষান্তরে যারা দান ছাদাক্বার মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধ নির্বাপিত করে না। পাপ সমূহ থেকে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে না। তাদের মৃত্যুকালীন বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ- ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ- ‘অতঃপর তাদের অবস্থা কেমন হবে যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশসমূহে আঘাত করতে করতে তাদের জীবনাবসান ঘটাবে? এটি এ জন্যে যে, তারা এমন সব বিষয়ের অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করেছে এবং তারা তাঁর সন্তোষকে অপছন্দ করেছে ফলে আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিয়েছেন’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৭-২৮)*। যারা ছাদাক্বার মাধ্যমে নিজেদের পাপ মোচন করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অর্জন করে তারা সফলকাম। ছাদাক্বাহ প্রদান করলে আল্লাহ সন্তুষ্টি হন এবং তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়।

২. কবরের আযাবের তীব্রতা কমাতে :

কবরের আযাব সত্য। আর কবর হ’ল আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল। যে ব্যক্তি এখানে বেঁচে যাবে সে পরবর্তী সকল স্তরে বেঁচে যাবে। সেই আযাবের তীব্রতা কমাতে ছাদাক্বার ভূমিকা অপরিসীম। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ- ‘নিশ্চয়ই ছাদাক্বাহ কবরবাসীর কবরের আযাবের তীব্রতা কমিয়ে দিবে এবং কিয়ামতের দিনে মুমিন তাঁর ছাদাক্বার ছায়াতলে আশ্রয় পাবে’।[১৬]

জেনে রাখা আবশ্যক যে, যখন কোন ব্যক্তি মারা যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তবে তিনটি আমল ব্যতীত। তার মধ্যে অন্যতম ছাদক্বায়ে জারিয়া।[১৭] এজন্য জীবিত অবস্থায় বেশী বেশী ছাদাক্বাহ করা যরূরী।

৩. কিয়ামতের দিন ছায়া :

বিচার দিবসের কঠিন মুহূর্তে সূর্যের উত্তাপে মানুষেরা দিশেহারা হয়ে পড়বে। কোন উপায় থাকবে না। তখন তার ছাদাক্বা ও ঋণদান মুক্তির বড় মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। তাকে ছায়া দিয়ে বাঁচিয়ে নেবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ ‘যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম কোন ঋণগ্রহীতাকে অবকাশ দেবে অথবা তাকে ক্ষমা করে দিবে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন তার আরশের ছায়া দিবেন। যে দিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না’।[১৮] রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُه- ‘যেদিন আল্লাহ্র ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সেদিন আল্লাহ সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে ছাদাক্বাহ করে যে তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না’।[১৯]

৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তি :

জীবনের সর্বশেষ ও ভয়াবহ শাস্তির স্থান হ’ল জাহান্নাম। সেখানকার ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচার এক অনন্য হাতিয়ার হ’ল ছাদাক্বাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ‘তোমরা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর, এক টুকরো খেজুর দান করে হলেও’।[২০]

রাবী বলেন, নবী (ছাঃ) বললেন, তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। এরপর তিনি পিঠ ফিরালেন এবং মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তিনি এরূপ করলেন তিনবার এমনটি আমরা ভাবছিলাম যে তিনি বুঝি জাহান্নাম সরাসরি দেখছেন। তিনি আবার বললেন, তোমরা এক টুকরো খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। আর যদি মেটাতে না পাও তাহ’লে উত্তম কথার দ্বারা হলেও।

---

১৫. বুখারী হা/১৪১৯; মিশকাত হা/১৮৬৭।

১৬. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪৮৪।
১৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩।
১৮. মুসলিম হা/৭৭০৪; মিশকাত হা/২৯০৪।
১৯. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/২৪২৭; মিশকাত হা/৭০১।
২০. বুখারী হা/১৪১৭।

মহান আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ- الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ‘যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের ন্যায়। যা থেকে সাতটি শিষ জন্মে। প্রত্যেকটি শিষে একশ’টি দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন বহুগুণ বর্ধিত করে দেন। আর আল্লাহ প্রশস্ত দানশীল ও সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর ব্যয় করার পর খোঁটা দেয় না বা কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না’ *(বাক্বারাহ ২/১৬১-২৬২)*।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ‘নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারীগণ এবং যারা আল্লাহকে উত্তম করয দেয়, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান’ *(হাদীদ ৫৭/১৮)*। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَرضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ- وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ- وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ- আবু হুরায়রা (ছাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তা হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরের মূল্য পরিমাণ দান করে। বলাবাহুল্য আল্লাহ হালাল বস্তু ছাড়া কিছু কবুল করে না। তবে আল্লাহ সেই দান তার ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর ঐ দানকে বৃদ্ধি করতে তাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার ঘোড় শাবক পালন করে থাকে। অবশেষে তা এক দিন পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়। আয়েশা হ’তে অন্য বর্ণনায় আছে অবশেষে তা একদিন উহুদ পাহাড় তুল্য হয়ে যায়’।[২১]

রাসূল (ছাঃ) দানশীলদের উপমা দিতে গিয়ে বলেন, وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ. فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ ‘আমি তোমাদেরকে ছাদাক্বাহ করার নির্দেশ দিচ্ছি। ছাদাক্বাকারীর উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাকে শত্রুরা পাকড়াও করে তার ঘাড়ের সাথে হাত বেঁধে ফেলেছে এবং হত্যার জন্য তাকে বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে বলল, আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার সম্পদের কম-বেশী তোমাদের দিচ্ছি। অতঃপর সে মালের বিনিময়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল’।[২২] কৃপণ ঠিকই একদিন মুক্তিপণ দিতে চাইবে যেমন মৃত্যুর সময় অবকাশ চায়। কিন্তু সেদিন তার মুক্তিপণ গ্রহনীয় হবে না।

৫. জোড়া ছাদাক্বা ও জান্নাতের দরজা থেকে আহ্বান :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ نُودِىَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মাল থেকে এক জোড়া আল্লাহ্র পথে দান করবে তাকে জান্নাতের দরজা সমূহ থেকে ডাকা হবে’।[২৩]

অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে কোন মুসলিম বান্দা তার প্রত্যেক প্রকার সম্পদের এক জোড়া আল্লাহ্র পথে ছাদাক্বাহ করবে নিশ্চই জান্নাতের দ্বাররক্ষীগণ তাকে স্বাগতম জানাবেন এবং প্রত্যেকেই তাকে নিজের কাছে যা আছে সেদিকে আহ্বান করবেন। আবু যার (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কিভাবে? নবী (ছাঃ) বললেন, إِنْ كَانَتْ إِبِلاً فَبَعِيرَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ ‘যদি কারো উট থাকে তাহ’লে দু’টি উট দান করবে, আর যদি কারো গরু থাকে তবে দু’টি গরু দান করবে।[২৪]

অন্য বর্ণনায় আছে, مَا مِنْ رَجُلٍ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ" قُلْتُ: وَمَا زَوْجَانِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: عَبْدَانِ مِنْ رَقِيقِهِ، فَرْسَانِ مِنْ خَيْلِهِ، بَعِيرَانِ مِنْ إِبِلِهِ ‘যে ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে দু’টি সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে। জান্নাতের দাররক্ষী দ্রুত তার দিকে ছুটে যায়। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পদ সমূহের দু’টি সম্পদ কি? তিনি বললেন, গোলাম থেকে দু’টি গোলাম, ঘোড়া থেকে দু’টি ঘোড়া এবং উট থেকে দু’টি উট’।[২৫]

শেষকথা : আমার মাল, আমার মাল কিন্তু তা হ’ল ঐটুকু যা আমরা ছাদাক্বাহ করি, খাই ও পরিধান করে থাকি। অতএব আসুন, আল্লাহর পথে বেশী বেশী দান-ছাদাক্বা করে বৃহত্তর মানব কল্যাণে ব্রত হই। আল্লাহ আমাদের সহান হৌন-আমীন।

[লেখক : বি এস সি অনার্স (ভূগোল) সাতক্ষীরা]

২১. বুখারী হা/১৪১০; মিশকাত হা/১৮৮৮।

২২. তিরমিযী হা/৩১০২; আহমাদ হা/১৭২০৯।
২৩. বুখারী হা/১৮৯৭।
২৪. নাসাঈ হা/৩১৯৮; মিশকাত হা/১৯২৪।
২৫. সিলসিলা ছহীহাহ/২২৬০।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগঃ ৩য় পর্যায় (খ)
নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী

স্বীয় লেখনীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেন 'আমার অধিকাংশ লেখনী তাহকীক বা সূক্ষ্ম গবেষণার ভিত্তিতে লিখিত'। এতদসত্ত্বেও তিনি সকল বিদ্বানমন্ডলীকে আহবান জানিয়ে বলেন, 'দ্বীনদার বিদ্বানগণের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, আমার কিতাবের যেসব মাসআলা কিতাব ও সুন্নাতের ছহীহ দলীলের বিরোধী প্রমাণিত হবে, তা যেন উঠিয়ে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারা হয় এবং যেসব মাসআলা কুরআন ও হাদীছের অনুকূল হবে, তা যেন কবুল করা হয়। আমি ইনশাআলাহ আমার প্রতিবাদে খুশী হব। .... বরং ভুল শুদ্ধির সমালোচনাই সকলের নিকটে আমার একান্ত দাবী। আমি প্রত্যেকের ঐ সকল উত্তম কথা যা শরী'আত ও জ্ঞানের অনুকূল, তা কবুল করি। যদিও ঐ ব্যক্তি আমার সমান বা আমার ছোট হৌক না কেন। পক্ষান্তরে যে কথা দলীলের খেলাফ হবে তা কবুল করিয়া যদিও তার সমর্থন কোন বড় আলিম, ফাযিল যোগ্য ব্যক্তি হৌক না কেন'।[১]

তিনি বলেন, 'মূলতঃ কিতাবগুলি আমি আমার নিজের ফায়দা হাছিলের জন্য লিখেছিলাম। কাউকে ফায়েদা পৌছাবার জন্য নয়। তবু কিতাবগুলি অন্যের উপকার এসে গেছে। লেখনীর ব্যাপারে হুকুম ও মাসআলার ব্যাপারে হক-কে বাতিল হ'তে এবং বিশুদ্ধতম বিশুদ্ধ (اصح و صحيح)- কে দুর্বলতম ও দুর্বল (أضعف و ضعيف) হ'তে বাছাই করা। একই সাথে দলীল থেকে প্রমাণিত বিষয়গুলি রায়-এর ভিত্তিতে লিখিত বিষয়গুলি হ'তে পৃথক করা। এর দ্বারা আমরা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ঐসব মুসলমানকে ফায়েদা পৌছানো, যারা কোন প্রকারের গোঁড়ামি (تعصب) ছাড়াই কেবল হক-এর সন্ধনী এবং ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর উপরে চলতে আগ্রহী'।[২]

আহলেহদীছ আন্দোলনে আলামা ছিদ্দীক হাসানের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল হাদীছ ও ফিক্হুল হাদীছেল দুর্লভ বিতাবসমূহের প্রকাশনা ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ। জীবনের প্রথম তিন চতুর্থাংশ চরম দারিদ্রের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হ'লেও ১২৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভূপালের বিধবা রাণী শাহজাহান বেগমের সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহের পর হ'তে তিনি অঢেল সম্পদের মালিক হন। এই সম্পদকে তিনি দ্বীনের তাবলীগের কাজে ব্যয় করেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দ্বীনী কিতাবসমূহ মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ছাপাখানা হ'তে ছাপিয়ে এনে হিন্দুস্থান ও অন্যত্র বিলি করেন। তিনি বলেন যে, আমার অধিকাংশ সম্পদ কিতাব ও সুন্নাতের ইল্মসহ প্রচারের পিছনে ব্যয় হয়ে যায়। আমি প্রতিটি গ্রন্থ এক হাযার কপি ছেপে এনে নিকট ও দূরের সকল দেশে বিলি করেছি। কারু কাছ থেকে কখনও কিতাবের মূল্য নেইনি। আমার সন্তানেরা বহু গ্রন্থ রচনা করেছে'।[৩] অতঃপর রাণী শাহজাহান বেগম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'রাণীর গর্ভে আমার কো সন্তান জন্মেনি। তবে গ্রন্থ প্রকাশনা ও প্রচারণার মাধ্যমে- যা সৌভাগ্যের দিক দিয়ে রক্তের সন্তানের চেয়েও অধিক, সেই সব ভাবগত সন্তানের (أولاد معنوى) সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। যা কেবলমাত্র উচ্চ মর্যাদা ও অবসর পাওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছিল। যদি রাণীর সঙ্গে আমরা বিবাহ না হ'ত, তাহ'লে বাস্তবিকপক্ষে ঐসব দ্বীনী কিতাবসমূহের প্রকাশনা ও প্রচারের কোন সুযোগ আমার হ'ত না'।[৪]

গ্রন্থরচনা ও প্রকশনা ছাড়াও আরব দেশে থেক হাদীছেল বহু কিতাব খরিদ করে এনে তিনি হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ছাপাখানা হ'তে ছাপিয়ে এনে বিপুলহারে বিভিন্ন দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও লাইব্রেরীসমূহে ছিলনা নওয়াব ছাহেবের রচিত বা প্রকাশিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যেতনা।[৫]

বিগত ওলামায়ে দ্বীনের যে সমস্ত কিতাব বহু অর্থব্যয়ে ছাপিয়ে তিনি ফ্রি বিলি করেন, তন্মধ্যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হ'লঃ ১। ছহীহ বুখারীর ভাষ্য 'ফাৎহুল বারী' ২। তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩। ইমাম শাওকানীর 'নায়লুল আওত্বার' প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত তাঁর নিজস্ব রচনার সংখ্যা ছিল বিপুল। মাওলানা আবু ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান নওশাহরাবী স্বীয় বইয়ে নওয়াব ছাবেহের রচিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২২২ খানা কিতাবের তালিকা দিয়েছেন যা সত্যিই বিস্ময়কর।[৬]

গ্রন্থপ্রণয়ন, প্রকাশনা ও সুষ্ঠু বন্টনের ব্যবস্থা ছাড়াও তিনি ইয়াতীম ও ছিন্নমূল ছেলেমেয়েদের জন্য মাদরাসা সুলাইমানিয়া ও মাদরাসা বিলক্বিসিয়াহ, মাদরাসা জাহাংগীরী ও মাদরাসা ছিদ্দীক্বী প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে মৌলবী, আলেম, ফাযেল, মুফতী, মুন্শী ও কাবেল-মোট ছয়টি স্তরের ডিগ্রী দেওয়া হ'ত। তাদেরকে যোগ্যতানুসারে মাসোহারাও দেওয়া হ'ত।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৫।
২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।
৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।
৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২-৬৩।
৫. 'তারাজিম' পৃঃ ২৪৩।
৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫১-৬১।

মাদরাসা ছাড়াও তিনি কয়েটি কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন কুতুবখানা ফায়যে আম, কুতুবখানা মাদরাসা জাহাংগীরী, কুতুবখানা সরকারী, কুতুবখানা ওয়ালাজাহী। শেষোক্ত কুতুবখানাটি মৃত্যুর পূর্বে তিনি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। সেখান থেকে তাঁর পুত্র নওয়াব আলী হাসান খান নিজের অংশের গ্রন্থসমূহ 'নাদ্ওয়াতুল উলামা' লাক্ষ্মৌ-এর জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।[৭] কিছু কিতাব ভূপালের 'নূরমহল' -এর ব্যক্তিগত কুতুবখানায় আছে।[৮]

এতদ্ব্যতীত হাদীছ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি কুরআনের ন্যায় হাদীছ হেফ্য করার জন্য আকর্ষণীয় পুরষ্কারসমূহ ঘোষণা করেন। যেমন- ১। ছাহীহ বুখারী শরীফ হেফ্য করার জন্য এক হাযার টাকা। ২। বুলূগুল মারাম-এর জন্য একশত টাকা। শুধু তাই নয় যারা উক্ত মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন তাদেরকে হেফ্য শেষ হওয়া অবধি মাসিক ত্রিশ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে। যারা এই ব্যাপরে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে দু'জনের নাম পাওয়া যায়। একজন হাফেয হলেন মৌলবী আবদুত্ তাওয়াব গযনবী আলীগড়ী।[৯]

নওয়াব ছাহেব এই ব্যাপক প্রচার ব্যবস্থাপনায় বিরোধী আলিমদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা চক্রান্ত শুরু করে এবং জনগণকে নওয়াবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে গোপন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। নওয়াব ছিদ্দীক হাসান সবকিছু জেনেও কোন প্রতিকার করেননি। বরং নওয়াবী ছেড়ে দেওয়াই নিরাপদ মনে করেন।

দুশমনদের চক্রান্তের কোন জওয়াব তিনি দিতেন না। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি বলেন, 'দুনিয়ার ব্যাপারে আমার দুশমন ছিল। যখন কোন দিক দিয়েই তারা আমার উপর প্রধান্য বিস্তারে সক্ষম হা হয়, তখন চক্রান্তের মাধ্যমে কখনও আমাকে বিষ প্রয়োগের চেষ্ঠা করে। কখনও গোপনে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কখনও জাদুকরদের সাহায্য নিয়ে আমার উপরে জাদু করার চেষ্ঠা করে। কিন্তু তাদের কোন কৌশল যখন সফল হ'ল না, তখন তারা আমার উপরে মাযহাবী তোহমত ও রাজ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগ এনে হাংঙ্গামা শুরু করে দেয়। .... এর পরে আমার পারিবারিক ব্যাপারেও তারা ভিত্তিহীন আজগুবি সব ছড়িয়ে দেয়'।[১০]

'... এই বৎসর ১৩০৫ হিজরীতে এই শহরে (ভূপালে) আমার অবস্থানের মেয়াদ ৩৫ বছর হ'তে চল্ল। কিন্তু ভাল-মন্দ সকলেই যেন আমাকে এড়িয়ে চল্তে চায়। কাউকেই আমি বন্ধু হিসাবে পেলাম না। যদিও আমি কারু প্রতি খারাব ধারণা রাখিনা বা বিদ্বেষ পোষণ করিনা। আমি যেন এখানে কবির কথায়-(خلوت درانجمن وسفر دروطن) 'মজলিসের মধ্যেও একা এবং ঘরের মধ্যেও মুসাফির' অবস্থায় আছি'।[১১] ..... 'হিংসুক ও বিরোধীরা বহুদিন থেকে উর্দূ ও ইংরেজী পত্রিকাসমূহের মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে শত শত গীবত ও তোহমত রটনা করেছে। কিন্তু আমি কোন জওয়াব দেইনি। .....ঐসব শত্রুরা মূলতঃ আমার বন্ধু। তাদের গীবত-তোহমত, গালি-গালাজ ও মিথ্যা প্রচারণা ইন্শাআল্লাহ আমার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হদে মাগফিরাতের কারণ হবে'।[১২]

জীবনের তিন চতুর্থাংশ সময় চরম দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান ছিলেন চরম ত্যাগ ও ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক। পিতার মৃত্যুর পরে বড় ভাইয়ের কাচ থেকে পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হ'তে মাহরূম হয়ে ও একইসাথে বিধবা মা ও ছোট বোনদের যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মাত্র ২৪ বছরের এই বেকার মুত্তাক্বী আলিমের অবস্থা কি হ'তে পারে সহজেই অনুমান করা চলে। পরবর্তীতে বৈবাহিক জীবনে প্রথম স্ত্রী ও তার পক্ষের সন্তানদের কাছ থেকে আমৃত্যু নিষ্ঠুর ব্যবহারে অতিষ্ঠ আল্লামা ছিদ্দীক হাসান 'আহলেহাদীছ' হওয়ার অপরাধে (?) সামাজিক জীবনেও ছিলেন বিরোধীদের চরম হিংসা ও বিদ্বেষের শিকার। বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ এই মানুষটি তাঁর ৫৮ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভূপালে ৩৭ বছর চরম বিরোধী পরিবেশে কালাতিপাত করেন। তার মধ্যে বছর নওয়াবীর গুরুদায়িত্ব বহনের মত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যস্ততার মধ্যে প্রায় সোয়া দু'শো ছোট বড় মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা হওয়া সত্যিই অলৌকিক ব্যাপার বৈ-কি। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, অপরিমেয় মেধা গভীর ধৈর্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সর্বোপরি আল্লাহ্র বিশেষ একত্রিত হ'লেই কেবল এটা সম্ভব হ'তে পারে।

লেখক ও রাজনীতিক হওয়ার সাথে সাথে কুরআন ও হাদীছে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য সমসাময়িক আলিম সমাজের ঈর্ষার কারণ ছিল। পান্ডিত্য অর্জনের চাইতে ইল্মে হাদীছের প্রচার ও প্রসারেই তাঁর অধিক মনোযোগ ছিল। যার কারণে আলিমদের খান্কাহ থেকে বের হয়ে কুরআনের তাফসীর ও হাদীছ জনসাধারণের নাগালের মধ্যে এসে যায়। বলা চলে যে, এটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তিনি সাথে সাথে উঁচুদরের কবিও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় তাঁর লিখিত 'আল-ক্বাছীদাতুল আম্বারিয়াহ' (القصيدة العنبريـــة) এব্যাপারে উল্লেখের দাবী রাখে।[১৩] *(চলবে)*

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩৫২-৩৫৬)]

৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৬-৪৭।
৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬১।
৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭।
১০. 'মিনার' পৃঃ ১১৫-১৬।
১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭।
১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭১-১৭৩, ২৩৯।
১৩. 'তারাজিম' পৃঃ ২৪১।

Contents

আহলেহাদীছ-এর রাজনীতি : ইমারত ও খেলাফত

- প্রফেসর হাফেয আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী

[অধ্যাপক হাফেয আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী পাকিস্তানের একজন খ্যাতিমান আলেম, মাসলাকে আহলেহাদীছ-এর অনেক বড় দাঈ ও মুবাল্লিগ ছিলেন। তিনি ১৯২৪ সালের দিকে পূর্ব পাঞ্জাবের আম্বালা যেলার রোপাড় তহসিলের ডুগরী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী নূর মুহাম্মাদ অত্যন্ত সৎ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তি ছিলেন। দেশ বিভাগের অনেক আগেই বাহাওয়ালপুরী 'জামে'আ তা'লীমুল ইসলাম' (মামূঁকাঞ্জন)-এর খ্যাতিমান শিক্ষকদের নিকট থেকে ইলমে দ্বীন হাছিল করেন। হাফেয আব্দুল্লাহ রোপড়ী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন রোপড়ী তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদগণের অন্যতম ছিলেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গ্রাজুয়েশন করেন। পরবর্তীতে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজে এম.এ. করেন। তিনি ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় দক্ষ ছিলেন। দেশ বিভাগের সময় তিনি ৯০ হাযার লোকের বিশাল কাফেলা নিয়ে পাকিস্তানে হিজরত করেন। এ সময় তিনি একশ' গ্রামের আমীর ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি বাহাওয়ালপুরের এস.ই. কলেজে লেকচারার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি হিজরত করে পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে এসে মুহাজির কলোনীতে তার বাড়ীর একটা অংশকে মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেন এবং সেখানে জুম'আ ও জামা'আত কায়েম করেন। এভাবে তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই আহলেহাদীছ মসজিদ তৈরী করেছেন এবং জামা'আত কায়েম করেছেন। তিনি মন-মেযাজে, মেধা-মননে, চিন্তা-চেতনায়, গোপনে-প্রকাশ্যে একজন সাচ্চা আহলেহাদীছ ছিলেন। বাহাওয়ালপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তিনি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাঁর দাওয়াতে হাযার হাযার মানুষ সঠিক পথের দিশা পেয়েছে। বহু মানুষ তাক্বলীদের বন্ধন ছিন্ন করে কুরআন ও হাদীছের অনুসারী হয়েছে। পাকিস্তানের প্রফেসর যাফর ইকবাল সালাফী তাঁর দাওয়াতেই ব্রেলভী ও নকশবন্দী তরীকা ছেড়ে আহলেহাদীছ হন। আহলেহাদীছ মাসলাকের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি সরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ অবলীলায় হাতছাড়া করেন। অত্যন্ত সাধাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হাফেয আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী ১৪১১ হিজরীর ৬ই শাওয়াল মোতাবেক ১৯৯১ সালের ২১শে এপ্রিল রবিবার দুপুর ১২-টার দিকে ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। পাকিস্তানের খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম ও মুহাক্কিক মাওলানা এরশাদুল হক আছারী তাঁর জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। বহু মানুষ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। বাহাওয়ালপুরে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫০টি। তন্মধ্যে তাক্বলীদ কে খওফনাক নাতায়েজ, আহলেহাদীছ কে লিয়ে দাওয়াতে ফিকর ওয়া আমল, হাম নামায মে রাফউল ইয়াদায়েন কিঁউ করতে হ্যাঁয়, খুতবাতে বাহাওয়ালপুরী (৫ খণ্ড), রাসাইলে বাহাওয়ালপুরী' অন্যতম {প্রফেসর হাফেয আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী, খুত্বাতে বাহাওয়ালপুরী (ফায়ছালাবাদ, পাকিস্তান : মাকতাবায়ে ইসলামিয়াহ, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭), ১২-৩০ পৃ.}]।

ইসলামী সমাজে আমীর থাকা দ্বীনের ওয়াজিব বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلاَيَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، بَلْ لاَ قِيَامَ لِلدِّيْنِ وَلاَ لِلدُّنْيَا إِلاَّ بِهَا، فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لاَ تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إِلاَّ بِالْاِجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الاِجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ- وَقَالَ : لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ- فَأَوْجَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الاِجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ تَنْبِيهًا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الاِجْتِمَاعِ-

'এটি জেনে রাখা ওয়াজিব যে, আমীর নির্ধারণ করা দ্বীনের বড় ওয়াজিব সমূহের অন্যতম। বরং ইমারত ছাড়া দ্বীন ও দুনিয়ার কোন অস্তিত্বই থাকে না। কেননা মানব সম্প্রদায় তাদের পরস্পরের প্রয়োজন সমূহ পূর্ণ করতে পারে না, সমাজ ব্যতীত। আর অবশ্যই সমাজের জন্য একজন নেতা প্রয়োজন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের তিনজন যখন সফরে বের হবে, তখন তাদের মধ্যে একজনকে যেন নেতা নির্বাচন করে' *(আবুদাঊদ হা/২৬০৮)*। তিনি আরও বলেন, 'কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয় তাদের মধ্যে একজনকে 'আমীর' নিযুক্ত না করা পর্যন্ত' *(আহমাদ হা/৬৬৪৭)*। সফরের সাময়িক ও অল্প সংখ্যক সাথীদের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচনের আদেশ দানের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) সমাজের অন্য সকল ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উম্মতকে তাকীদ করেছেন।[১]

আর ইক্বামতে দ্বীন ব্যতীত মুসলমান মুসলমান নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ- (المائدة ٦٨)-

'তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কোন কিছুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইনজীল ও যে কিতাব (কুরআন) তোমাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা কায়েম করবে' *(মায়েদাহ ৫/৬৮)*। অর্থাৎ তোমাদের কোন দ্বীন ঈমান নয়, যতক্ষণ না তোমরা দ্বীন কায়েম করবে।

মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া তার জীবন যাপন করা কঠিন। আর মানুষের সংঘবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমেই সমাজ গড়ে ওঠে। যেখানেই কিছু মানুষ একত্রিত হবে, সেখানে তাদের একজনের আরেকজনের নিকট প্রয়োজন পড়বে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে। যার জন্য ইমারতের নিয়ম-নীতি যরূরী। এজন্যই তিনজন ব্যক্তি যখন সফরে থাকবে তখনও তাদের মধ্যে আমীর নির্ধারণের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন।

১. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৩৯০।

বরং মুসনাদে আহমাদে তো এ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, ‘কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয় তাদের মধ্যে একজনকে ‘আমীর’ নিযুক্ত না করা পর্যন্ত’ *(আহমাদ হা/৬৬৪৭)*। অর্থাৎ জঙ্গলে ও সফরেও তিনজন ব্যক্তির আমীর বিহীন থাকা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিনজন ব্যক্তির মধ্য থেকেও একজনকে আমীর নির্ধারণ করাকে ওয়াজিব আখ্যা দেয়া প্রমাণ করে যে, (সফরে হৌক বা মুক্বীম অবস্থায় হৌক) যেখানেই কিছু মুসলমান থাকবে, সেখানেই তারা অবশ্যই তাদের জন্য একজনকে ‘আমীর’ নির্ধারণ করবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ যেটি দ্বীনের অন্যতম ওয়াজিব বিষয় সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, সেটাও আমীর ব্যতীত হতে পারে না। জিহাদ যেটা ইসলামের রূহ বা প্রাণ, এটাও আমীর ব্যতীত সম্ভব নয়। মোটকথা আমীর মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমীর ব্যতীত সঠিক ইসলামী সমাজ কায়েমই হ’তে পারে না। যে জামা‘আতে আমীর নেই সেই জামা‘আতের উদাহরণ হল ঐ লাশের মতো যার মাথা নেই। মাথা ছাড়া যেমন দেহ থাকে, সেরূপই অবস্থা আমীর বিহীন জামা‘আতের। ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তো মুসলমানদের একদিনও আমীর বিহীন জীবন অতিবাহিত করা উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু হ’লে সর্বাগ্রে খলীফা নির্বাচন করা হয়। এরপর অন্য কাজ হয়। এমনকি তাঁর কাফন-দাফনও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরে হয়। এদিকে ছাহাবীদের যারা আমাদের পূর্বসূরী ও প্রথম আহলেহাদীছ তাদের অবস্থা এই যে, তাঁরা আমীর বিহীন একটি রাতও অতিবাহিত করতেন না। অন্যদিকে আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা আমীর ছাড়াই সারা জীবন অতিবাহিত করছি। এজন্যই তো বলা হয়, আহলেহাদীছ তো ছাহাবীগণ ছিলেন। যাদের প্রত্যেকটা আমল হাদীছ অনুযায়ী ছিল। যাদের নিকটে ইমারতের নিয়ম-নীতি এত যরূরী ছিল যে, আমীর ব্যতীত একদিন অতিবাহিত করাকে তারা হারাম মনে করতেন। এজন্য আমরা যদি আহলেহাদীছ হ’তে চাই, তাহ’লে আমাদেরকেও ছাহাবীগণের আদর্শের উপর চলে যেখানেই আমরা থাকি দ্রুত আমাদের আমীর নির্ধারণ করা উচিত। যাতে আমাদের জীবন হারাম না হয়ে যায় এবং আমীরের অধীনে জীবন অতিবাহিত হয়। যেমনটা শরী‘আতের নির্দেশ।

যেমন আমীর নির্ধারণ করা ফরয এবং আমীর ব্যতীত কোন জামা‘আতী যিন্দেগী নেই। তেমনি আমীরের আনুগত্য করা ফরয। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত তাকীদ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল’।[২] তিনি আমীরের আনুগত্যকে নিজের আনুগত্য এবং আমীরের অবাধ্যতাকে নিজের অবাধ্যতা বলে অভিহিত করেছেন *(মুসলিম হা/১৮৩৫)*। তিনি বলেছেন, ‘যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তোমরা তার কথা শোন ও মান্য কর’ *(মুসলিম হা/১২৯৮)*।

তিনি আরও বলেছেন, ‘প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সব বিষয়ে (নেতার আদেশ) শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা অপরিহার্য। যতক্ষণ না আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। যখন আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে, তখন আমীরের কথা শ্রবণ ও তার কোন আনুগত্য নেই’ *(বুখারী হা/৭১৪৪)*।

আলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল সৎকর্মে’।[৩] নাওয়াস বিন সাম‘আন (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ‘স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই’।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমীরের আনুগত্যের উপর জোর দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে এমন কিছু দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল অতঃপর মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল’।[৫]

তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য হ’তে বেরিয়ে যায় ও জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অতঃপর মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে’।[৬]

আমীরের আনুগত্য এত যরূরী যে, তিনি বলেছেন, أَلاَ مَنْ وَلِىَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِى شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِى مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ– ‘সাবধান! কারো উপর যদি কোন শাসক নিযুক্ত হয়। অতঃপর সে যদি শাসককে আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কোন কাজ করতে দেখে, তখন সে যেন তার আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজকে ঘৃণা করে এবং অবশ্যই আনুগত্যের হাত গুটিয়ে না নেয়’।[৭] এর দ্বারা প্রমাণিত হ’ল যে, আমীর যদি খারাপও হয় তবুও প্রত্যেক নেকীর কাজে তার নির্দেশ মানতে হবে। অবশ্যই তার গোনাহকে খারাপ জানতে হবে এবং গোনাহের কাজ সমূহে তার আনুগত্য করা যাবে না। এছাড়া তার অন্য সব নির্দেশ মেনে নিতে হবে।

আফসোস তো এই যে, গণতন্ত্রপন্থী আহলেহাদীছরাও নিজেদের সংগঠনে সভাপতিকে আমীরের নাম দিয়েছে। যেটা সরাসরি ধোঁকা। আসলে সে আমীর হয় না। কোথায় শারঈ সংগঠনের আমীর আর কোথায় গণতন্ত্রের সভাপতি। কোথায় আল্লাহ প্রদত্ত ইমারত আর কোথায় দুনিয়াবী সভাপতি।

২. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১।

৩. বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৬৫।
৪. শারহুস সুন্নাহ হা/২৪৫৫; আহমাদ হা/১০৯৫; মিশকাত হা/৩৬৯৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৫২০।
৫. বুখারী হা/৭০৫৪; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮।
৬. মুসলিম হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৩৬৬৯।
৭. মুসলিম হা/১৮৫৫; মিশকাত হা/৩৬৭০।

Contents

শারঈ সংগঠনের আমীরের আনুগত্যকে তো কুরআন মাজীদও ফরয আখ্যা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর' *(নিসা ৪/৫৯)*। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সভাপতির আনুগত্যকে স্বয়ং গণতন্ত্র এবং তার সভাপতি যরূরী আখ্যা দেয় না। গণতন্ত্রের সভাপতির সম্পর্ক স্রেফ দল বা রাজনীতির সাথে হয়। তিনি শুধু রাজনীতির ময়দানেই আমীর হন। জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু শারঈ আমীর পুরা জীবনের তত্ত্বাবধায়ক হন। তার জন্য ফরয হ'ল, ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী নিজের জামা'আতের এমন চরিত্র গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ঠিক হয়ে যায়।

গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হন না। কেননা তার দলের সকল সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন। ফলে তারা প্রেসিডেন্টের অনুগত হন না। বরং তারা সর্বদা প্রেসিডেন্টের জন্য মাথাব্যথা হয়ে থাকেন। কারণ সকল ক্ষমতা সেক্রেটারী অথবা প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকে। প্রেসিডেন্ট বেচারা তো একজন অক্ষম সদস্যের মতো হয়ে থাকেন।

পক্ষান্তরে শারঈ আমীর সম্পূর্ণরূপে নিজেই কর্তৃত্বশীল হন। তিনি পরামর্শ করে যাকে ইচ্ছা পদ দেন। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকেন। কারো অনুগত হন না। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক ও হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হ'লে কেউ তাদের সেক্রেটারী বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। তারা যাকে ইচ্ছা নেতা বানাতেন। যাকে ইচ্ছা সরিয়ে দিতেন। শারঈ আমীরের পরে কারো কোন মতামত থাকত না। সব পদাধিকারী তার নিয়োগপ্রাপ্ত এবং তার অনুসারী হয়। এজন্য আহলেহাদীছদের বর্তমান আমীরদেরকে শারঈ আমীর বলতে পারি না। আর না তাদের আনুগত্য ফরয। কেননা তারা কুফরী গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অধীনে আমীর হয়েছেন। তাদের সংগঠনও শরী'আতসম্মত নয়, গঠনতন্ত্রও শরী'আতসম্মত নয়। যেটা একজন প্রকৃত আহলেহাদীছের কাছেও গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না।[৮]

হে আহলেহাদীছগণ! এটা কি আফসোসের বিষয় নয় যে, ছাহাবীগণও আহলেহাদীছ ছিলেন এবং আমরাও আহলেহাদীছ। কিন্তু আমাদের ও তাদের মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব। ছাহাবীগণের মাঝে আত্মসম্মানবোধ ছিল, দ্বীনী আগ্রহ ছিল। আমরা এসকল গুণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। ছাহাবায়ে কেরাম দ্বীনী জোশে পাগলপারা ছিলেন। তারা ইসলামের জন্য জীবন দিতেন। আমরা দুনিয়াদার। আমরা গদির জন্য মরি এবং বাতিলের কাছে মাথা নত করি। এ সকল পার্থক্য স্রেফ এ কারণে যে, ছাহাবায়ে কেরাম ইসলামের ফসল ছিলেন। আর আমরা গণতন্ত্রের ফসল।[৯]

এখন হিজরী চতুর্দশ শতক শেষ হয়ে গেছে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে। ইসলাম বিকশিত হচ্ছে এবং শেষাবধি তাকে বিকাশমান থাকতে হবে। আমরা যদি এখনো না জাগি এবং নিজেদের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন না রাখি, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন না। আল্লাহ এই কাজ অন্য কারো দ্বারা নিবেন। আর তখন আমরা আফসোস করতে থাকব। মহান আল্লাহ বলেন,وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এরপর তারা তোমাদের মত হবে না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*।

বাগদাদের পতনের পর আল্লাহ ইসলামকে নিশ্চিহ্নকারীদের দ্বারাই ইসলামের কাজ নিয়েছেন। তাতার যারা ইসলামের দুশমন ছিল, তারাই ইসলামের পাহারাদার হয়ে গেছে। এজন্য হে আমার ভাই! উঠো। নিজের মর্যাদাকে বুঝ। নিজের দায়িত্বকে পুরা কর। আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে তোমার মর্যাদা হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিনিধি হওয়া। তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তরাধিকারী। নিজের আমল দ্বারা প্রমাণ করো যে, আহলেহাদীছরাই প্রকৃতপক্ষে রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তরাধিকারী। এরাই বিশুদ্ধভাবে ইসলামের উপর আমলকারী।

ইক্বামতে দ্বীন আমাদের কাজ। এজন্য তাবলীগও করো, জিহাদও করো। এটাই আহলেহাদীছদের ফরয দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত আহলেহাদীছ হওয়ার তাওফীক দিন এবং কুফরীর ফিতনা সমূহ থেকে বাঁচান। -আমীন ইয়া রব্বাল 'আলামীন!

॥ অমা 'আলায়না ইল্লাল বালাগ ॥

[হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'শারঈ ইমারত' বই থেকে সংকলিত, পৃষ্ঠা ৩৪-৪১]

---

৮. কথাটি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা খলীফাগণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। তাঁদের অত্যন্ত যোগ্য ও আল্লাহভীরু একটি করে মজলিসে শূরা ছিল। যাদের পরামর্শক্রমে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতেন। আধুনিক পরিভাষায় তাদের মধ্য থেকে কাউকে সাধারণ সম্পাদক বা অন্য কোন নামে দায়িত্ব বণ্টন করা হয় মাত্র। এর মধ্যে ইসলাম ও কুফরের কোন সম্পর্ক নেই। *-(সম্পাদক)*।

৯. ফিরক্বা নাজিয়াহ ছেড়ে হক্ব-বাতিল না বুঝে বিভিন্ন দলে যোগ দেয়া বা নতুন দল গড়ার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী মূলক নিম্নোক্ত হাদীছটি স্মরণ রাখুন! আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ... 'যে ব্যক্তি আনুগত্য হ'তে বেরিয়ে যায় ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অতঃপর মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে। আর যে ব্যক্তি এমন পতাকাতলে যুদ্ধ করে, যার হক ও বাতিল হওয়া সম্পর্কে তার স্পষ্ট জ্ঞান নেই। বরং সে দলীয় প্রেরণায় ক্রুদ্ধ হয়, দলীয় প্রেরণায় লোকদের আহ্বান করে ও দলীয় প্রেরণায় মানুষকে সাহায্য করে, অতঃপর নিহত হয়। এমতাবস্থায় সে জাহেলিয়াতের উপর নিহত হয়'... *(মুসলিম হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৩৬৬৯)*।
যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ 'তারা নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে অন্যদের পাপের বোঝা। আর তারা যেসব মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে বিষয়ে ক্বিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদের প্রশ্ন করা হবে' *(আনকাবূত ২৯/১৩)*। *-(সম্পাদক)*।

Contents

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-মাটির সৃষ্টি না নূরের সৃষ্টি : একটি পর্যালোচনা

-আহমাদুল্লাহ

ভূমিকা : নবী (ছাঃ) নূরের তৈরী-মর্মে আক্বীদা পোষণকারী ভাইদের পক্ষ হ'তে কতিপয় দলীল পেশ করা হয়ে থাকে। তাদের বক্তব্য হ'ল- মুহাম্মাদ (ছাঃ) মাটির সৃষ্টি হ'তেই পারেন না। নিঃসন্দেহে এটি একটি ভ্রান্ত আক্বীদা। যার কোন অস্তিত্ব ইসলামে নেই। তারা তাদের দাবীর পক্ষে যে সকল দলীল উপস্থাপন করে থাকে সেগুলি কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়। নিম্নে দলীলগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ হ'ল।-

দলীল-১: মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ 'তোমাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে 'নূর' ও 'স্পষ্ট গ্রন্থ' এসেছে' *(মায়েদা ৪/১৫)*।

জবাব : কুরআনের সব চেয়ে বড় মুফাসসির হ'লেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তিনি 'নূর' শব্দটি দ্বারা কুরআনকে উদ্দেশ্য করেছেন।

(ক) মহান আল্লাহ বলেন,

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

সুতরাং যে সকল লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সেই নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে নাযিল করা হয়েছে। তারাই হ'ল সফলকাম *(আরাফ ৭/১৫৭)*।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) বলেছেন, (ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن) 'তাঁকে সাহায্য করেছে 'এবং সেই নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে নাযিল করা হয়েছে'- অর্থাৎ কুরআন' *(তাফসীরুল জালালাঈন (দারুল হাদীছ (মিছর, ১ম সংস্করণ) পৃঃ ২১৭)*।

(খ) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ-

'আর ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি। আর আল্লাহ তা জানেন যা তোমরা করে থাক' *(তাগাবুন ৬৪/৮)*।

এখানে নূর দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। তার মানে কি এই যে, কুরআনের প্রতিটি হরফ, আয়াত, সূরা, কাগজ বা পাতা নূরের সৃষ্টি? না, এই ধারণা করা যাবে না। বরং কুরআনের প্রতিটি বর্ণ বা হরফ, আয়াত ও সূরা আমাদের জন্য আলোর দিশারী। তাই একে নূর বলা হয়েছে।

(গ) মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا-

'হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হ'তে স্পষ্ট দলীল এসেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি 'স্পষ্ট নূর' নাযিল করেছি' *(নিসা ৪/১৭৪)*।

উপরোক্ত তিনটি আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, আল্লাহ এখানে নূর দ্বারা কুরআনুল কারীমকে বুঝিয়েছেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নয়।

দলীল-২ : হাদীছে এসেছে,

قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره-

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাবের (রাঃ) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার উপরে কুরবান হোক। আমাকে সংবাদ দিন যে, কোন বস্তুটি আল্লাহ সকল বস্তুর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন, হে জাবের! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নূর হতে তোমার নবীকে সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছেন' *(তাহেরুল ক্বাদরী, মীলাদুন্নবী (ছাঃ) পৃঃ ১১১)*।

জবাব : কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তাহেরুল ক্বাদরী ছাহেব হাদীছটি নিয়ে আসেননি। তিনি ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহঃ)-এর নাম উল্লেখ করেছেন ইমাম ক্বাসত্বালানীর উদ্ধৃতি দিয়ে। কিন্তু নিজে সরাসরি এর কোন সনদ উল্লেখ করেন নি। এমনকি ইমাম আব্দুর রাযযাক (রহঃ) লিখিত কোন গ্রন্থের বরাতও উল্লেখ করতে সক্ষম হন নি। সুতরাং এটি জাল বর্ণনা, যার কোনই গ্রহণযোগ্যতা নেই।

দলীল-৩ : হাদীছে এসেছে,

إن الله تبارك وتعالي خلق نور محمد صلي الله عليه وسلم-

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নূরকে সৃষ্টি করেছেন'।

জবাব : ভিত্তিহীন বর্ণনা। এর কোন সনদ আমাদের জানা নেই। ইমাম মুসলিম (রহঃ) লিখেছেন,

الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ-

Contents

'সনদ হ'ল দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ না থাকত তবে যার যা মন চাইত সে তাই বলত' *(মুসলিম, মুক্বাদ্দামা ১/১৫)*।

দলীল-৪: রাসূল (ছাঃ) বলেন,

قال صلي الله عليه و سلم أول ما خلق الله نوري ومن نوري خلق كل شيء-

মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর আমার নূর থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন *(তাহেরুল কাদরী, মীলাদুন্নবী (ছাঃ) পৃঃ ১২৩)*।

জবাব : এটিও ভিত্তিহীন, যার কোন অস্তিত্ব হাদীছ গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তর্কসাপেক্ষে হাদীছটি সাময়িকভাবে মেনে নিলে মানুষ, পশু-পাখী, নোংরা-আবর্জনা, সবই রাসূলের নূর দ্বারা তৈরী প্রমাণিত হয়ে যায় *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

দলীল-৫ : রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أنا نور من نور الله-

'(আমি) আল্লাহ্র নূর হ'তে এসেছি' *(বিস্তারিত দেখুন : ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ৩/১০)*।

জবাব : এটিও ভিত্তিহীন। এর কোন সনদ আমরা অবগত হতে পারি নি। বিদ'আতী বক্তাদের মুখেই কেবল শ্রবণ করা যায় মাত্র। এ ব্যাপারে মুফতী মুবাশ্বির আহমাদ রব্বানী বলেছেন, যে ব্যক্তি এই রেওয়ায়াতটির বিশুদ্ধতার দাবীদার তিনি মুহাদ্দিছদের কায়েদা মোতাবেক এর একটি মাত্র ছহীহ সনদ পেশ করুক। আজ পর্যন্ত কেউ এর একটিও ছহীহ সনদ পেশ করতে সক্ষম হন নি *(আহকাম ও মাসায়েল পৃঃ ৬১)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেছেন, هو نور من نور الله الذاتي ليس هذا الاعتقاد صحيحا؛ لأنه مخالف للقـــرآن বরং তিনি আল্লাহর সত্ত্বাগত নূর হতে এসেছেন-মর্মে আক্বীদা পোষণ করা সঠিক নয়। কেননা তা কুরআন বিরোধী আক্বীদা *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ৩/১০)*।

দলীল-৬ : 'এক রাতে আয়েশার সূঁচটি হাত থেকে পড়ে যায়। এরপর নবীর নূরে সেটি দৃষ্টিগোচর হয়...'।

জবাব : ভিত্তিহীন। এর কোন সূত্র বিদ্যমান নেই।

দলীল-৭ : হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خُلِقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ نُورٍ 'আমি ও আলী নূর হ'তে সৃষ্ট...' *(ইবনুল জাওযী, আল-মাউযূআত ১/৩৪০)*।

জবাব : বানোয়াট বক্তব্য।

(ক) ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেছেন, 'এটা জা'ফর বিন আহমাদ তৈরী করেছেন। আর তিনি রাফেযী ছিলেন, হাদীছ বানাতেন। ইবনে আদী বলেছেন, আমরা নিশ্চিৎরূপে বলতাম যে, তিনি হাদীছ জাল করতেন *(আল-মাওযূআত ১/৩৪০)*।

(খ) তালখীছু কিতাবিল মাওযূআত গ্রন্থে আছে, 'জাফর বিন আহমাদ রাফেযী এবং হাদীছ জালকারী ছিলেন' *(হা/২৪২)*।

(গ) ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেছেন, 'এটা জাফর বানিয়েছেন। এবং তিনি রাফেযী ও হাদীছ জালকারী ছিলেন' *(আল-লাআলী আল-মাছনূআহ ১/২৯৪)*।

দলীল-৮ : রাসূল (ছাঃ) বলেন,

خَلَقَنِي اللَّهُ مِنْ نُورِهِ، وَخَلَقَ أَبَا بَكْرٍ مِنْ نُورِي، وَخَلَقَ عُمَرَ مِنْ نُورِ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلَقَ أُمَّتِي مِنْ نُورِ عُمَرَ، وَعُمَرُ سِرَاجُ أَهْلِ الْجَنَّةِ-

'আল্লাহ আমাকে তার নূর হ'তে সৃষ্টি করলেন। এরপর তিনি আবূ বকরকে আমার নূর হ'তে সৃষ্টি করলেন। তারপর তিনি আবূ বকরের নূর হ'তে ওমরকে সৃষ্টি করলেন এবং আমার উম্মতকে ওমরের নূর হ'তে সৃষ্টি করলেন। আর ওমর হ'লেন জান্নাতবাসীদের বাতি স্বরূপ' *(তানযীহুশ শারী'আহ হা/২৫)*।

জবাব : এটি জাল বর্ণনা। ইমাম ইবনুল আর্রাক্ব (রহঃ) বলেছেন, وَقَالَ أَبُو نعيم هَذَا بَاطِل، أَبُو معشر والهيثم وَأَبُو شُعَيْب متروكون 'আবূ নু'আইম বলেছেন, এটা বাত্বিল। আবূ মাশার, হায়ছাম ও আবূ শুআইব- তিনজনই পরিত্যাক্ত *(ঐ)*। চার নম্বর দলীলে বলা হয়েছে যে, সব কিছুই নবীর নূর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে যে, আমার উম্মতকে ওমরের নূরের হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে। দু'টিই পরস্পর বিরোধী বক্তব্য।

দলীল-৯ : রাসূল (ছাঃ) বলেন,

الأُرْزُ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الأُرْزِ خَلَقْتُ الأُرْزَ مِنْ بَقِيَّةِ نُورِي

চাউল আমার হতে, আর আমি চাউল হতে সৃষ্ট। আমি আমার অবশিষ্ট নূর হতে চাউলকে বানিয়েছি... *(ত্বাহের পাটনী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/১৪৭)*।

জবাব : এটা বানোয়াট। আল্লামা তাহের পাটনী (রহঃ) বলেছেন, এটি মাওযূ বা বানোয়াট *(ঐ)*।

দলীল-১০ : রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ-

'আমার মা দেখলেন যে, তার মধ্য থেকে নূর বের হয়েছে যা শামের প্রাসাদগুলিকে আলোকিত করে দিয়েছে' *(মুসনাদে আহমাদ হা/১৭১৬৩; মিশকাত হা/৫৭৫৯)*।

জবাব : হাদীছটি ছহীহ। তবে তার অর্থ এই নয় যে, কোন কিছু আলো ছড়ালেই তা নূরের সৃষ্টি হয়ে যাবে। যেমন বাতি আমাদেরকে আলো তথা নূর দিয়ে থাকে। তার মানে এই নয় যে, বাতি, মোমবাতি ইত্যাদি বস্তুগুলি নূরের সৃষ্ট।

দলীল-১১ : হাদীছে এসেছে, إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ রাসূল (ছাঃ) যখন কথা বলতেন তখন তাঁর দাঁতের মধ্য হ'তে আলোর ছটা বের হ'ত' *(সুনানে দারেমী হা/৫৯; আল-*

মুজামুল আওসাত্ব হা/৭৬৭; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ হা/৩৬৪৪; মিশকাত হা/৫৭৯৭)।

জবাবঃ

(ক) আলবানী (রহঃ) খুবই যঈফ বলেছেন *(মুখতাছারুশ শামায়েল হা/১৩; যঈফাহ হা/৪২২০)*।

(খ) হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) বলেছেন, 'অত্যন্ত যঈফ। উপরোক্ত বর্ণনাটির প্রধান রাবী আব্দুল আযীয বিন আবূ ছাবেত ইমরান আয-যুহরী আল-মাদানী খুবই সমালোচিত ও পরিত্যক্ত ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, তিনি মুনকারুল হাদীছ। তার বর্ণিত হাদীছ লেখা যাবে না' *(বুখারী, কিতাবুয যুআফা হা/২২৫)*।

মুনকারুল হাদীছ রাবী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, 'যাকে মুনকারুল হাদীছ বলা হয় তার হতে আমি বর্ণনা গ্রহণ করার প্রবক্তা নই' *(আত-তারীখুল আওসাত্ব ২/১০৭)*।

এর দ্বারা ঐ রাবী উদ্দেশ্য যিনি জমহূর মুহাদ্দিছদের নিকটে সমালোচিত ও মুনকারুল হাদীছ *(যুবায়ের আলী যাঈ, তাহক্বীক্ব শামায়েলে তিরমিযী হা/১৫, পৃঃ ৬৯)*।

নবী (ছাঃ) মাটির সৃষ্টি : আল্লাহ তাআলা নবীকে বাশার বলে উল্লেখ করেছেন *(কাহফ ১৮/১১০)*। আর বাশারকে তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন মর্মে ঘোষণা করেছেন *(হিজর ১৫/২৮; ছা-দ ৩৮/৭০)*। অতএব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আল্লাহ বাশারকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। নূর দিয়ে নয়।

উপসংহার : উপরোক্ত এগারোটি দলীলের পর্যালোচনা দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, নবী (ছাঃ) নূরের সৃষ্টি মর্মে পেশকৃত কোন দলীলই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এটি একটি বিদ'আতী আক্বীদা যা থেকে বেঁচে থাকা যরূরী। কেননা মুহাম্মাদ (ছাঃ) আদম সন্তান হিসাবে রক্তমাংসের মাটির মানুষ। যা উপরোক্ত আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক আক্বীদা পোষণ করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

[লেখক : প্রশিক্ষণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, সৈয়দপুর উপযেলা, নীলফামারী]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	**৬ষ্ঠ**	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	**৭ম**	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	**৮ম**	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	**৯ম**	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	**১০ম**	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায়

-মফীযুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

দৃষ্টিশক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব :

ইউনেস্কোর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মানুষ তার ৯০% কল্যাণ বা অকল্যাণ লাভ করে থাকে দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে। দৃষ্টিশক্তিই সকল অঘটন ঘটানোর অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। পর্ণোগ্রাফীর কারণে যত পাপ সংঘঠিত হয় তার মূল দায়ী চোখ। কারণ সর্বপ্রথম চোখই অনলাইনে বা মিডিয়া ছড়িয়ে থাকা জঞ্জাল দেখে ও অন্তরে কামন-বাসনা সৃষ্টি করে এবং শরীরের বাকী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যভিচারের মত অশ্লীল পথ বেছে নেয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ-وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا– ‘তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত’ *(নূর ২৪/৩০-৩১)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ – ‘লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, চক্ষু অবনত রাখবে এবং হাতকে সংযত রাখবে’।[১] রাসূল (ছাঃ) কুদৃষ্টিকে চোখের যেনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য যেনার কিছু অংশ নির্ধারণ করেছেন। যা সে অবশ্যই করবে। চোখের যেনা হ’ল অবৈধভাবে কারোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া।[২] অতএব টিভি, ইন্টারনেট, ফেসবুক ও ইউটিউবে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন নগ্ন-অর্ধনগ্ন, যৌন উত্তেজনাকর দৃশ্য দেখা চোখের যেনা। লাখো যুবক-যুবতী চোখের যেনা করছে এরই মাধ্যমে। এজন্য পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন থেকে বাঁচার প্রধান মাধ্যম হ’ল দৃষ্টিশক্তি সংযত রাখা।

নগ্নতা দেখার প্রতি তীব্র আকর্ষণ :

বিশ্বায়নের এই যুগে ইন্টারনেটে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামনে খুলে যাচ্ছে গোটা এক পৃথিবী। অনলাইনে ছড়িয়ে থাকা পর্ণো মানুষের জমি-জায়গা দখল না করলেও অশ্লীলতা দেখার মন-মানসিকতা দখল করতে সক্ষম হচ্ছে। যার ফলে এ দেশে নগ্নতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা দিন দিন ব্যাপকহারে বেড়েই চলেছে।

সময় ক্ষেপণ :

মানুষের জীবন হলো সময়ের সমষ্টি, যা অতি মূল্যবান। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সময়ের মূল্যায়ন শিক্ষা দেওয়ার জন্য সূরা আছর নাযিল করেছেন। কিন্তু বনী আদম আজ ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার কুফলে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় ক্ষেপণ করছে। এমনকি ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো নষ্ট করছে। ক্বিয়ামতের মাঠে তাকে গোটাজীবনের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে তা সে ভুলে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ– ‘কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগপর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে সরতে পারবে না। ১. তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? ২. তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে। ৩. তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে ৪. এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে ৫. এবং সে যত টুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মুতাবিক কি কি আমল করেছে’।[৩]

অতএব অশ্লীলতা দেখে মূল্যবান সময় নষ্ট করা এবং আল্লাহর কাছে হিসাব দেয়া থেকে সাবধান থাকুন। আরবী প্রবাদ রয়েছে, الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك– ‘সময় তলোয়ারের ন্যায়। যদি তুমি তাকে কাটতে না পার (ভালো কাজে নিঃশেষ করতে না পার)। তবে সে তোমাকে কেটে ফেলবে (ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দিবে)’।

শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ :

১. হাকেম হা/৮০৬৬; মিশকাত হা/৪৮৭০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৭০।
২. আবু দাউদ হা/২১৫২।
৩. তিরমিযী হা/২৬০১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৪৬; মিশকাত হা/৫১৯৭।

Contents

রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا. قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ تَكُونُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ يَنْتَزِعُ الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ وَيَجْعَلُ فِى قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ. قَالَ قُلْنَا وَمَا الْوَهَنُ قَالَ حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. ‘অদূর ভবিষ্যতে সকল জাতি চতুর্দিকে পরস্পরকে আহ্বান করে তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে। যেভাবে ভোজনকারীরা ভোজনপাত্রের উপর একত্রিত হয়ে, এক সাথে মিলে ভোজন করে। কোন এক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন, না কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মত। তোমাদের শত্রুদের হৃদয় থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেওয়া হবে এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা প্রক্ষিপ্ত হবে। আর সে দুর্বলতা হল, দুনিয়াকে ভালোবাসা মরণকে অপসন্দ করা’।[৪] মহান আল্লাহ বলেন, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ– ‘আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন দল তুমি পাবে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালোবাসে’ *(মুজাদালাহ ৫৮/২২)*। প্রতিনিয়ত চলমান সিনেমা, টিভি সিরিজ যা আমরা দেখছি আসলে তা আমাদের চিরশত্রুদের তৈরী ফাঁদ। ফলে আমাদের জান-মালের চিরশত্রু শুধু আমাদের ঘরেই নয় বরং আমাদের অন্তরাত্মায় ঢুকে বন্ধুর মত অবস্থান করছে এবং আমাদেরকে তাদের অপসংস্কৃতির নোংরামির মাধ্যমে ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে দিচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ‘তোমরা ইহুদী-খ্রিষ্টানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ কর না’ *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। আজ মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য সকল বাতিল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। আর মুসলমান তাদের তৈরীকৃত সিনেমা, নাটক, পর্ণোগ্রাফী দেখে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা, অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করছে। বিলাসিতায় মেতে উঠছে। হিংসা-বিদ্বেষ নিজেদের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করছে। ফলে মুসলিম ঐক্যশক্তি ভেঙ্গে খান খান হচ্ছে। এ সমস্ত কারণে মুসলমানরা আজ কাফিরদেরকে ভয় করতে শুরু করছে। অথচ তারাই হলো আদর্শবান জাতি।

ইসলামী আদর্শ ম্লান :

সাম্প্রতিককালে মানুষ হয়ে পড়ছে দুনিয়া পূজারী। মুসলমানরাও তা থেকে পিছিয়ে নেই। তাই তারা দুনিয়া করতে গিয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে নিজেদের ও নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে দূরে রাখছে। ফলে তারা বুদ্ধিহীন জাতিতে পরিণত হচ্ছে। মুসলিম জাতি আজ লাঞ্ছিত, অপমানিত, অপদস্থ ও পদদলিত হওয়ার মূল কারণ হল حُبُّ الدُّنيا وكراهةُ الموتِ ‘দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া’।[৫] দুনিয়ার শান-শওকত, উন্নত চাকুরি- বাকুরি, বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ি, আনন্দ-বিনোদনের জন্য উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হয়ে পড়ার ফলে প্রকৃত শিক্ষা তারা হারাচ্ছে। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ‘মহান আল্লাহ এই গ্রন্থ (কুরআন) দ্বারা কোন জাতিকে উন্নত করেন এবং এরই দ্বারা অন্য জাতিকে অপমানিত করেন।[৬] কিন্তু দুনিয়ার লোভ-লালসা ও পর্ণোগ্রাফীর ড্রাগ সে আদর্শ অর্থাৎ কুরআন শিখতে এবং তা অনুসরণ করতে মারাত্মকভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলে দিন দিন মুসলমানদের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্র ইসলামী আদর্শ ম্লান হতে শুরু করেছে। আর সেই স্থান দখল করছে শয়তানী আদর্শ। এরই কারণে সৃষ্টি হচ্ছে অশান্তি দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ‘যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সেই হয় তার সঙ্গী’ *(যুখরুফ ৪৩/৩৬)*। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা সুন্দর এই মুসলিম দেশে শয়তানী আদর্শ যাতে প্রতিষ্ঠিত হ’তে না পারে সে ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানকে সোচ্চার হ’তে হবে।

অন্তর রোগগ্রস্ত :

শারীরিক রোগের চেয়ে বহুগুণ জটিল হলো অন্তরের রোগ। গবেষকরা বলেন, পর্ণোগ্রাফী এমন এক রোগের নাম, যা ঘুম নষ্ট করে, ক্ষুধা হ্রাস করে ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করে এবং চোখ-কান মোবাইল কার্ড ও ইন্টারনেট কানেকশনের সাথে সংযুক্ত করে। অনলাইন, বিলবোর্ড ও পত্র-পত্রিকার লক্ষ পর্ণোগ্রাফী যুবক-যুবতীর অন্তরকে যৌন বিকারগ্রস্ত করছে। আর তাদের অন্তরে ভোগ ও সুখের অলীক অবাস্তব ধারণা সৃষ্টি করছে। মনে রাখা ভালো হবে, আত্মার খোরাক হলো আল্লাহ্‌র ইবাদত করা। এটি না করে কেউ কোন দিন দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশান্তি লাভ করতে পারে না।

কুমারিত্ব নষ্ট :

যে সমস্ত দেশে পর্ণোগ্রাফী আমদানী হয়ে থাকে, সে দেশের মেয়েরা ১৪ বছর বয়সে উপনীত হ’তে না হ’তে কুমারিত্ব হারায়। বাংলাদেশের মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের ২০১৫ সালের এক জরিপে জানা যায়, ঢাকার একটি স্কুলে নবম শ্রেণীর মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্লাসরুমে বসে পর্ণো

৪. আহমাদ হা/২৩০৬০; আবু দাউদ হা/৪২৯৭; মিশকাত হা/৫৩৬৯।

৫. আবু দাউদ হা/৪২৯৯; আহমাদ হা/২২৩৯৭।

৬. মুসলিম হা/৮১৭।

Contents

দেখে এ রকম ২৫ জনের মোবাইলে পর্ণোগ্রাফী পাওয়া যায়। সম্প্রতি এক খবরে জানা গেছে যে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছাত্রীদের মোবাইল ফোন ভেঙ্গে দিয়েছেন। কারণ ক্লাসে তাদের মনোযোগ নেই; মোবাইলের পর্ণো দেখায় তারা ব্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মোবাইলে পর্ণোগ্রাফী পাওয়া যাবে, যা তারা নিত্যদিন উপভোগ করছে। ইন্টারনেট ও ইউটিউবের পর্ণো প্রতিনিয়ত এদেশের লাখ তরুণীর মধ্যে যৌনতার সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ফলে বিবাহের পূর্বেই অনেকেই কুমারিত্ব খোয়াচ্ছেন। যা পরবর্তী বংশধরদের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং ব্যক্তির জন্য পরকালে ভয়ংকর শাস্তি কারণ। মহান আল্লাহ বলেন, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةً 'ব্যভিচারী নারী-পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর' *(নূর ২৪/২)*। উবাদা বিন ছামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَة وَنَفْيُ سَنَة وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَة وَالرَّجْمُ অর্থাৎ 'অবিবাহিতা যুবক-যুবতীর (ব্যভিচারের) শাস্তি হ'ল একশ'টি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর। আর বিবাহিত পুরুষ ও মহিলার শাস্তি হচ্ছে, একশ'টি বেত্রঘাত ও রজম তথা পাথর মেরে হত্যা'।[৭]

মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা :

মুক্তমনা পর্ণোগ্রাফীর ড্রাগে আসক্ত ব্যক্তিরা বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচারে মুগ্ধ হয়ে লাগামহীন চাল-চলনে দিন দিন মেতে উঠছে। মুসলিম দেশের শারঈ বিধি-বিধান মেনে চলাফেরা তাদের কাছে বড় জ্বালাময়-পীড়াদায়ক। তারা স্বদেশে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'যারা পসন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। আর আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জান না' *(আম্বিয়া ২৪/১৯)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَات لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ 'যারা অন্যায় কাজের চক্রান্তে লেগে থাকে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি' *(ফাতির ৩৫/১০)*। কাফিরদের দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসিতা ও অশ্লীল চলাফেরা দেখে যারা আকৃষ্ট ও অনুসারী হয় এবং মুসলিমদেরকে সেকেলে ভাবতে থাকে তারাই বড়ই অভিশপ্ত।

ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু :

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী, খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরমাণু বোমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষীদের তৈরীকৃত ফিল্ম, পর্ণোগ্রাফী। মুসলমানদের শত্রুরা এই ঘাতক নীরব যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা, শক্তি এমন কি তাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নৎসাত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। আল্লাহ বলেন, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِه وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ 'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায় (অর্থাৎ ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে মিটিয়ে দিতে চায়)। কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই যদিও কাফিররা (তা) অপসন্দ করে' *(ছফফ ৬১/৮)*। একশ্রেণীর মুসলিম তাদের দেয়া টোপে ফেঁসে গিয়ে ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস করে তাদের মত চিরঅভিশপ্ত হচ্ছে।

আর্থিক ক্ষতি :

অনলাইনের অশ্লীলতা দেখতে অভ্যস্ত ভ্যানচালক, রিকশাচালক, ছাত্র-শিক্ষক, জ্ঞানী-মূর্খ, প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষ। এজন্য ইন্টারনেটের কানেকশন ও এমবি কিনতে ব্যয় করছে তারা শত-শত টাকা। ২০১১ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, সারা বিশ্বের লোক পর্ণো দেখায় ব্যয় করছে ১৫০ মিলিয়ন ডলার। টাকায় যার পরিমান ১২১৫৭৫০০০০০। এরই মাধ্যমে আমাদের জান ও মালের শত্রুরা আমাদেরকে আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে লাভবান হচ্ছে। পর্ণো ইন্ডাস্ট্রিগুলো কোটি কোটি টাকা আয় করছে ভাসমান এ পতিতা ব্যবসার মাধ্যমে। অশ্লীলতায় আসক্ত বন্ধু! ক্বিয়ামতের দিন আমাদেরকে অর্থ কোন পথে ব্যয় হয়েছে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে। কাজেই অবৈধ পন্থায় অর্থ ব্যয় সেদিন ধ্বংসের কারণ হবে।

প্রিয় সঙ্গীর মিলনকে জাগ্রত করণ :

পর্ণোগ্রাফীর পরশে আজ যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী মাঠে নেমেছে অবৈধ সঙ্গীর তালাশে। এরই দৌরাত্বে যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীর মধ্যে অশ্লীল কামনা-বাসনা জাগ্রত হচ্ছে। যার প্রতিফল স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন চত্বরে, উদ্যান-পার্কে দৃশ্যমান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده، لَا تَفْنَى هَذه الْأُمَّةُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَة فَيَفْتَرِشَهَا فِي الطَّرِيقِ، فَيَكُونَ خِيَارُهُمْ يَوْمَئذ مَنْ يَقُولُ لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائط– 'সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, এ উম্মত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না কোন এক ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে রাস্তায় সঙ্গম করবে। আর তখন সর্বোত্তম লোকটি হলো সে, যে সাহস করে বলবে যে, যদি

৭. মুসলিম হা/১৬৯০; আবু দাউদ হা/৪৪১৫; তিরমিযী হা/১৪৩৪; ইবনু মাজাহ হা/২৫৯৮।

মহিলাটাকে একটু দেওয়ালের পিছনে নিয়ে যেতে'।[৮] হাদীছে আরও এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَتَسَافَدُوا فِي الطَّرِيقِ تَسَافُدَ الْحَمِيرِ قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ لَيَكُونَنَّ– আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না যতদিন পর্যন্ত না গাধার ন্যায় রাস্তায় সঙ্গম বা যৌন মিলন সংগঠিত হয়। আমি বললাম তা কি অবশ্যই হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তা অবশ্যই ঘটবে'।[৯] আর এ সমস্ত নোংরামি হলো টিভির সিনেমা, নাটক, বিভিন্ন সিরিয়াল ও পর্ণোগ্রাফী নিয়ে মত্ত থাকার বাস্তব ফসল।

ধর্মান্ধতা সৃষ্টি :

মহান আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 'পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক ৯৬/১)*। তিনি আরো বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ অতএব জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারে কোন মা'বূদ নাই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। বাতিলের নোংরা ছোবল থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। কিন্তু আজ মুসলমানরা ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন মনে করছে না। ফলে তারা অন্যায়, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

অবাধ মেলামেশা :

অনলাইনে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ অবাধ মেলামেশার দৃশ্য, মোড়ে মোড়ে সাঁটানো চলচ্চিত্রের অশ্লীল দৃশ্য প্রতিনিয়ত এদেশের মুসলিম তরুণ-তরুণীকে ব্যভিচারসহ নানা পাপে জড়িয়ে পড়তে উস্কানি দিচ্ছে। ফলে বিবাহ বাড়িতে, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে, চাকুরির ময়দানে, বিভিন্ন মেলায়-খেলায়, বাজারে-মার্কেটে, উদ্যান-পার্কে চলছে নারী-পুরুষের অবাধ মিলন মেলা। আর আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ 'হে নবী! তুমি বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার প্রভু হারাম করে দিয়েছেন, প্রকাশ্য অপকাশ্য সব ধরণের অশ্লীলতা, পাপের কর্ম' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা গোপনে প্রণয় কর না' *(মায়েদাহ ৫/৫)*। শরী'আত অবাধ মেলামেশার দিকটা কঠোরভাবে দেখলেও পর্ণোগ্রাফীভোক্তারা তাদের পরিবারে তা জিইয়ে রেখেছে। আল্লাহ এদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' *(নূর ২৪/৬৩)*। এত সতর্কবাণী থাকার সত্ত্বেও এক শ্রেণীর স্বামী রয়েছেন যারা তাদের স্ত্রীদেরকে মাথা, গলা, বুক, পেট, পিঠ আলগা করে বিভিন্ন রংয়ে বিভিন্ন ঢংয়ে সাজিয়ে কমিউনিটি সেন্টারে, বিভিন্ন পার্টিতে ও উদ্যান-পার্কে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান। এরাই হলো অশ্লীলতা প্রশ্রয়দানকারী দাইয়ূছ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثلاثةٌ لا يدخلونَ الجنةَ : العاقُّ لوالديه ، والمُدْمِنُ الْخَمر والدَّيُّوثُ 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। মাতার-পিতার অবাধ্য সন্তান, (নিয়মিত) মদে আসক্ত ব্যক্তি এবং দাইয়ূছ অর্থাৎ এমন বেহায়া ব্যক্তি যে তার পরিবারে অশ্লীলতাকে মেনে নেয় প্রশ্রয়দান করে'।[১০]

বেশ্যাবৃত্তির দ্বার উন্মুক্ত :

আমরা এমন দেশে বাস করি যে দেশে বেশ্যাবৃত্তির মতো নোংরা জঘন্য পাপকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ রাসূল (ছাঃ) বেশ্যাবৃত্তির উপার্জনকে হারাম ঘোষণা করেছেন'।[১১] নারীকে যৌনকর্মী নামে দিয়ে দেহব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থকে তিনি 'খাবিস বা অপবিত্র বলেছেন'।[১২] যে সমস্ত ছাত্রীরা পড়লেখার স্বার্থে এই নোংরা কাজে জড়িয়ে পড়ছে তারা অবশ্যই ইহকাল পরকাল বরবাদ করছে। আর এই নোংরামির বড় ইন্ধনদাতা হলো পর্ণোগ্রাফী।

ধর্ষণের শিকার :

অশ্লীল ছবি বা পর্ণোগ্রাফী দর্শকের চরিত্র বিরল প্রকৃতির হয়ে ওঠে। সুতরাং নোংরাকাজ, ইভটিজিং, শিশু অপহরণ ইত্যাদির মতো অপরাধ তার জন্য স্বাভাবিক আচরণ হয়ে যায়। ধর্ষণ, হত্যা, গুম এগুলো দেশের এখন নিত্য দিনের কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী ধর্ষণের মূলে রয়েছে নগ্ন-অর্ধনগ্ন পোশাক পওে নারীদের বেপরোয়া চলাফেরা। তাদেরকে নগ্ন-অর্ধনগ্ন হতে শিখিয়েছে পর্ণোগ্রাফী। নারীদের নির্লজ্জ চলাফেরা শত শত যুবকের অন্তরে যৌন কামনা-বাসনা জাগ্রত করছে। ফলে তারা বেছে নিচ্ছে ধর্ষণের মতো নোংরা পথ। ধর্ষণ ঠেকানোর মহা ঔষুধ নাযিল করে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, তোমার কন্যাদেরকে ও মুসলিম নারীদেরকে বলে দাও, তারা

৮. মুসনাদে আবী ই'আলা হা/ ৬১৮৩।
৯. মুসলিম হা/২৯৩৭; ইবনু হিব্বান হা/৬৭৬৭; মিশকাত হা/৫৪৭৫।
১০. আহমদ হা/৫৩৭২, ৬১১৩; মিশকাত হা/৩৬৫৫; ছহীহুল জামে হা/৩০৫২।
১১. ছহীহুল জামে হা/৩০৭৬।
১২. ছহীহুল জামে হা/৩০৭৭।

যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় (যখন তারা বাড়ির বাইরে যায়), এতে তাদের চেনা সহজতর হবে এবং তাদেরকে উত্যক্ত (ইভটিজিং) করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/৫৯)।*

পর্দাহীনতা :

পর্দা ইসলামী শরী'আতের একটি আবশ্যকীয় বিষয়। যার অভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কলুষিত হচ্ছে। ইন্টারনেটে যত নারীর ছবি ছড়িয়ে আছে তার সবই প্রায় পর্দাহীন। এছাড়াও বিভিন্ন সিরিয়াল, সিনেমার অভিনেত্রীরা সকলেই বেপর্দানশীল। ফলে তাদের অনুকরণে মুসলিম নারীদের কাছ থেকে পর্দা চিরতরে বিদায় নিচ্ছে। এর পর্ণোর দৌরাত্বে তারা পর্দাপ্রথাকে বিলকুল সেকেলে ভাবতে শুরু করেছে। সভ্যতার নামে নগ্ন লেবাস পরছে। নগ্নতাই যদি সভ্যতা হয়, তাহলে পশুরাই তাদের চাইতে বেশি সভ্য।

বংশের উপর প্রভাব :

মহান আল্লাহ বলেছেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও বংশে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার' *(হুজরাত ৪৯/১৩)*। বংশ টিকিয়ে রাখার একমাত্র মাধ্যম হলো ইসলামী পন্থায় বিবাহ। কিন্তু আজ পশ্চিমা বিশ্বের মত অবৈধ পন্থায় যৌনতা চরিতার্থ করণের ফলে আমাদের সমাজে বংশগত ধারা মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

পর্ণোগ্রাফীর নেশা :

পর্ণোগ্রাফী আজ ড্রাগের মত কাজ করছে। এটা মাদকের নেশা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। এক গবেষণায় উঠে এসেছে, মানুষ যখন কোন উত্তেজনাকর ছবি দেখে তখন তার ব্রেনের মধ্যে নানা ধরনের নিউরন সেকরেশন হতে থাকে এবং আশে-পাশে যা কিছু থাকে তার মাধ্যমে সেই ক্রিয়া সম্পন্ন করতে চায়। এরই ফলে তাদের মধ্যে দেখা যায় অস্থিরতা। শুরু হয় সামাজিক অনাচার। কেউ কেউ আসক্ত হয়ে পড়ে নেশায় এবং সামাজিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে।[১৩] পর্ণোগ্রাফীর আসক্তিতে প্রতি বছর আমেরিকার স্কুল পড়ুয়া ২৮,০০০ শিক্ষার্থী গর্ভবর্তী হচ্ছে। অন্য এক জরিপে বলা হয়েছে, ১৪–১৬ বছর বয়স্ক ২৫২ জন তরুণীর মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ তরুণী সিনেমা (পর্ণোগ্রাফী) দেখার ফলে অবৈধ যৌন মিলনে লিপ্ত হয়েছে। 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'-এর এক জরীপে বলেন, ঢাকায় স্কুল পড়ুয়া অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৭৭ ভাগ পর্ণোগ্রাফী দেখে। বিদেশী এক বালক তার ই-মেইলে লিখেছেন, আমি নিজেকে মেরে ফেলতে চাই (অবশ্য আত্মহত্যা মহাপাপ, সে জাহান্নামে যাবে), আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। ১১ বছর বয়স থেকে ইন্টারনেটের নোংরামি-জঞ্জাল দেখছি। আমার বাবা-মা কিছু জানে না। আমি দেখি আর কাঁদি। এ সমস্যা শুধু একজন বিদেশী বালকের নয় বরং শত সহস্র মুসলমান বালক-বালিকারও।

মস্তিষ্কের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব :

নোংরামি, অশ্লীলতা-পর্ণোগ্রাফী দেখা একটি জঘন্য ক্ষতিকর অভ্যাস। যার ফলে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ Fronta Loob নষ্ট হয়ে যায়। Cambridge University -এর একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে, Pornography দর্শনের ফলে দর্শকের মস্তিষ্ক মাদক দ্রব্য সেবনকারীর মস্তিষ্কের মত হয়ে যায়। গবেষক Gordon's Bruin বলেন, 'আমরা ২০ বছর নোংরা ফিল্ম দর্শনের অভ্যাসীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে লক্ষ্য করছি। যৌন মিলনের পর্ণো বা ফিল্ম দেখার অভ্যাস মাদক দ্রব্য সেবনের মতো একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি। মাদক সেবন না করে যেমন অভ্যাসীদেও মনে শান্তি আসে না, ঠিক তেমনই অবস্থা ঘটে পর্ণো দর্শনে অভ্যস্তদের। অন্য এক গবেষণায় উঠে এসেছে যে, এর মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে ২৮,০০০ মানুষ নোংরা সাইটে প্রবেশ করছে এবং পশুবৎ যৌনমিলন দর্শন করছে। ২০০৬ ও ২০১১ সালের এক জরীপে বলা হয়েছে, প্রতি সেকেন্ডে পর্ণো দেখছে ২৮২৫৮ ও ৩৫০০০ মানুষ।[১৪] এখন তো এর সংখ্যা আরো বহুগুণ বেড়ে গেছে। দুঃখের বিষয় হলো এদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ মহিলা। এর ফলে এত বিশাল সংখ্যক মানুষের মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে নোংরা, অকেজো ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দৃশ্য দেখার সাথে সাথে Dopamine, Oxytocin, Testosterone পদার্থ ক্ষরণ হতে থাকে এবং এমন তুফান সৃষ্টি করে যা মস্তিষ্ককে তছনছ করে ফেলে। ব্রেনের সিস্টেমকেই অস্বাভাবিক করে তোলে এবং পড়াশোনার সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়ে। তাতে ব্রেনের গুরুত্বপূর্ণ কোষ নষ্ট হতেও পারে। নোংরা, অশ্লীল, যৌনমিলনের ভিডিও দেখার সময় Dopamine পদার্থ খুব বেশী আকারে বের হতে থাকে। আর তার ফলে মস্তিষ্কের সম্মুখ অংশ দুর্বল হতে থাকে। পরিশেষে সর্বনাশই তাদের ভাগ্যে জোটে।[১৫]

সারশূন্য ইবাদত :

দিন দিন আল্লাহ্র ইবাদত ও শুকর গুযারকারী বান্দার সংখ্যা কমে আসছে। যারা ইবাদত-বন্দেগী করছেন তাদের অধিকাংশের আমলের মধ্যে ইখলাছ, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতার অভাবে ইবাদত হচ্ছে সারশূন্য। আর এর অন্যতম কারণ হলো পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও অশ্লীলতা দর্শন। আজ প্রায় প্রতিটি মুসলিম যুবক ব্যবহার করছে স্মার্টফোন, টিভি,

১৩. "সোনামণি প্রতিভা" পত্রিকা নভেম্বর–ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০১৬।

১৪. তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট।

১৫ .তথ্য সূত্রে ইন্টারনেট ও আব্দুল হামিদ প্রনীত 'পাপ,তার শাস্তি ও মুক্তির উপায়' পৃ.৬৪-৬৯।

কম্পিটার, ল্যাপটপ। প্রতিনিয়ত তাতে চর্চা হচ্ছে ছায়াছবি, বিভিন্ন নোংরা সিরিয়াল, নীলদর্শন, নোংরা ফিল্ম ও পর্ণোগ্রাফীর। অশ্লীলতার দর্শক নারী-পুরুষ মুছল্লী ছালাতের মধ্যেও ঐ সমস্ত নোংরামির ধ্বংসাত্মক ছোবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। ছালাতের মধ্যে ঐ সমস্ত নোংরামী চিন্তা তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। ফলে ছালাতের পরিপূর্ণ ছওয়াব থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم للّه عزّ وجل فإن اللّه لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له 'হে মানব জাতি! একানিষ্ঠভাবে আমল কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ একনিষ্ঠ আমল ছাড়া কোন আমল কবুল করেন না'।[১৬] অন্যত্র তিনি বলেন, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'তুমি এমনভাবে ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, আর যদি তা না হয় তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন'।[১৭] ইবাদতে স্মরণ থাকবে একমাত্র আল্লাহ্র, অন্য কোন কিছুর নয়। অবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দৈহিক আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন'।[১৮]

পরিবারে অধঃপতন :

পরিবার হলো দুনিয়ার শান্তি-সুখের নীড়। কিন্তু মানুষরূপী শয়তানরা একে বিভিন্ন মাধ্যমে অশান্তির নীড়ে পরিণত করার অপতৎপরতায় লিপ্ত আছে। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রায় প্রতিটি পরিবারে বা ঘরে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে পর্ণোগ্রাফী নামক সংক্রামক ব্যাধি। যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে পরিবারের সদস্যরা। যার কারণে অধিকাংশ পরিবার থেকে বিদায় নিচ্ছে নৈতিকতা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাঁটল ধরছে এবং একে অপরের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে। ঝগড়া-ফাসাদ, গালি-গালাজ, একে অপরের উপর চড়াও হওয়া প্রভৃতি পরিবারে সদস্যদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ 'উভয় গালমন্দকারী দুই শয়তান। এরা পরস্পরের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং অসত্য বলে'।[১৯]

সংসারে অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত করণ :

শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গ প্রতিনিয়ত আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি সংসারে দ্বন্দ্ব সংঘাতের আগুন দাউ-দাউ করে প্রজ্জ্বলিত করার অপতৎপরতায় লেগে আছে। আর সেই আগুনে জ্বলে ছারখার হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ - قَالَ - فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ . قَالَ الأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ

'ইবলীস শয়তান পানির উপর তার সিংহাসন রেখে (ফিতনা ও পাপের) অভিযানে সৈন্য পাঠায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তার নৈকট্য লাভ করে সে, যে সবচেয়ে বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। অতঃপর প্রত্যেকে কাজের হিসাব দেয়, বলে, আমি এই করেছি। সে বলে, তুমি কিছুই করনি। একজন এসে বলে, আমি এক দম্পতির মাঝে ঢুকে পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ বাধিয়ে পরিশেষে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি। তখন শয়তান সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, হ্যাঁ। (তুমিই কাজের মত) কাজ করেছ'।[২০]

শয়তানের অনুসরণ :

যে খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে সে মূলত শয়তানের অনুসরণ করে। আর পর্ণোগ্রাফীভোক্তার অধিকাংশ সময় মন যা চায় তাই করে। মূলত শয়তানই হলো এর হোতা। আল্লাহ বলেন, الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'শয়তান নোংরা, অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়' (নূর ২৪/২১)। *(চলবে)*

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

---

১৬. আত-তারগীব পৃ. ১/৫৫; নাসাঈ হা/৩১৪০।
১৭. বুখারী হা/৫০,৪৭৭৭,৪৪৯৯।
১৮. বুখারী হা/৫১৪৪; মুসলিম হা/২৫৬৪; তিরমিযী হা/ ১১৩৪।
১৯. আহমাদ হা/১৭৯৫২; ছহীহুল জামে হা/৬৬৯৬।
২০. মুসলিম হা/৭২৮৪।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

Contents

ইসলামে বন্ধুত্বের স্বরূপ

-জাহিদুল ইসলাম

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আর পার্থিব জীবনে চলার কাউকে না কাউকে সঙ্গী বা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ বন্ধুত্ব একটি পবিত্র, উন্নত, অকৃত্রিম, স্বচ্ছ, শক্তিশালী এবং সর্বজনবিদিত অনন্য সম্পর্ক। দ্বীনী বন্ধুত্ব দুনিয়াবী বন্ধুত্বের চেয়ে অনেক উত্তম ও টেকসই। কেননা এ বন্ধুত্বের সিঁড়ি হলো ঈমান আর এর ভিত্তি হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ প্রদত্ত এ বন্ধুত্বের শেষ ঠিকানা হলো জান্নাত। এই মহামূল্যবান সম্পর্কের সঠিক মূল্যায়ন মানবজাতির মধ্যে উন্মুক্ত করাই মহান আল্লাহ তা'আলার কাম্য। নিশ্চয় মু'মিনরা একে অপরের বন্ধু। আর মু'মিনদের বন্ধু আল্লাহ নিজেই। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ- وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ- 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ। যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা হয় বিনয়ী। আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখে আল্লাহ্র সাথে, তাঁর রাসূলের সাথে ও মুমিনদের সাথে (সে আল্লাহ্র দলভুক্ত হ'ল এবং) নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দলই বিজয়ী' *(মায়েদাহ ৫/৫৫-৫৬)*।

তাই বন্ধুত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসী বান্দার সাথেই ভালোবাসা স্থাপন করতে হবে ও তার সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। পারস্পরিক বন্ধুত্বের শর্ত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের ব্যতীত অন্যদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। যারা তোমাদের ক্ষতি করতে আদৌ ত্রুটি করবে না। তারা চায় তোমরা কষ্টে পতিত হও। বিদ্বেষ তাদের যবান দিয়েই বেরিয়ে আসে। আর তাদের বুকের মধ্যে যা লুকিয়ে আছে, তা আরও মারাত্মক। আমরা তোমাদের জন্য আয়াত সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করলাম, যদি তোমরা বুঝ' *(আলে ইমরান ৩/১১৮)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا- 'যারা মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে? অথচ যাবতীয় সম্মান কেবল আল্লাহ্র জন্য' *(নিসা ৪/১৩৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের পিতা ও ভাইদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের মুকাবিলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই সীমালংঘনকারী' *(তাওবাহ ৯/২৩)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- 'আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান' *(তাওবাহ ৯/৭১)*।

মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ- 'হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছো, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখান করেছে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়নের কারণে তারা রাসূল (ছাঃ) ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে। আর যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাক, তবে তোমরা তাদেরকে কেন বন্ধুরূপে গ্রহণ করছো? তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর সে বিষয়ে আমি সম্যক অবগত। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এটা করবে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে *(মুমতাহিনাহ ৬০/১)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى سَعِيد أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِىّ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু বানাবে না এবং তোমার খাদ্য যেন আল্লাহভীরু লোক ছাড়া অন্য কেউ না খায়'।[১]

আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব করা :

عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ لأَبِي: " يَا أَبَا ذَرٍّ، أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟ " قَالَ: اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " الْمُوَالَاةُ فِي اللهِ، وَالْحُبُّ فِي اللهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ-

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আবু যার (রাঃ)-কে বললেন, 'হে আবু যার! ঈমানের কোন শাখাটি অধিক মজবুত? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। রাসূল (ছাঃ) বললেন, একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করা, শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে কাউকে ভালবাসা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ঘৃণা করা'।[২]

আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা যাদের জন্য ওয়াজিব হয় :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِى قَرْيَة أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَته مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْه قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِى فِى هَذه الْقَرْيَة. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْه منْ نعْمَة تَرُبُّهَا قَالَ لاَ غَيْرَ أَنِّى أَحْبَبْتُهُ فِى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ فَإِنِّى رَسُولُ اللَّه إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيه.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি তার কোন এক মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছায় রওনা করল যিনি অপর গ্রামে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা রাস্তায় তার অপেক্ষায় একজন ফেরেশতা বসিয়ে দিলেন। সে যখন সেখানে পৌঁছল ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যেতে ইচ্ছ করেছ? সে বলল, ঐ গ্রামে আমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করেছি। ফেরেশতা বলল, তার কাছে তোমার কোন অনুগ্রহ পাওনা আছে যে তুমি তা আনবে? সে বলল, না; আমি শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালবাসি। তখন ফেরেশতা বলল, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার কাছে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ তোমাকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলাও তোমাকে অনুরূপ ভালোবাসেন যে রূপ তুমি তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ভালোবেসেছ'।[৩]

আরশের ছায়ার নিচে স্থান :

বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে সূর্য যখন মাথার নিকটবর্তী হবে। তেজদীপ্ত সূর্যরশ্মি বিকিরণ করতে থাকবে তখন আল্লাহ তা'আলা তার মহা গৌরবে ভালোবাসা স্থাপনকারীগণকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقيَامَة أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِى الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّى.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, সেই লোকেরা কোথায়? যারা আমার ইয্যতের খাতিরে একে অপরকে ভালোবাসত। আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় জায়গা দিব। আজ আমার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া নেই'।[৪]

মু'মিন ও কাফির বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য :

عَنْ أَبِى مُوسَى رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ منْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ منْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً .

আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সৎ লোকের সহচর্য ও অসৎ লোকের সহচর্য যথাক্রমে কস্তুরি ও কর্মকারের হাপরে ফুঁৎকার দেওয়ার মতো। কস্তুরি বিক্রেতা হয় তো তোমাকে এমনিতেই কিছু দান করবে। আর অন্ততপক্ষে কিছু না দিলেও তার সুঘ্রাণ তোমার অন্তর ও মস্তিষ্ক সঞ্চারিত করবে। পক্ষান্তরে হাপরে ফুঁৎকার দানকারী তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে। আর কিছু না হলেও তার দূর্গন্ধ তুমি পাবে'।[৫]

শেষকথা : হাসান বছরী (রহ.) বলেন, 'দ্বীনী বন্ধু হলো আমাদের পরিবার ও সন্তাদের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়। কেননা আমাদের পরিবার দুনিয়া চায়, কিন্তু দ্বীনী ভাই আখেরাত'।[৬] পরিশেষে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি হে আল্লাহ! আমরা যেন তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশে এবং সৎ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করতে পারি সে তাওফীক দান করুন-আমীন!

[লেখক : অনার্স ৪র্থ বর্ষ, সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা]

১. তিরমিযী হা/৩৫৭৪।
২. সিলসিলা ছহীহাহ হা/ ৯৯৮; শু'বুল ঈমান হা/৯০৬৮।
৩. মুসলিম হা/৬৭১৪।
৪. মুসলিম হা/৬৭১৩।
৫. বুখারী হা/৫৫৩৪; মুসলিম হা/৬৮৬০; মিশকাত হা/৫০১০।
৬. আবু তালিব মাক্কী, কুওওয়াতুল কুলুব ২/৩৬৭ পৃঃ।

Contents

জীবনের বাঁকে বাঁকে

লেবু গাছ

-সাদাত হোসাইন, ঢাকা

স্যার বললেন, ‘গাছতো শ্যাষ। যা দু’চার খানা আছে, তাও মরা-আধ মরা’।

আমি ঘাড়ের রগ ত্যাড়া করে বললাম, ‘কিন্তু আমিতো ৫ টাকাই দিছি। সবাই যদি ৫ টাকায় ৩ টা গাছ পায়, আমি কেন পাবো না?’

-‘তুই পাবি না তাতো বলা হয়নি। পাবি, কিন্তু মোটা তাজা ভালো গাছগুলো আগে যারা আসছিল, তারা নিয়ে গেছে। এখন এইগুলা আছে, নিলে এই-ই নিতে হবে’।

আমি করুণ চোখে তাকিয়ে আছি। স্কুলের বারান্দায় ক’খানা রেইনট্রি আর কাঁঠাল গাছের চারা পড়ে আছে। এগুলি মোটামুটি চলে। কিন্তু আমার আগ্রহ লেবু গাছ নিয়ে। এখানে একটা মাত্র লেবু গাছের চারা আছে, কিন্তু তার মৃতপ্রায় অবস্থা। একখানা ডাল ভাঙ্গা। পাতাগুলোও শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। বাঁচবে না নিশ্চিত। কিংবা এখনই মরে গেছে।

আমার কপাল বরাবরই এমন, ‘অলওয়েজ দ্যা লাস্ট ম্যান’। সবাই চেটেপুটে খেয়ে যাওয়ার পরে আমার ভাগ্যে থাকে কাঁটাঘুঁটো। আমি তখন ক্লাস নাইন বা টেন-এ পড়ি। সরকার থেকে প্রতি স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য গাছের চারা দেয়া হয়েছে। ৫ টাকায় ৩টি চারা। সবাইকে নিতে হবে। সমস্যা হচ্ছে আমি দেরী করে এসেছি, আমার ভাগ্যে তাই এই মরা-আধমরা। আমি শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছি। স্যার বললেন, ‘এক কাজ কর, তুই ৩ টার বদলে ৪ টা চারা নিয়ে যা। দুইটা রেইনট্রি, দুইটা কাঁঠাল’।

তিনি স্কুলের দপ্তরী যয়নালকে বললেন আমাকে চারটা গাছের চারা দিতে। যয়নাল এসে প্রথমে যেটা করল, সেটা হ’ল, মরা কিংবা আধমরা লেবু গাছটা ছুড়ে ফেলে দিল মাঠের এককোনায়। সেখানে দঙ্গল হয়ে আছে আরও অনেক ভাঙ্গা এবং মরা গাছের চারা। আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার লেবু গাছ-ই চাই। স্যার আর যয়নালকে অবাক করে দিয়ে আমি সেই দঙ্গল থেকে মুমূর্ষু লেবু গাছটা তুলে নিলাম।

স্যারকে বললাম, আমাকে আর একটা কাঁঠাল আর একটা রেইনট্রি দেন। স্যার অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিছু বললেন না। আমি এক হাতে লেবু গাছের মৃতপ্রায় চারা আর অন্যহাতে রেইনট্রি আর কাঁঠাল চারা নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। পেছনে যয়নালের কোঁচকানো কপাল, আর স্যারের বিস্মিত দৃষ্টি ঠিক টের পাচ্ছি।

২.

লেবু গাছটা লাগালাম রান্নাঘরের পাশে। বাকী দু’খানা পুকুর পাড়ে। তারপর দিব্যি ভুলে গেলাম। আমার এসএসসি পরীক্ষা হ’ল, রেজাল্ট দিল, কলেজে ভর্তি হলাম। হোস্টেলে থাকি। মাস-দু’মাসে দিন কয়েকের জন্য একবার বাড়ী যাওয়া হয়। গাছ লাগানোর প্রায় বছর চার-পাঁচ কেটে গেছে। পুকুর পাড়ে রেইনট্রি গাছটি দিব্যি লকলক করে বেড়ে উঠেছে। দেখলে মনেই হয় না, এটা আমি লাগিয়েছি! কাঁঠাল গাছটার কোন খবর নেই। কিন্তু চমকে দিয়েছে সেই মুমূর্ষু লেবুর চারা। রান্নাঘরের কোনায় সে দিব্যি গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে।

সবুজ কচকচে পাতায় বাড়ন্ত যৌবতী শরীর। সমস্যা হচ্ছে গায়ে গতরে এমন দস্যি মেয়ের মতন বেড়ে উঠলেও সে তার অত বড় ঝাঁকড়া গতরে একখানা লেবুও ধরতে পারে নি। এই নিয়ে আম্মার বিস্তর গালমন্দ। চোখের সামনে লেবু গাছ দেখলেই আপন মনে বকবক, এত বড় শইলডা হইয়া কি লাভ, লেমু গাছ দিয়া কি আর তক্তা হয়? হেই তক্তা দিয়া কি পালঙ্ক হইব? এতো বড় গাছ রাইখা কি লাভ? ঐ পর্যন্তই। আম্মা কিন্তু লেবু গাছ কাটেন না। লেবু গাছ আরও দীপ্তি নিয়ে, জায়গা নিয়ে দিনে দিনে বেড়ে ওঠে। তার ছায়ায় ঢেকে যায় অর্ধেক উঠান। সেবার বর্ষায় ফসল শুকানোর সুবিধার্থে রান্না ঘরটা সরাতে হলো। কারণ, এতে উঠান খানিকটা বড় হবে।

ফসল রাখতে এবং শুকাতে তখন পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যাবে। সমস্যা হচ্ছে লেবু গাছ। রান্নাঘর সরাতে উঠান যখন বড় হলো, লেবু গাছটা তখন যেন পড়ে গেলো উঠানের মাঝখানে। আর তার ছায়ায় যেহেতু অর্ধেকটা উঠান ঢেকে থাকে, সেহেতু এবার তার চূড়ান্ত অপ্রয়োজনীয়তা প্রকট হয়ে উঠলো। আমার তখন সামনে এইচএসসি পরীক্ষা। বাড়ীতে এসেছি সবাইকে বলে যেতে।

খেতে বসে আম্মা হঠাৎ বললেন, লেমু গাছটাতো আর রাখন যাইতাছে না রে। দুই চাইরডা লেমু হইলেও না হয় কথা আছিল। তারওপর পুরা উঠান দখল কইরা আছে। আমার তখন পরীক্ষা নিয়ে বিস্তর টেনশন। আমি ভাত মুখে গমগম করে আম্মাকে বললাম, কাইটটা ফালাও। লেমু না হইলে অত্তবড় গাছ রাইখ্যা কি লাভ?

পরদিন ভোরে হোস্টেলের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরুবো। খুব ভোরে পুকুর থেকে হাত মুখ ধুয়ে উঠানের উপর দিয়ে

ঘরে ফিরছে। সূর্যটা কেবল তেরছা ভাবে জেগে উঠছে। ভোরের সেই সোনালী আলোয় আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। লেবু গাছটার সারা শরীরে যেন ঝলমলে তারার মেলা বসেছে। কচি সবুজ পাতাগুলোয় সূর্যের সেই তেরছা আলো ঠিকরে পড়ছে। আমি সম্মোহিতের মতন তাকিয়ে রইলাম। এই সৌন্দর্য এই পৃথিবীর না, অন্য কোন পৃথিবীর। অন্য কোন গ্রহের। অপার্থিব।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আম্মাকে বললাম, গাছটা থাকুক। কাইটেন না। আমি হোস্টেলের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরুলাম। আমি জানি, আম্মা অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সেদিনের মতো। সেই দিনের যয়নাল দপ্তরী আর স্যারের মত। আম্মার চোখেও বিস্মিত দৃষ্টি।

৩.

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। আব্বা খুব ছোট্ট একটা চাকুরি করেন। তার পক্ষে একা সংসার, আমার ছোট দুই ভাই-বোনের পড়াশোনা এবং আমার খরচ চালানো দুরূহ ব্যাপার। আমি তাই টিউশন করে চেষ্টা করি নিজের খরচ চালানোর। ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল দিচ্ছি। এই সময় বিনা মেঘে বজ্রপাত। আব্বা স্ট্রোক করলেন। তার ডানপাশটা প্যারালাইজড হয়ে গেছে। তাকে পর্যাপ্ত চিকিৎসা করানোর মতোও অবস্থা আমাদের নেই। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি নিয়ে আসা হলো। তার চাকুরী নেই। আমাদের তখন অতল সমুদ্রে অকুল পাথার অবস্থা। আমি নানাভাবে চেষ্টা করছি টাকা উপার্জনের। ক্লাস পরীক্ষার খেয়াল নেই। তারপরও নিজের খরচ জুগিয়ে বাড়তি যে টাকাগুলো বাড়িতে পাঠাই তাতে তেমন কিছুই হয় না। আম্মাও নানাভাবে চেষ্টা করে চলেন। শুরু হয় টিকে থাকার এক অদ্ভুত লড়াই।

সেবার বর্ষায় বাড়িতে গেছি। খুব ভোরে লঞ্চ থেকে নেমে বাড়ির উঠোনে পা রাখলাম। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। সেই তেরছা সূর্যের সোনালী আলো। সেই আলোয় আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম, বিশাল শরীরের লেবুগাছটার শরীর জুড়ে থিকথিক করছে অসংখ্য লেবু। আমাদের গ্রামের ভাষায় বলে কাগজি লেবু।

লেবুর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জাত। সেই লেবুতে ছেয়ে আছে গাছের প্রতিটি অংশ। কি অপার্থিব এক গন্ধে মৌ মৌ করছে ভোরের শীতল বাতাস। আম্মা ছালাতের সাদা শাড়ী পরা, তিনি আমার হাতের ব্যাগটা নিতে নিতে বললেন, আল্লাহ্‌র কি কেরামতি, দেখছ বাজান? যেই লেমু গাছে এতো বছর একটা দানা পর্যন্ত হয় নাই, সেই গাছে কয়দিন আগে থেইকা কি কুদরতী ফল ফলছে। বেইচ্যাও কুলাইতে পারি না। পাশের বাড়ির হাচানরে দিয়া হাটে পাঠাই, সে প্রতি হাটে চাইর-পাঁচশ টাকার লেমু বেইচ্যা দেয়।

আম্মার কথা আমার কানে ঢোকে না। আমার হতভম্ব ভাব কাটে না। আমি সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকি। আমাদের সেই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে সেই মুমূর্ষু লেবুর চারাটি দু'হাত বাড়িয়ে বুক পেতে দেয়। অস্বাভাবিকভাবে প্রতি মৌসুমে দুইবার করে ফল দিতে থাকে সে। বাজারে তখন লেবুর চাহিদা অস্বাভাবিক রকম বেশী। দামও। আম্মা পাশের বাড়ির পিচ্চি ছেলে পুলেদের দিয়ে লেবু তুলে হাটে পাঠান। এক বিস্ময়কর বিকল্পে আমরা আমাদের টিকে থাকার যুদ্ধে জয়ী হবার স্বপ্ন দেখি। সেখানে ক্রমশই বিস্তৃত হতে থাকে এক মুমূর্ষু লেবু চারার বিশাল ছায়া। সেই ছায়া আমাদের ঢেকে রাখে। আমার খানিক নিশ্চিন্ত বোধ করি। আরেকটা দিন বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি। লেবু গাছটা তার ছায়া আরও গভীর করে, বিস্তৃত করে। তার শরীর জুড়ে ফুটতে থাকে থোকায় থোকায় মৌ মৌ গন্ধের লেবু!

৪.

অনার্স শেষেই আমি মোটামুটি ভালো একটা পার্ট টাইম চাকুরি পেয়ে যাই। সেই ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত অবস্থা কাটতে শুরু করে। জীবন ক্রমশই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আম্মার ফোন পেয়ে এক কুয়াশার ভোরে আমি বাড়ি যাই। ভোরের সূর্যটা কুয়াশার ফাঁক গলে উঁকি দিচ্ছে। সেই অদ্ভুত আবছা আলোয় আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকি উঠোনের লেবু গাছটির দিকে। সেই সবুজ সতেজ ঝলমলে গাছটির প্রতিটা পাতা যেন আগুনে ঝলসে গেছে। গাছের গা জুড়ে অজস্র পোকা। মরা আর পোকায় খাওয়া পাতাগুলো ডালে ডালে ঝুলছে। বীভৎস এক দৃশ্য। যেন বাস্তব কঙ্কাল।

আমি অবাক হয়ে আমার হাতের ব্যাগভর্তি বোনের নতুন জামা, মায়ের শাড়ী, ভাইয়ের শার্ট দেখি। আমার পকেটে চাকুরীর প্রথম মাসের বেতনের টাকা। লেবু গাছটা না হলেও আমরা এখন দিব্যি চলতে পারবো। আমার হঠাৎ মনে হতে থাকে, এটি কোন গাছ ছিল না। এটি অন্য কিছু ছিল। অন্য কিছু। ব্যাখ্যার অতীত কিছু। যিনি এই বিশ্বজগৎ পরিচালনা করছেন তার নিখুঁত পাণ্ডুলিপির এক অদ্ভুত চরিত্র ছিল সেই মুমূর্ষু ছোট্ট লেবুর চারাটি। নিজের দায়িত্ব পালন শেষে সে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেছে। সে তার দায়িত্ব পালন করতে এসেছিল। দায়িত্ব পালন শেষে সে ফিরে গেছে।

আমি বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে লেবু গাছটির সেই কঙ্কাল শরীরের দিকে তাকাই। কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি হতে থাকে। কুয়াশায় ঢাকা সেই ভোরের আকাশেও আমি কিছু খুঁজে পাই না। কেবল কি যেন এক রহস্যে ঢেকে আছে চারপাশ। এই রহস্যের কোন শেষ নেই। এই রহস্যের কোন শুরু নেই। এই রহস্য অনন্ত, সীমহীন।

আমার হঠাৎ মনে হয়, থাকুক কিছু রহস্য। থাকুক কিছু আবছায়া। রহস্যের অপর নামই সমর্পণ। আমরা রহস্যেই সমর্পিত হই। আমি আলতো হাতে লেবু গাছটার শরীর ছুঁয়ে দেই। যেন কিছু একটা টের পাই। যেন কিছু একটা ঘটে যায় আমার শরীর জুড়ে। অদ্ভুত কিছু। তীব্র কিছু। তীব্র কিছু একটা টের পাই। আমার শরীর জুড়ে। আসলেই কি টের পাই? নাকি পাই না? নাকি বিভ্রম? শুধুই বিভ্রম?

Contents

কবিতা

প্রেক্ষাপট

-মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান
হয়বৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

হিংসার আগুন বাড়লো দ্বিগুণ
অশান্ত হ'ল দেশ,
মানব হয়েও মানবতা
রইল না অবশেষ।
কে বলে এ স্বাধীন দেশ
স্বাধীন জনগণ?
দেশের চিত্র দেখলে পরে
কষ্টে ভরে মন।
আব্রাহামের পথ ধরে আজ
আনলো ডেকে নাশ,
তাহাই আবার রাখতে কায়েম
করছে অভিলাষ।
ক্ষমতারই লালচ লেপন
করল পরাণ জুড়ে,
অত্যাচারী সাজলো অতি
রাখতে তাহা ধরে।
জনগণের দোহাই পেড়ে
সাজলো শাসক বটে,
জনগণই নিগৃহিত-নিহত
হচ্ছে তাহার হাতে।
মন্দ-ভালো বিচার বিনাই
করতে পথ সাফ
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে
চাপিয়ে ছাড়ছে হাঁফ।
মুখে আওড়ায় ধর্ম-বুলি
কর্ম উল্টো তার
আস্তিক পুরছে যেল-হাজতে
নাস্তিক পাচ্ছে ছাড়।
কেউবা আবার পেট্রোল বোমায়
পুড়ায় দৈবাৎ যান,
নির্দোষী সব মানুষ মেরে
চাইছে সমাধান।
হরতাল নামক ছোবল মেরে
করছে দেশের ক্ষতি,
একের দোষে অন্য জনের
ধরছে চেপে টুঁটি।
আসলে ওরা দেশ-দরদী
শুধুই শ্লোগানে
স্বার্থ আপন করতে পূরণ
দেশকে আঘাত হানে।
অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে
করছি মুনাজাত,
দেশের ভালো ফেরাও প্রভু
দাওগো হেদায়াত।

মীলাদুন্নবী

-মাযহারুল আবেদীন
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

নবীজীর জন্মদিন সোমবার
মৃত্যু দিনও তাই
জন্মদিন মৃত্যুদিন পালনের
কোন দলীল নাই।
ছাহাবীরা সবকিছু উৎসর্গ
করিয়াছিল ভাই,
তাহাদের কৃপণতা অভক্তির
কোন প্রমাণ নাই।
তবুও তারা কোন দিনই
ফাতিহা তো করেননি
কখনো তো মীলাদের সূচনাও
মনে তারা ভাবেন নি।
মিছিলের প্রচলন করা থেকে
তারা বিরত ছিল,
বাড়াবাড়ি চাল ভিক্ষা, টাকা ভিক্ষা
কখন থেকে এল!
কবে ছিল শিরনীর বাটাবাটি
বানোয়াট ক্বিয়াম
শরী'আতে ভিত্তিহীন বিষয়ের
রইবে কোন দাম?
প্রশ্ন করি রবিউল আউয়াল
চাঁদটা কি ছিল না?
স্বর্ণযুগে এইরূপ উৎসব
কেন মানা হল না?
ছাহাবীরা প্রাণ দিলেন নবীজির
প্রাণকে রক্ষা করে
তারা কেন করেনি মীলাদ
চাল দেবার ডরে?
যে কাজ করেন নি নবীজি কভু
বলেননি করতে

Contents

শরী'আত তো নয় সেটা
করব কি দ্বীন থেকে ঝরতে?
জাল হাদীছের ছড়াছড়ি কেন
মীলাদের সভাতে
মিথ্যা কথা কেন করিতেছ যোগ
নবীজির কথাতে?
যে দিনে জন্ম সে দিনে মৃত্যু তাঁর
হাসবে না কাঁদবে?
বিবেককে প্রশ্ন করে জেনে নাও
কেন ধন্দে ফাঁসবে?
ভিত্তিহীন ক্বিয়াসের ফসল যে
বিদ'আতে হাসানা
বিদ'আতকে ভাগ করা পুনরায়
বিদ'আত ফাঁসা না?
শরীঅতে মনগড়া বিষয়ের
কর কেন প্রচার
আসলে নকল মিশাও?
হবেনা কি শেষদিনে বিচার?

টাকার গতি

-মুহাম্মাদ সাইফুজ্জামান
শোলমারী, উজলপর, মেহেরপুর।

টাকায় যদি সবই হয় টাকা দেব কত
লিখে দিলাম প্রশ্ন কটা উত্তর দাও তত।
টাকা দেব, পয়সা দেব আরো দেব কড়ি
আমায় একটা দিতে হবে অমরত্বের বড়ি।
সবই যদি টাকায় হত বন্ধ্যার হত ছেলে
বধির কি মুখ বন্ধ রাখত
দুঃখ থাকত দিলে?
এরশাদ শিকদার ঝুলতো ফাঁসে
টাকায় যদি হত?
গুম-হত্যার আসামীরা
সবাই পেত মাফ
লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে সবে
ঘুচিয়ে নিত পাপ।
টাকার উপর বইসা কইতাম
আমায় নিয়া চল।
চলতি পথে চলার গাড়ী
হইত কি বিকল?
টাকা থাকতেও পাই না রিক্সা
সুযোগ ছাড়া ভাই
মুণ্ড নেড়ে দেয় ইশারা
যাওনের টাইম নাই।
এইতো আমার টাকার গরম
ঠাণ্ডা হয়ে গেল,
ডাক্তার আনতে রোগী মরে
চির বিদায় নিল।
টাকার মোহ বন্ধ করি
মহান আল্লাহ্‌র হাতে সব ছাড়ি
কোটি টাকার গাড়ী-বাড়ী
সবই যেতে হবে ত্যাগ করি।
আজরাঈলের সামনে টাকার
খাটবে না আর বাহাদুরী
সময় থাকতে স্মরণ করি
তাওহীদের ঐ পথটি ধরি
দাওয়াত ও জিহাদ কায়েম করি
পরকালের চিন্তা করে
অহির আলোকে জীবন গড়ি।

সন্ধান

মুহাম্মাদ হায়দার আলী
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

নারীর উদরে মানুষ জন্মে
প্রভু তার সৃষ্টিকর্তা।
সুন্দর অবয়বে শ্রেষ্ট মানব
আল-কুরআনে রয়েছে প্রভুর বার্তা।
নর-নারীর মহা মিলনে
শুক্রকীটে জন্মে মানুষ।
দুনিয়ায় এসে মানব জাতি
স্বার্থের টানে হয় বেহুশ।
আলোর সন্ধান প্রভুর আদেশ
উপেক্ষিত হয় মানব মাঝে।
ইবলিশ তাদের পাকড়াও করে
দিবা-রাত্র ভাল কাজে।
ঈমান আক্বীদার কিনার ছেড়ে
ঘুরতে থাকে দুনিয়ার মোহে।
সুন্দর জীবন ধ্বংস করে
ঘুমায় শেষে মাটির গৃহে।
জন্ম আর মৃত্যু হ'ল
মানব জাতির পরীক্ষার ক্ষেত।
উত্তম আমল প্রভুর প্রিয়
ছালাত কায়েম কুরআন পড়
দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে চলো।

Contents

সংগঠন সংবাদ

১. কুষ্টিয়া-পূর্ব ২রা জুন ৬ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারের ৩য় তলায় কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে সকাল ১০টা থেকে কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার হাশিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য তরীকুয্যামান, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

২. কালাই, জয়পুরহাট, ২রা জুন ৬ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ কালাই জুম্মাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাবীবুর রহমান। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল হক।

৩. ধর্মদহ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ৪ঠা জুন ৮ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে ধর্মদহ মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার আমীরুল ইসলাম।

৪. বামুন্দী, মেহেরপুর ৬ই জুন ১০ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, সমাজ কল্যাণ সম্পদাক সা'দ আহমাদ, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল নূরুল ইসলাম। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান।

৫. বিরামপুর, দিনাজপুর ৮ই জুন ১২ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর ফাযিল মাদরাসা মিলনায়তনে 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

৬. মৈশালা, রাজবাড়ী ৮ই জুন ১২ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী।

৭. শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ ৮ই জুন ১২ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন কানসাট আব্বাস বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। সঞ্চালক যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ইয়াসীন আলী।

৮. রহনপুর, চাঁপাই-উত্তর ৯ই জুন ১৩ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ ডাক বাংলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আনোয়ার হোসাইন।

৯. বিরল, দিনাজপুর ৯ই জুন ১৩ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বিরল বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব তোফায্যল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

১০. কুমিল্লা ৯ই জুন ১৩ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স জামে মসজিদে কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে

Contents

অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

১১. খোকশাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ সদর ৯ই জুন ১৩ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ খোকশাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জনাব আব্দুর রহীম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি শামীম আহমাদ।

১২. নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ ৯ই জুন ১৩ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর হবিগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে নবীগঞ্জ থানা সদরের পার্শ্ববর্তী গেন্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মামূনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

১৩. মেকিয়ারকান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ১০ই জুন ১৪ই রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে মেকিয়ারকান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী, 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও মাওলানা মোখলেছুর রহমান (নওগাঁ)।

১৪. কক্সবাজার ১০ই জুন ১৪ই রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের পাহাড়তলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কক্সবাজার যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম।

১৫. সাঘাটা, গাইবান্ধা ১১ই জুন ১৫ই রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ যোহর সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ মাঠ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম।

১৬. অলহরী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১১ই জুন ১৫ই রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে যেলার ত্রিশাল থানাধীন অলহরী খারহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আব্দুল কাদের -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোখলেছুর রহমান (নওগাঁ) ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী হাফেয সফীরুদ্দীন।

১৭. মোহাম্মদপুর, ইসলামপুর, জামালপুর ১২ই জুন ১৬ই রামাযান সোমবার : অদ্য বাদ আছর জামালপুর-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ইসলামপুর থানাধীন মুহাম্মাদপুর (পূবের চর) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাসউদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী, 'যুবসংঘে'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ)। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি এস.এম. এরশাদ আলম।

১৮. গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১২ই জুন ১৬ই রামাযান সোমবার : অদ্য বাদ যোহর গোবিন্দগঞ্জ টিএন্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম।

১৯. মহিষখোচা, আদিতমারী, লালমণিরহাট ১৩ই জুন ১৭ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আযহারুল ইসলাম।

২০. মোনারপাড়া, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ১৩ই জুন ১৭ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় মোনারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও মাওলানা মোখলেছুর রহমান (নওগাঁ)।

২১. নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ১৪ই জুন ১৮ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন বোর্ডেরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-উত্তর যেলা 'আন্দোলন' উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা

'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হামীদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম।

২২. ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ১৪ই জুন ১৮ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

২৩. ছোট বেলাইল, বগুড়া ১৫ই জুন ১৯শে রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টা হ'তে শহরের ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আব্দুর রাযযাক।

২৪. দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ১৫ই জুন ১৯শে রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর দারুস সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

২৫. হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ১৬ই জুন ২০শে রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার হরিপুর থানাধীন খিরাইচণ্ডি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঠাকুরগাঁও যেলার উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন' -এর আহবায়ক কমিটির সদস্য মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম।

২৬. বোদা, পঞ্চগড় ১৭ই জুন ২১শে রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ আছর পঞ্চগড় যেলা 'আন্দোলন'ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে বোদা থানাধীন ডাঙ্গাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শামীম প্রধান।

যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ (১ম পর্ব)

২৭. নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ ও ১৪ই জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার বাদ ফজর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ মিলনায়তনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের যেলা দায়িত্বশীলদেরকে নিয়ে দু'দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস-প্রিন্সিপাল নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলামের পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা সহকারী ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল নূরুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। গত ২৭শে আগস্ট ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত রাবির ৪৭২তম সিণ্ডিকেট সভায় তাঁর এই ডিগ্রি অনুমোদন করা হয়। তাঁর পিএইচ.ডি. থিসিসের শিরোনাম ছিল **'আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত : আরবী প্রবন্ধে তাঁর অবদান'**। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. এস. এম. আব্দুস সালাম এবং পরীক্ষক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফার্সী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ বদীউর রহমান ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ যাকির হুসাইন। তিনি রাজশাহী মহানগরীর শাহ মখদুম থানাধীন বড়বনগ্রাম (ভাড়ালীপাড়া)'র জনাব ঈমান আলী ও সুফিয়া খাতুনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইতিপূর্বে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে বি.এ (অনার্স) পরীক্ষায় কলা অনুষদে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করার কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ 'অগ্রণী ব্যাংক স্বর্ণপদক' লাভ করেন। তিনি এম.এ-তেও ১ম শ্রেণীতে ১ম হন। তিনি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে ১৯৯৯ সালে দাখিল পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ৯ম স্থান অধিকার করেন এবং ২০০১ সালে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে (স্টার মার্কস) উত্তীর্ণ হন। তিনি সকলের দো'আপ্রার্থী।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা তৈরী ও সন্ত্রাসবাদ উসকে দেয়ার অভিযোগে সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশ কত তারিখে কাতারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে?
উত্তর : ৫ জুন, ২০১৭।
২. সাম্প্রতি ভারত-পাকিস্তান কোন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তর : সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (SCO)।
৩. আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার (IAEA) ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় কোথায়?
উত্তর : অস্ট্রিয়ার, ভিয়েনায়।
৪. যুক্তরাজ্যের কোন টাওয়ারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বহু লোক হতাহত হয়?
উত্তর : লন্ডনের নর্থ কেনসিংটনে ২৪তলা গ্রেনফেল টাওয়ারে।
৫. ডোনাল্ড ট্রাম্প কোন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের কিউবা নীতি বাতিল করেন?
উত্তর : বারাক ওবামা।
৬. কোন দেশ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে?
উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
৭. 'দুই জার্মানি পুনঃএকত্রীকরণের চ্যান্সেলর' বলা হয় কাকে?
উত্তর : হেলমুট কোলকে।
৮. ন্যাটোর ২৯তম সদস্যপদ লাভ করে কোন দেশ?
উত্তর : বলকান রাষ্ট্র মন্টিনিগ্রো।
৯. চতুর্থবারের মত নেপালের প্রধানমন্ত্রী হন কে?
উত্তর : শের বাহাদুর শাহ।
১০. জাপানোর কোন সম্রাট স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছাড়বেন?
উত্তর : সম্রাট অকিহিতো।
১১. মাথাপিছু আয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : কাতার (১,২৯,৭২৬ মার্কিন ডলার)।
১২. মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বিমানঘাঁটির নাম কি?
উত্তর : আল উদেঈদ বিমানঘাঁটি, কাতার।
১৩. এশিয়ার দীর্ঘতম সেতুর নাম কি?
উত্তর : ভুপেন হাজারিকা, ভারত; [৯.১৫ কি.মি.]
১৪. চীন প্রথম বৈদেশিক নৌঘাঁটি নির্মাণ করে কোন দেশে?
উত্তর : জিবুতী'তে।
১৫. কোন দেশ বিশ্বে সর্বাধিক বিনিয়োগ করেছে?
উত্তর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
১৬. প্রতি হাযারে (HIV) আক্রান্তে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : সোয়াজিল্যাণ্ড।
১৭. প্রতি লাখে আত্মহত্যার শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : শ্রীলংকা।
১৮. বৈশ্বিক শান্তি সূচকে ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান কত?
উত্তর : ১১৪তম।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কতটি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে?
উত্তর : ৪০টি দেশের ৫৪টি মিশনে।
২. ২০১৭ সালের বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : ষষ্ঠ।
৩. বর্তমানে দেশে কার্যক্রম চলছে এমন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
উত্তর : ৪০টি।
৪. দেশের চতুর্থ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে কোথায়?
উত্তর : সিলেটে।
৫. রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
৬. বাংলাদেশের সাথে কতটি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে?
উত্তর : ১৯৮টি।
৭. বাংলাদেশের উৎপাদিত পাটপণ্য বিশ্বের কতটি দেশে রপ্তানি করা হয়?
উত্তর : ১১৮টি।
৮. 'অপারেশন রিবার্থ' অভিযান কোথায় পরিচালিত হয়?
উত্তর : রাজশাহীর তানোর উপযেলার ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে।
৯. বাংলাদেশে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়েটিক ওষুধ বিক্রির নিষেধাজ্ঞা জারি করেন কে?
উত্তর : ওষধু প্রশাসন।
১০. বাংলাদেশের প্রথম ক্ষুদ্রাকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহ বা ন্যানো স্যাটেলাইটের নাম কী?
উত্তর : 'ব্রাক অন্বেষা'।
১১. বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশের নাম কি?
উত্তর : সিঙ্গাপুর।
১২. ঘূর্ণিঝড় 'মোরা' কোন ভাষার শব্দ?
উত্তর : থাই ভাষার শব্দ।
১৩. বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ১৬১.৭৫ মিলিয়ন; [১জানুয়ারী ২০১৭]
১৪. বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার (৭+) কত?
উত্তর : ৭১.০%।
১৫. বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কত?
উত্তর : ৭১.৬%।
১৬. 'ক্রুনাই কিং' কোন জাতের ফলের নাম?
উত্তর : আম।
১৭. আম উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
উত্তর : অষ্টম।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. কুরআন সর্বপ্রথম কোথায় অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : জাবালে নূরে বা হেরা গুহায়।
২. কুরআনে ‘মসজিদ’ শব্দ কতবার আছে?
উত্তর : ১৮বার।
৩. কুরআনে ‘নবী’ শব্দ কতবার আছে?
উত্তর : ৩৫বার।
৪. কুরআনে ‘গাভী’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা বাক্বারাহ ।
৫. কুরআনে ‘নারী জাতি’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা নিসা ।
৬. কুরআনে ‘দস্তরখানা’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা মায়েদাহ।
৭. কুরআনে ‘গবাদি পশু’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা আন‘আম।
৮. কুরআনে ‘বজ্র’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা রা‘দ।
৯. কুরআনে ‘মধুমক্ষিকা’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা নাহল।
১০. কুরআনে ‘গিরিগুহা’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা কাহাফ।
১১. কুরআনে ‘জ্যোতি’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা নূর।
১২. কুরআনে ‘কবিগণ’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা শো‘আরা ।
১৩. কুরআনে ‘পিঁপড়া’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা নামল।
১৪. কুরআনে ‘মাকড়সা’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা আনকাবূত।
১৫. কুরআনে ‘পরামর্শ’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা শূরা।
১৬. কুরআনে ‘বিজয়’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা ফাতাহ।
১৭. কুরআনে ‘নক্ষত্র’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা নাজম।
১৮. কুরআনে ‘চন্দ্র’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা ক্বামার।
১৯. কুরআনে ‘লোহা’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা হাদীদ।
২০. কুরআনে ‘অভিযোগ’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা মুজাদালাহ।
২১. কুরআনে ‘সমবেত’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা হাশর।
২২. কুরআনে ‘জয়-পরাজয়’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা তাগাবুন।
২৩. কুরআনে ‘রাজত্ব’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা মুলক।
২৪. কুরআনে ‘সংবাদ’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা নাবা।
২৫. কুরআনে ‘মাপে ও ওযনে কম দানকারীগণ’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা মুত্বাফফেফীন।
২৬. কুরআনে ‘নগরী’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা বালাদ।
২৭. কুরআনে ‘সূর্য’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা শাম্স।
২৮. কুরআনে ‘ডুমুর’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা ত্বীন।
২৯. কুরআনে ‘রক্তপিণ্ড’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা ‘আলাক্ব।
৩০. কুরআনে ‘ভূমিকম্প’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা যিলযাল।
৩১. কুরআনে ‘হাতি’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা ফীল।
৩২. কুরআনে ‘সাহায্য’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা নছর।
৩৩. কুরআনে ‘মানব জাতি’ নামে কোন সূরা আছে?
উত্তর : সূরা নাস।
৩৪. কুরআনে সিজদাহ্র আয়াত সমূহ কয়টি ও কি কি?
উত্তর : সূরা আরাফ ৭/২০৬, সূরা রা‘দ ১৩/১৫, সূরা নাহল ১৬/৫০, সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/১০৯, সূরা মারইয়াম ১৯/৫৮, সূরা হাজ্জ ২২/১৮, সূরা হাজ্জ ২২/৭৭, সূরা ফুরকান ২৫/৬০, সূরা নামল ২৭/১৬, সাজদাহ ৩২/২১, সূরা ছোয়াদ ৩৮/২৪, সূরা হামীম সাজদাহ ৪১/৩৮, সূরা নাজম ৫৩/৬২, সূরা ইনশিকাক ৮৪/২১, সূরা আলাক ৯৬/১৯।
৩৫. পবিত্র কুরআনে কয়জন মহিলার বর্ণনার এসেছে এবং তারা কারা?
উত্তর : দশ মহিলার বর্ণনা এসেছে। তারা হলো- ক. আয়েশা (রাঃ)-নূর খ. উম্মে মূসা-কাছাছ গ. উখতে মূসা- কাছাছ ঘ. ইমরাতে ফেরাউন- কাছাছ ঙ. ইমরাতু ইমরান-আলে ইমরান চ. ইমরাতু ইব্রাহীম-যারিয়াত ছ. ইমরাতু লাহাব- লাহাব জ.ইমরাতু নূহ ও লূত-তাহরীম ঞ. মারইয়াম-মারইয়াম ট. ইমরাতুল আযীয- ইউসুফ।
৩৬. আল্লাহকে কেউ দুনিয়াতে দেখতে পাবে না কোন সূরায়?
উত্তর : সূরা শুরা-৫১ আন‘আম-১০৩।
৩৭. বিচার ফায়ছালা বা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং রাসূল (সঃ) চূড়ান্ত কোন সূরায়?
উত্তর : সূরা মায়েদা-৪৪, ৪৫, ৪৭, নিসা-৫৯, হাশর-৭, নূর-৫১, ৫৪।